সূরা ৯ ঃ তাওবাহ, মাদানী

(আয়াত ঃ ১২৯, রুকু ঃ ১৬)

٩ - سورة التوبة، مَدَنِيَّةٌ

(اٰيَاتُهَا : ١٢٩، رُكُوْعَاتُهَا : ١٦)

১। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে অব্যাহতি (ঘোষনা করা) হচ্ছে ঐ মুশরিকদের প্রতি যাদের সাথে তোমরা সন্ধি করেছিলে।	١. بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦٓ إِلَى ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ
২। সুতরাং (হে মুশরিকরা!) তোমরা এই ভূ-মন্ডলে চার মাস বিচরণ করে নাও এবং জেনে রেখ যে, তোমরা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবেনা, আর নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফিরদেরকে অপদস্থ করবেন।	٢. فَسِيحُواْ فِى ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى ٱللَّهِ ۙ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُخْزِى ٱلْكَٰفِرِينَ

সূরা তাওবাহর শুরুতে কেন 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' নেই

সাধারণ নিয়ম অনুসারে অন্য সূরা হতে পৃথক করার জন্য সূরার প্রথমে 'বিসমিল্লাহ' লিপিবদ্ধ করার কথা। কিন্তু এই সূরায় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উহা লিখেননি এবং এই সূরা কোন্ সূরার অংশ তাও বলেননি। সুতরাং মাসহাফ-ই উসমানীতেও (তৃতীয় খালীফা উসমান (রাঃ) কর্তৃক প্রকাশিত কুরআন) এর প্ররাম্ভে 'বিসমিল্লাহ' লিখা হয়নি। সূরা আনফাল এই সূরার পূর্বে অবতীর্ণ হওয়ায় উহা এর পূর্বে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। সূরাটি আনফালের সাথে পঠিত হলে এর পূর্বে 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করতে হয়না, অন্যথায় পাঠ করতে হয়। সূরাটির আর একটি নাম 'বারাআ'। ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত তরজমা কুরআনুল কারীম দ্রষ্টব্য)

www.waytojannah.com

এই সম্মানিত সূরাটি হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর নাযিলকৃত সর্বশেষ সূরা। সহীহ বুখারীতে বারা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সর্বশেষ আয়াত হচ্ছে ঃ

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ

তারা তোমাদের নিকট ব্যবস্থা প্রার্থনা করছে, তুমি বল ঃ আল্লাহ তোমাদেরকে পিতা-পুত্রহীন সম্বন্ধে ব্যবস্থা দান করেছেন। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৭৬) এ আয়াতটি এবং সর্বশেষ সূরা হচ্ছে সূরা বারাআত। (ফাতহুল বারী ৮/১৬৭) এই সূরার প্রথমে বিসমিল্লাহ লিখিত না থাকার কারণ এই যে, সাহাবীগণ আমীরুল মু’মিনীন উসমান ইব্‌ন আফফানকে (রাঃ) অনুকরণ করে কুরআনে এই সূরার পূর্বে বিসমিল্লাহ লিখেননি।

এই সূরার প্রথম অংশ ঐ সময় অবতীর্ণ হয় যখন নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবূকের যুদ্ধ হতে ফিরে আসছিলেন। ওটা হাজ্জের মওসুম ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামও হাজ্জ করতে ইচ্ছুক ছিলেন। মুশরিকরা নিজেদের অভ্যাস মত হাজ্জ করতে এসে উলঙ্গ হয়ে বাইতুল্লাহর চারদিকে তাওয়াফ করত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সাথে মিলিত হতে অপছন্দ করেন এবং আবূ বাকরকে (রাঃ) ঐ বছর হাজ্জের ইমাম বানিয়ে মাক্কা অভিমুখে রওয়ানা করান, যেন তিনি মুসলিমদেরকে হাজ্জের আহকাম শিক্ষা দেন এবং মুশরিকদের মধ্যে ঘোষণা করে দেন যে, তারা যেন আগামী বছর হাজ্জ করতে না আসে। আর জনসাধারণের মধ্যে তিনি যেন সূরা বারাআতেরও ঘোষণা শুনিয়ে দেন بَرَاءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ। আবূ বাকরের (রাঃ) গমনের পর তার পিছনে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলীকেও (রাঃ) পাঠিয়ে দেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে তাঁর নিকটতম আত্মীয় হিসাবে তিনিও যেন তাঁর বার্তা পৌঁছে দেন। এর বিস্তারিত বর্ণনা ইনশাআল্লাহ আসছে।

মূর্তি পূজক কাফিরদের সাথের চুক্তি বাতিল করণ

ঘোষণা হচ্ছে ঃ بَرَاءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ এটা হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ হতে সম্পর্ক ছিন্নতা।’ কেহ কেহ বলেন যে, এই ঘোষণা ঐ চুক্তি ও অঙ্গীকার সম্পর্কে, যার জন্য কোন সময় নির্দিষ্ট ছিলনা বা যাদের সাথে চার মাসের কম সময়ের জন্য চুক্তি ছিল। কিন্তু যাদের

www.waytojannah.com

সাথে চুক্তির মেয়াদ দীর্ঘ ছিল ওটা যথা নিয়মে বাকী থেকে যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَأَتِمُّوٓاْ إِلَيۡهِمۡ عَهۡدَهُمۡ إِلَىٰ مُدَّتِهِمۡ

সুতরাং তাদের সন্ধি চুক্তিতে তাদের নির্ধারিত সময় পর্যন্ত পূর্ণ কর। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৪) আবূ মাশার আল মাদানী (রহঃ) বলেন যে, মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব আল কারাযী (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবূ বাকরকে (রাঃ) হাজ্জের আমীর নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন এবং আলীকে (রাঃ) এই সূরাটির ত্রিশ অথবা চল্লিশটি আয়াতসহ পাঠিয়ে দেন। মূর্তি পূজকদেরকে যিলহাজ্জ মাসের ২০ দিন, মুহাররাম, সফর এবং রাবিউল আউওয়াল মাস ও রাবিউস সানি মাসের দশ দিন সময় বেঁধে দেয়া হয়। তাদের তাবুতে গিয়ে গিয়ে এ কথা জানিয়ে দেয়া হয়। তিনি আরাফার মাঠে গিয়ে আয়াতগুলি তাদেরকে পাঠ করে শোনান এবং মূর্তি পূজকদের চার মাসের মেয়াদ বেঁধে দিয়ে ঘোষণা করেন যে, ঐ সময়ের মধ্যে তারা যেখানে খুশি চলাফিরা করতে পারবে। তিনি আরাফার মাঠে মুশরিকদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ নির্দেশও শুনিয়ে দেন যে, এ বছরের পর কোন মুশরিক যেন হাজ্জ করতে না আসে এবং কোন উলঙ্গ ব্যক্তি যেন বাইতুল্লাহর তাওয়াফ না করে। (তাবারী ৬/৩০৪)

৩। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে বড় হাজ্জের তারিখসমূহে জনগণের সামনে ঘোষনা করা হচ্ছে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল উভয়ই এই মুশরিকদের (নিরাপত্তা প্রদান করা) হতে নিঃসম্পর্ক হচ্ছেন; তবে যদি তোমরা তাওবাহ কর তাহলে তা তোমাদের জন্য উত্তম, আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে জেনে রেখ যে, তোমরা	٣. وَأَذَٰنٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦٓ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوۡمَ ٱلۡحَجِّ ٱلۡأَكۡبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيٓءٞ مِّنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ۙ وَرَسُولُهُۥ ۚ فَإِن تُبۡتُمۡ فَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡ ۖ وَإِن تَوَلَّيۡتُمۡ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّكُمۡ غَيۡرُ

আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবেনা, আর (হে নাবী!) এই কাফিরদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও।	مُعْجِزِى ٱللَّهِ ۙ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে ঘোষণা দেয়া হয়েছে এবং এটা হয়েছে আবার বড় হাজ্জের দিন অর্থাৎ কুরবানীর ঈদের দিন, যা হাজ্জের সমস্ত দিন অপেক্ষা বড় ও উত্তম। ঐ ঘোষণা এই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুশরিকদের থেকে দায়িত্বমুক্ত, অসন্তুষ্ট ও পৃথক। তবে হে মুশরিকের দল! এখনও যদি তোমরা পথভ্রষ্টতা, শির্ক এবং দুষ্কার্য পরিত্যাগ কর তাহলে তা তোমাদের পক্ষে উত্তম হবে।

وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا۟ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّٰهِ আর যদি পরিত্যাগ না কর এবং পথভ্রষ্টতার উপরই প্রতিষ্ঠিত থাক তাহলে তোমরা আল্লাহর আয়ত্তের বাইরে এখনও নও এবং ভবিষ্যতেও থাকবেনা। আর তোমরা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবেনা। তিনি তোমাদের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। তিনি কাফিরদেরকে দুনিয়ায়ও শাস্তি প্রদান করবেন এবং পরকালেও আযাবে নিপতিত করবেন।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন ঃ 'কুরবানীর দিন (১০ যিলহাজ্জ) আবূ বাকর (রাঃ) আমাকে লোকদের মধ্যে ঐ কথা প্রচার করতে পাঠালেন যার জন্য তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন। আমি ঘোষণা করে দিলাম ঃ এই বছরের পর কোন মুশরিক যেন হাজ্জ করতে না আসে এবং কেহ যেন উলঙ্গ হয়ে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ না করে। হুমাইদ (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলীকে (রাঃ) পাঠান যে, তিনি যেন জনগণের মধ্যে সূরা তাওবাহ প্রচার করেন। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন ঃ সুতরাং তিনি মিনায় আমাদের সাথে ঈদের দিন ঐ আহকামই প্রচার করেন। (ফাতহুল বারী ৮/১৬৮)

অন্য এক হাদীসে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ কুরবানীর দিন আবূ বাকর (রাঃ) আরও কয়েকজন ঘোষনাকারীর সাথে আমাকে মিনায় এই ঘোষনা দিতে পাঠালেন যে, পরবর্তী বছর থেকে কোন মূর্তি পূজককে হাজ্জ পালন করতে দেয়া হবেনা এবং কোন বস্ত্রহীন লোককে কা'বার চারিদিকে প্রদক্ষিণ করার অনুমতি দেয়া হবেনা। ঐ বছর আবূ বাকর (রাঃ) হাজ্জ কাফিলার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং পরের বছর অর্থাৎ বিদায় হাজ্জের বছর যখন রাসূল

www.waytojannah.com

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাজ্জ পালন করেন তখন মুশরিকদের কেহ হাজ্জ পালন করেনি। (ফাতহুল বারী ৮/১৬৮)

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) আবূ জাফর মুহাম্মাদ ইব্‌ন আলী ইবনুল হুসাইন (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যখন সূরা বারাআহ (তাওবাহ) অবতীর্ণ হয় ঐ সময় আবূ বাকর (রাঃ) লোকদের হাজ্জ পর্যবেক্ষণের জন্য নিয়োজিত ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বলা হয় ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এ আয়াতগুলি কি আবূ বাকরের (রাঃ) কাছে পাঠিয়ে দেয়া হবে? তখন তিনি বললেন ঃ আমার কাছ থেকে না শুনতে পেলে লোকেরা এটা গ্রহণ করবেনা, এমন কেহকে বলতে হবে যে আমার পরিবারের লোক। অতঃপর তিনি আলীকে (রাঃ) ডেকে পাঠালেন এবং বললেন ঃ সূরার এই অংশটুকু তুমি সাথে নিয়ে যাও এবং কুরবানীর দিন যখন সবাই মিনায় সমবেত হবে তখন তাদেরকে জানিয়ে দিবে ঃ কোনো অবিশ্বাসী কাফির কখনও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেনা। এ বছরের পরে আর কোন মূর্তিপূজক হাজ্জ করতে অনুমতি পাবেনা। বস্ত্রহীন অবস্থায় কেহ কা‘বা ঘরের তাওয়াফ করতে পারবেনা। আর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যাদের চুক্তি রয়েছে তার মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে। এর পরে আর মেয়াদ বাড়ানো হবেনা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উট ‘আল আযবা’ এর উপর সাওয়ার হয়ে আলী (রাঃ) রওয়ানা হন এবং কাফিলার নেতৃত্ব দেয়া আবূ বাকরের (রাঃ) সাথে পথে মিলিত হন। আবূ বাকর (রাঃ) আলীকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি হাজ্জ কাফিলার নেতৃত্ব দেয়ার জন্য এসেছেন, নাকি সফর সঙ্গী হিসাবে এসেছেন? আলী (রাঃ) উত্তরে বললেন, সফর সঙ্গী হিসাবে। তারা উভয়ে চলতে থাকলেন। আবূ বাকর (রাঃ) হাজ্জ কাফিলা নিয়ে যখন পৌঁছেন তখন মাক্কার লোকেরা জাহিলিয়াতের প্রথা অনুযায়ী তাদের তাবুতে স্থান নিয়ে নিয়েছে। কুরবানীর দিন আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রাঃ) দাঁড়িয়ে যান এবং ঘোষনা করেন ঃ হে লোকসকল! কোনো অবিশ্বাসী কাফির কখনও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেনা। পরের বছর থেকে কোনো মূর্তিপূজক আর হাজ্জ করার অনুমতি পাবেনা। বিবস্ত্র অবস্থায় কেহ কা‘বা ঘরের তাওয়াফ করতে পারবেনা এবং যাদের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে চুক্তি রয়েছে তা চুক্তির মেয়াদ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

ফলে পরের বছর থেকে কোনো মূর্তিপূজক আর হাজ্জ করেনি কিংবা বস্ত্রহীন অবস্থায় কেহ তাওয়াফ করেনি। মিনার ঘোষনার পর যাদের সাথে কোনো চুক্তি

www.waytojannah.com

ছিলনা তারা এক বছরের জন্য চুক্তি সম্পাদন করে এবং যাদের সাথে চুক্তি ছিল তাদের সাথের চুক্তির মেয়াদ পর্যন্ত তা বলবৎ থাকে। (তাবারী ১৪/১০৭)

৪। কিন্তু হ্যাঁ ঐ সব মুশরিক হচ্ছে স্বতন্ত্র যাদের নিকট থেকে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছ, অতঃপর তারা তোমাদের বিরুদ্ধে কেহকেও সাহায্য করেনি। সুতরাং তাদের সন্ধি চুক্তিতে তাদের নির্ধারিত সময় পর্যন্ত পূর্ণ কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎ কর্মশীলদের পছন্দ করেন	٤. إِلَّا ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْـًٔا وَلَمْ يُظَٰهِرُوا۟ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوٓا۟ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ

স্বাক্ষরিত চুক্তি উহার মেয়াদকাল পর্যন্ত কার্যকর থাকা

পূর্বে বর্ণিত হাদীসগুলি এবং এই আয়াতের বিষয়বস্তু একই। এর দ্বারা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, যাদের সাথে সাধারণভাবে (কোন সময় সীমা নির্দিষ্ট না করে) সন্ধি (চুক্তি) ছিল তাদেরকেতো চার মাসের অবকাশ দেয়া হয়, এর মধ্যে তারা যেখানে ইচ্ছা সেখানে চলে যেতে পারবে। আর যাদের সাথে কোন একটা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত সন্ধি-চুক্তি হয়েছে ঐসব চুক্তি ঠিক থাকবে, যদি তারা চুক্তির শর্তাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। তারা নিজেরাও মুসলিমদেরকে কোন কষ্ট দেয়না এবং মুসলিমদের শত্রুদেরকেও সাহায্য সহযোগিতা করেনা। যারা ওয়াদা বা অঙ্গীকার পূর্ণ করে তাদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন ও পছন্দ করেন।

৫। অতঃপর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলি অতীত হয়ে যায় তখন ঐ মুশরিকদেরকে যেখানে পাবে তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখ	٥. فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ

এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতিশয় ক্ষমা পরায়ণ, পরম করুণাময়।	وَٱحۡصُرُوهُمۡ وَٱقۡعُدُواْ لَهُمۡ كُلَّ مَرۡصَدٖۚ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ

যুদ্ধের প্রস্তুতিমূলক আয়াত

মুজাহিদ (রহঃ), আমর ইব্‌ন সুআইব (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইবন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) বলেন, চার মাসের ব্যাপারে উক্তি করা হয়েছে যে, যে মাসগুলিতে মুশরিকরা মুক্তি লাভ করেছিল এবং তাদেরকে বলা হয়েছিল- এর পরে তোমাদের সাথে যুদ্ধ হবে তা সূরার প্রথম দিকে বলা হয়েছে। এই সূরারই অন্য আয়াতে এর বর্ণনা রয়েছে, যা পরে আসছে। মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ যখন নিষিদ্ধ মাসগুলি অতীত হয়ে যাবে তখন ঐ মুশরিকদের যেখানেই পাবে সেখানেই তাদের সাথে যুদ্ধ করে হত্যা কর, তাদেরকে পাকড়াও কর, অবরোধ কর এবং ঘাঁটিস্থলসমূহে তাদের সন্ধানে অবস্থান কর।' আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 'যেখানেই পাবে।' সুতরাং এটা সাধারণ নির্দেশ। অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠের যেখানেই পাবে তাদেরকে বধ কর, পাকড়াও কর ইত্যাদি। কিন্তু প্রসিদ্ধ উক্তি এই যে, এটা সাধারণ নির্দেশ নয়, বরং বিশেষ নির্দেশ। হারাম এলাকায় যুদ্ধ চলতে পারেনা। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَا تُقَٰتِلُوهُمۡ عِندَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَٰتِلُوكُمۡ فِيهِۖ فَإِن قَٰتَلُوكُمۡ فَٱقۡتُلُوهُمۡ ...

এবং তোমরা তাদের সাথে পবিত্রতম মাসজিদের নিকট যুদ্ধ করনা, যে পর্যন্ত না তারা তোমাদের সাথে তন্মধ্যে যুদ্ধ করে; কিন্তু যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তাহলে তোমরাও তাদেরকে হত্যা কর; অবিশ্বাসীদের জন্য এটাই প্রতিফল। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৯১) অর্থাৎ তোমাদেরকে শুধু এই অনুমতি দেয়া হচ্ছে না যে, তাদেরকে সামনে পেলে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, বরং তোমাদের জন্য এ অনুমতিও রয়েছে যে, তোমরা নিজেদের পক্ষ থেকেই তাদের খুঁজে খুঁজে আক্রমণ চালাবে, তাদের পথরোধ করে দাঁড়াবে এবং তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করতে অথবা যুদ্ধ করতে বাধ্য করবে। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ যদি তারা তাওবাহ করে সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের রাস্তা খুলে দিবে এবং তাদের উপর থেকে সংকীর্ণতা উঠিয়ে নিবে।' এই আয়াতটিকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেই আবূ বাকর (রাঃ) যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। মহান আল্লাহ এই আয়াতে ইসলামের রুকনগুলি তরতীব বা বিন্যাস সহকারে বর্ণনা করেছেন। বড় থেকে শুরু করে ছোটর দিকে এসেছেন। ইসলামের সর্বাপেক্ষা বড় রুকন হচ্ছে সালাত, যা মহামহিমান্বিত আল্লাহর হক। সালাতের পরে হচ্ছে যাকাত, যার উপকার ফকীর, মিসকীন ও অভাবগ্রস্তেরা লাভ করে থাকে। এর মাধ্যমে মাখলূকের বিরাট হক, যা মানুষের দায়িত্বে রয়েছে তা আদায় হয়ে যায়। এ কারণেই অধিকাংশ জায়গায়ই আল্লাহ তা'আলা সালাতের সাথে সাথেই যাকাতের উল্লেখ করেছেন।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে ইব্‌ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমি এই মর্মে আদিষ্ট হয়েছি যে, আমি লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকব যে পর্যন্ত না তারা সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ ছাড়া কেহ উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল এবং তারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত দেয়।' (ফাতহুল বারী ১/৯৫, মুসলিম ১/৫৩)

যাহহাক ইব্‌ন মুজাহিম (রহঃ) বলেন যে, এটা হচ্ছে তরবারীর আয়াত যা মুশরিকদের সাথে কৃত সমস্ত সন্ধি-চুক্তিকে কর্তন করে দিয়েছে। আল আউফী (রহঃ) বলেন, ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) উক্তি রয়েছে যে, সূরা বারাআত অবতীর্ণ হওয়ার পর কাফিরদের সাথে আর কোন সন্ধি ও চুক্তি অবশিষ্ট থাকেনি।

www.waytojannah.com

পূর্বশর্তগুলি সমতার ভিত্তিতে ভেঙ্গে দেয়া হয়। সূরা বারা'আহ (তাওবাহ) নাযিল হওয়ার পর সমস্ত চুক্তি রাবিউল আখির মাসের দশ তারিখ শেষ হয়ে যায়।

৬। মুশরিকদের মধ্য হতে যদি কেহ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে তাহলে তুমি তাকে আশ্রয় দান কর, যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পায়; অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দাও, এই আদেশ এ জন্য যে, এরা এমন লোক যারা জ্ঞান রাখেনা।	٦. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُۥ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ

মূর্তি পূজকরা চাইলে তাদের দেশ ত্যাগ করার সুযোগ দিতে হবে

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন, وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ আমি তোমাকে যে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছি তাদের মধ্য হতে কেহ যদি তোমার কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করে তাহলে তুমি তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবে ও নিরাপত্তা দিবে, যেন তারা কুরআনুল কারীম শুনতে পায় ও তোমার কথা শোনার সুযোগ লাভ করে। আর তারা দীনের তালীম অবগত হয় এবং আল্লাহর দীনের দা'ওয়াতের পরিপূর্ণতা লাভ করে। ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ অতঃপর নিরাপত্তার মাধ্যমেই তাদেরকে তাদের স্বদেশে নির্ভয়ে পাঠিয়ে দিবে, যেন তারা তাদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছে যেতে পারে। (তাবারী ১৪/১৩৯) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ এর ফলে হয়ত চিন্তা ভাবনা করে তারা সত্য দীন কবূল করে নিবে। এটা এ কারণে যে, তারা অজ্ঞ ও মূর্খ লোক। সুতরাং তাদের কাছে দীনী শিক্ষা পৌঁছে দাও যাতে আল্লাহর দা'ওয়াত সর্বত্র ছড়িয়ে পরে।

www.waytojannah.com

এ আয়াতের তাফসীরে মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ঃ যদি কেহ তোমার কাছে ধর্মীয় কথা শোনার জন্য আসে সে নিরাপত্তা লাভ করবে যে পর্যন্ত সে আল্লাহর কালাম না শোনে এবং যেখান থেকে সে এসেছিল সেখানে নিরাপদে ফিরে যায়। এ জন্যই, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে দীন বুঝার জন্য বা কোন বার্তা নিয়ে আসত তাকে তিনি নিরাপত্তা দান করতেন। হুদাইবিয়ার সন্ধির বছর এটাই হয়েছিল। কুরাইশের যত দূত এসেছিল তাদের কোন ভয় বা বিপদ ছিলনা। উরওয়া ইব্‌ন মাসঊদ, মিকরাম ইব্‌ন হাফস, সুহাইল ইব্‌ন আমর প্রমুখ একের পর এক আসতে থাকে। এখানে এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি মুসলিমদের সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন তাদের দৃষ্টিগোচর হয় যা রোম সম্রাট কাইসার এবং পারস্য সম্রাট কিসরার দরবারেও তারা দেখতে পায়নি। এ কথা তারা তাদের কাওমের কাছে গিয়ে বর্ণনা করে। সুতরাং এ বিষয়টিও বহু লোকের হিদায়াতের মাধ্যম হয়েছিল। ভণ্ড নাবী মুসাইলামা কায্‌যাবের দূত যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আগমন করে তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'তুমি মুসাইলামার রিসালাতকে স্বীকার করেছ?' সে উত্তরে বলল ঃ 'হ্যাঁ।' তখন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'আমার নিকট দূতকে হত্যা করা যদি নাজায়িয না হত তাহলে আমি তোমার গর্দান উড়িয়ে দিতাম।' (ইব্‌ন হিশাম ৪/২৪৭) আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদের (রাঃ) কুফার শাসক থাকার সময় ঐ লোকটিকে (ইব্‌ন আন নাওওয়াহাহ) শিরচ্ছেদ করে হত্যা করা হয়। ইব্‌ন মাসঊদ (রাঃ) যখন অবহিত হন যে, সে তখনও মিথ্যুক মুসাইলামাকে নাবী বলে স্বীকারকারী তখন তাকে ডেকে পাঠান এবং বলেন ঃ 'এখন তুমি দূত নও। সূতরাং এখন তোমাকে হত্যা করার ব্যাপারে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই।' অতঃপর তাকে হত্যা করা হয়। তার উপর আল্লাহর অভিসম্পাত বর্ষিত হোক!

মোট কথা, যদি কোন অমুসলিম দেশ থেকে কোন দূত বা ব্যবসায়ী অথবা সন্ধি করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি কিংবা জিযিয়া আনয়নকারী ব্যক্তি কোন মুসলিম রাষ্ট্রে আগমন করে এবং ইমাম বা নায়েবে ইমাম তাকে নিরাপত্তা প্রদান করেন তাহলে যে পর্যন্ত সে ইসলামী রাষ্ট্রে অবস্থান করবে এবং স্বদেশে না পৌঁছবে সেই পর্যন্ত তাকে হত্যা করা হারাম।

৭। এই (কুরাইশ) মুশরিকদের অঙ্গীকার আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট কি	٧. كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ

www.waytojannah.com

রূপে (বলবৎ) থাকবে যদি না তাদের সাথে তোমরা মাসজিদুল হারামের সন্নিকটে অঙ্গীকার নিয়ে থাক? অতএব যে পর্যন্ত তারা তোমাদের সাথে সরলভাবে থাকে, তোমরাও তাদের সাথে সরলভাবে থাকবে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ সংযমশীলদের পছন্দ করেন।	عَهْدٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِۦٓ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۖ فَمَا ٱسْتَقَٰمُوا۟ لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُوا۟ لَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ

মূর্তি পূজকরা শির্ক ও কুফরী পরিত্যাগ করার নয়

এখানে আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত হুকুমের হিকমাত বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন, মুশরিকদেরকে চার মাস অবকাশ দেয়ার পর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দানের কারণ এই যে, তারা শির্ক ও কুফরী পরিত্যাগ করছেনা এবং সন্ধি ও চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিতও থাকছেনা। إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ তবে হ্যাঁ, হুদাইবিয়ার সন্ধি তাদের পক্ষ থেকে যে পর্যন্ত ভেঙ্গে না দেয়া হয় সেই পর্যন্ত তোমরাও তা ভেঙ্গে দিবেনা। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدْىَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُۥ

তারাইতো কুফরী করেছিল এবং নিবৃত্ত করেছিল তোমাদেরকে মাসজিদুল হারাম হতে এবং বাধা দিয়েছিল কুরবানীর জন্য আবদ্ধ পশুগুলিকে যথাস্থানে পৌঁছতে। (সূরা ফাত্হ, ৪৮ ঃ ২৫) হুদাইবিয়ায় দশ বছরের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। ষষ্ঠ হিজরীর যিলকাদ মাস হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে চুক্তির মেয়াদ শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত কুরাইশদের পক্ষ থেকে এ চুক্তি ভেঙ্গে দেয়া হয়। তাদের মিত্র বানু বকর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিত্র খুযাআ'র উপর আক্রমণ চালান, এমন কি হারাম এলাকায়ও তাদেরকে হত্যা করে। এটার উপর ভিত্তি করেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

www.waytojannah.com

ওয়া সাল্লাম অষ্টম হিজরীর রামাযান মাসে কুরাইশদের উপর আক্রমণ চালান। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে মাক্কা মুকাররমার উপর বিজয় দান করেন এবং তাদের উপর তাঁকে ক্ষমতার অধিকারী করেন। তিনি বিজয় ও ক্ষমতা লাভ করার পর তাদের মধ্যে যারা ইসলাম কবূল করে তাদেরকে আযাদ করে দেন। তাদেরকেই طُلَقَاءُ বা মুক্ত বলা হয়। তারা সংখ্যায় প্রায় দু' হাজার ছিল। আর যারা কুফরীর উপরই ছিল এবং এদিক ওদিক পালিয়ে গিয়েছিল, বিশ্ব শান্তির দূত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে সাধারণভাবে আশ্রয় প্রদান করেছিলেন এবং মাক্কায় আগমনের ও সেখানে নিজ নিজ বাড়ীতে অবস্থানের অনুমতি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, চার মাস পর্যন্ত তারা যেখানে ইচ্ছা সেখানেই আসা-যাওয়া করতে পারে। তাদের মধ্যেই ছিলেন সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া (রাঃ) ও ইকরিমাহ ইব্‌ন আবূ জাহল (রাঃ) প্রমুখ। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের তাওফীক দান করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতিটি কাজে ও পরিমাপ করণে প্রশংসিত।

৮। কি করে চুক্তি রক্ষা হবে, যদি অবস্থা এই হয় যে, তারা যদি তোমাদের উপর প্রাধান্য লাভ করে তাহলে তোমাদের আত্মীয়তার মর্যাদাও রক্ষা করবেনা এবং অঙ্গীকারেরও না। তারা তোমাদেরকে নিজেদের মুখের কথায় সন্তুষ্ট রাখে, কিন্তু তাদের অন্তরসমূহ অস্বীকার করে, আর তাদের অধিকাংশ লোকই ফাসিক।	٨. كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا۟ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا۟ فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً ۚ يُرْضُونَكُم بِأَفْوَٰهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَٰسِقُونَ

আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের প্রতারণা এবং তাদের অন্তরের শত্রুতা থেকে মুসলিমদেরকে সতর্ক করছেন, যেন তারা তাদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব না রাখে। তারা যেন তাদের কথা ও অঙ্গীকারের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত না থাকে। তাদের কুফরী ও শির্ক তাদেরকে তাদের ওয়াদার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে দিবেনা। তারাতো সময়ের অপেক্ষায় রয়েছে। ক্ষমতা পেলে তারা অশান্তি সৃষ্টি করবে, হত্যা যজ্ঞ

www.waytojannah.com

চালাবে। তারা আত্মীয়তার মর্যাদাও রক্ষা করবেনা এবং ওয়াদা অঙ্গীকারেরও কোন পরওয়া করবেনা। তারা তাদের সাধ্যমত তোমাদেরকে কষ্ট দিবে এবং এতে তৃপ্তি লাভ করবে।

৯। তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে নগণ্য মূল্যে বিক্রি করেছে এবং তারা আল্লাহর পথ থেকে (মু'মিনদেরকে) সরিয়ে রেখেছে। নিশ্চয়ই তাদের কাজ অতি মন্দ।	٩. ٱشْتَرَوْا۟ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِهِۦٓ ۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ
১০। তারা কোন মু'মিনের সাথে আত্মীয়তার মর্যাদা রক্ষা করেনা এবং না অঙ্গীকারের; আর তারাই সীমা লংঘনকারী।	١٠. لَا يَرْقُبُونَ فِى مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً ۚ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ
১১। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে এবং সালাত আদায় করে ও যাকাত দেয় তাহলে তারা তোমাদের দীনী ভাই; আর আমি জ্ঞানী লোকদের জন্য বিধানাবলী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে থাকি।	١١. فَإِن تَابُوا۟ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ ۗ وَنُفَصِّلُ ٱلْـَٔايَـٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের নিন্দার সাথে সাথে মু'মিনদেরকে জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করছেন। তিনি বলছেন যে, اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللّهِ ثَمَنًا قَلِيلاً ঐ কাফিরেরা নগণ্য ও নশ্বর দুনিয়াকে মনোরম ও চিরস্থায়ী আখিরাতের বিনিময়ে পছন্দ করে নিয়েছে। তারা নিজেরাও আল্লাহর পথ থেকে সরে রয়েছে এবং

www.waytojannah.com

মু'মিনদেরকেও ঈমান থেকে ফিরিয়ে রেখেছে। إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً তাদের আমল অতি জঘন্য। তারা মু'মিনদের শুধু ক্ষতিই করতে চায়। তারা না কোন আত্মীয়তার খেয়াল রাখে, না চুক্তির কোন পরোয়া করে। তারা সীমালংঘন করেছে। তবে হ্যাঁ, হে মু'মিনগণ! এখনও যদি তারা তাওবাহ করে এবং সালাত আদায় করে ও যাকাত দেয় তাহলে তারা তোমাদেরই লোক হয়ে যেতে পারে।

فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ... যদি তারা তাওবাহ করে অর্থাৎ মূর্তি পূজা পরিত্যাগ করে এবং সালাত আদায়কারী ও যাকাতদাতা হয়ে যায় তাহলে (হে মুসলিমগণ!) তোমরা তাদের পথ ছেড়ে দাও। তারা তখন তোমাদেরই দীনী ভাই। ইমাম বাযযার (রহঃ) বলেন ঃ 'আমার ধারণায় فَارَقَهَا وَهُوَ عَنْهُ رَاضٍ (অর্থাৎ সে দুনিয়া হতে এমন অবস্থায় বিচ্ছিন্ন হল যে, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট) এখান থেকেই মারফূ' হাদীস শেষ এবং বাকী অংশটুকু বর্ণনাকারী রাবী ইব্‌ন আনাসের (রহঃ) কথা। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

১২। আর যদি তারা অঙ্গীকার করার পর নিজেদের শপথগুলিকে ভঙ্গ করে এবং তোমাদের ধর্মের প্রতি দোষারোপ করে তাহলে তোমরা কুফরের অগ্রনায়কদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, (এই অবস্থায়) তাদের শপথ রইলনা, হয়তো তারা বিরত থাকবে।	١٢. وَإِن نَّكَثُوٓا۟ أَيْمَـٰنَهُم مِّنۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا۟ فِى دِينِكُمْ فَقَـٰتِلُوٓا۟ أَئِمَّةَ ٱلْكُفْرِ ۙ إِنَّهُمْ لَآ أَيْمَـٰنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ

মুশরিকরা তাদের শপথের কোনই মূল্য রাখেনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে মুশরিকদের সাথে নির্দিষ্ট মেয়াদে তোমাদের চুক্তি হয়েছে তারা যদি তাদের শপথ ভেঙ্গে দিয়ে ওয়াদা ও চুক্তি ভঙ্গ করে এবং তোমাদের ধর্মের প্রতি দোষারোপ করে তাহলে তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর।

www.waytojannah.com

এ জন্যই আলেমগণ বলেছেন, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালি দিবে বা দীনের উপর দোষারোপ করবে কিংবা ঘৃণার সাথে এর উল্লেখ করবে তাকে হত্যা করতে হবে।

তাদের শপথের কোনই মূল্য নেই। তাদেরকে কুফরী, শির্ক ও বিরুদ্ধাচরণ হতে ফিরিয়ে আনার এটাই পন্থা। কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ মুরুব্বীজন বলেন যে, কুফরীর অগ্রনায়ক হচ্ছে আবূ জাহল, উৎবা, শাইবাহ, উমাইয়া ইব্‌ন খালফ প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ। একদা সা’দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) খারেজীদের একটি লোকের পাশ দিয়ে গমন করেন। ঐ খারেজী সা’দের (রাঃ) প্রতি ইঙ্গিত করে বলে ঃ ‘ইনি হচ্ছেন কুফরীর অগ্রনায়ক।’ তখন সা’দ (রাঃ) বলেন ঃ ‘তুমি মিথ্যা বলছ। আমি বরং কুফরীর অগ্রনায়কদেরকে হত্যা করেছি।’ হুযাইফা (রাঃ) বলেন যে, এর পরে এই আয়াতওয়ালাদেরকে হত্যা করা হয়নি। (তাবারী ১৪/১৫৬) আলী (রাঃ) হতেও এরূপই বর্ণিত আছে। সঠিক কথা এই যে, শানে নুযূল হিসাবে এই আয়াত দ্বারা মুশরিক কুরাইশ উদ্দেশ্য হলেও আয়াতটি ‘আম’ বা সাধারণ। হুকুমের দিক দিয়ে তারা এবং অন্যান্য সবাই এর অন্তর্ভুক্ত। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। ওয়ালিদ ইব্‌ন মুসলিম (রহঃ) বলেন যে, সাফওয়ান ইব্‌ন আমর (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আবূ বাকর (রাঃ) সিরিয়া অভিমুখে সেনাবাহিনী প্রেরণ করার সময় তাদেরকে বলেন ঃ ‘তোমরা সেখানে এমন কতকগুলো লোককে দেখতে পাবে যাদের মাথা কামানো রয়েছে। তোমরা ঐ শাইতানের দলকে তরবারী দ্বারা হত্যা করে ফেলবে। আল্লাহর শপথ! তাদের একজন লোককে হত্যা করা অন্য সত্তরজন লোককে হত্যা করা অপেক্ষা আমার নিকট অধিক পছন্দীয়। কেননা আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ ‘তোমরা কুফরের অগ্রনায়কদেরকে হত্যা কর।’ (ইব্‌ন আবী হাতিম ৬/১৭৬১)

১৩। তোমরা এমন লোকদের বিরুদ্ধে কেন যুদ্ধ করবেনা যারা নিজেদের শপথগুলিকে ভঙ্গ করেছে, আর রাসূলকে দেশান্তর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং তারা তোমাদের বিরুদ্ধে নিজেরাই প্রথমে	١٣. أَلَا تُقَٰتِلُونَ قَوۡمٗا نَّكَثُوٓاْ أَيۡمَٰنَهُمۡ وَهَمُّواْ بِإِخۡرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُمۡ

আক্রমন করেছে? তোমরা কি তাদেরকে ভয় করছ? বস্তুতঃ আল্লাহকেই তোমাদের ভয় করা উচিত, যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক।	بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ أَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ
১৪। তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর। আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন, আর তোমাদেরকে তাদের উপর বিজয়ী করবেন এবং মু'মিনের অন্তরসমূহকে প্রশান্ত ও ঠান্ডা করবেন।	١٤. قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ
১৫। আর তাদের অন্ত রসমূহের ক্ষোভ দূর করে দিবেন এবং যার প্রতি ইচ্ছা, আল্লাহ করুণা প্রদর্শন করবেন, আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।	١٥. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ۗ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উৎসাহ দান

আল্লাহ তা'আলা এখানে মুসলিমদেরকে পূর্ণ মাত্রায় জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করে বলছেন, এই চুক্তি ও শপথ ভঙ্গকারী কাফির ওরাই যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেশান্তর করার পূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

আর স্মরণ কর, যখন কাফিরেরা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল, তোমাকে বন্দী করবে অথবা হত্যা করবে কিংবা নির্বাসিত করবে। তারাও ষড়যন্ত্র করতে থাকুক এবং আল্লাহও (স্বীয় নাবীকে বাঁচানোর) কৌশল করতে থাকেন, আল্লাহ হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ কৌশলী। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৩০) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ۙ أَن تُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ

রাসূলকে এবং তোমাদেরকে বহিস্কার করেছে এ কারণে যে, তোমরা তোমাদের রাব্ব আল্লাহর উপর ঈমান এনেছ। (সূরা মুমতাহানা, ৬০ ঃ ১)

وَإِن كَادُوا۟ لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا

তারা তোমাকে দেশ হতে উৎখাত করার চূড়ান্ত চেষ্টা করেছিল তোমাকে সেখান হতে বহিস্কার করার জন্য। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৭৬)

বিবাদ সৃষ্টি প্রথমে তারাই করেছে। বলা হয়েছে যে, এর দ্বারা বদরের দিনকে বুঝানো হয়েছে, যে দিন তারা তাদের বাণিজ্যিক কাফেলাকে সাহায্য করার উদ্দেশে বের হয়েছিল। তাদের যাত্রীদলতো নির্বিঘ্নে কা'বা পৌঁছে গেল। কিন্তু তারা দম্ভ ও অহংকারের সাথে মুসলিমদেরকে পরাস্ত করার উদ্দেশে বদর প্রান্তরে যুদ্ধ ঘোষণা করল। এর পূর্ণ ঘটনা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

তারা সন্ধি-চুক্তি ভঙ্গ করে তাদের মিত্রদের সাথে মিলিত হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিত্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, খুযাআ'র বিরুদ্ধে বানু বাকরকে সাহায্য করে। এই ওয়াদা খেলাফের কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে পদানত করেন। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ তোমরা এই (অপবিত্র) লোকদেরকে ভয় করছ? তোমরা যদি মু'মিন হও তাহলে আমাকে ছাড়া আর কেহকেও ভয় করা তোমাদের উচিত নয়। তিনি এরই হকদার যে, মু'মিনরা শুধুমাত্র তাঁকেই ভয় করবে। অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'তাদেরকে ভয় করনা বরং আমাকেই ভয় কর। আমার প্রতাপ, আমার আধিপত্য, আমার শাস্তি, আমার ক্ষমতা এবং আমার অধিকার অবশ্যই এই যোগ্যতা রাখে যে, সর্ব সময়ে প্রতিটি অন্তর আমার ভয়ে কাঁপতে থাকবে। সমুদয় কাজ কারবার আমার হাতে রয়েছে। আমি যা চাই তা করতে পারি এবং করে থাকি। আমার ইচ্ছা ছাড়া কিছুই হতে পারেনা।'

www.waytojannah.com

মুসলিমদের উপর জিহাদ ফার্‌য হওয়ার রহস্য বর্ণনা করা হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে এই কাফির ও মুশরিকদেরকে যে কোন শাস্তি দিতে পারতেন। কিন্তু হে মু'মিনরা! তিনি তোমাদের হাত দ্বারা তাদেরকে শাস্তি দিতে চান। তাদেরকে তোমরা নিজেরাই ধ্বংস করে দাও, যাতে তোমাদের মনের ঝাল ও আক্রোশ মিটে যায় এবং তোমাদের মনে প্রশান্তি নেমে আসে ও প্রফুল্লতা লাভ কর। এটা সমস্ত মু'মিনের জন্য সাধারণ। মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ দ্বারা খুযাআ গোত্রকে বুঝানো হয়েছে যাদের উপর কুরাইশরা সন্ধি-চুক্তি ভঙ্গ করে তাদের মিত্রদের সাথে মিলিত হয়ে আক্রমণ চালিয়েছিল। (তাবারী ১৪/১৬১)

ঐ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের মধ্যকার যার প্রতি ইচ্ছা হয় তার তাওবাহ কবূল করে থাকেন। বান্দাদের জন্য কল্যাণকর কি তা তিনি ভালরূপেই জানেন। তিনি তাঁর সমস্ত কাজ-কর্মে, সমস্ত শরঈ বিধানে ও সমস্ত হুকুম করায় অতি নিপুণ ও বিজ্ঞানময়। তিনি যা চান তাই করেন এবং যা ইচ্ছা করেন তাই নির্দেশ দেন। তিনি ন্যায় বিচারক ও হাকিম। তিনি অত্যাচার করা থেকে পবিত্র। তিনি অণু পরিমাণও ভাল বা মন্দ নষ্ট করেননা, বরং তার প্রতিদান দুনিয়ায় ও আখিরাতে দিয়ে থাকেন।

১৬। তোমরা কি ধারণা করেছ যে, তোমাদেরকে এভাবেই ছেড়ে দেয়া হবে? অথচ আল্লাহতো এখনও তোমাদেরকে পরীক্ষা করেননি যে, কারা তোমাদের মধ্য হতে জিহাদ করেছে এবং আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মু'মিনগণ ছাড়া অন্য কেহকেও অন্তরঙ্গ বন্ধু রূপে গ্রহণ করেনি? আর আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কর্মের পূর্ণ খবর রাখেন।	١٦. أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا۟ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَٰهَدُوا۟ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِۦ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

জিহাদে অংশ নেয়া প্রকৃত মুসলিমের পরিচয়

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ اللّٰهِ وَلاَ رَسُولِهِ وَلاَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً হে মু'মিনগণ! এটা সম্ভব নয় যে, আমি তোমাদেরকে ছেড়ে দিব, অথচ তোমাদেরকে পরীক্ষা করবনা এবং দেখবনা যে, তোমাদের মধ্যে ঈমানের দাবীতে কে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যাবাদী। সুতরাং ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী ঐ ব্যক্তি যে জিহাদে অগ্রগামী হয়ে অংশ নেয় এবং প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মঙ্গল কামনা করে ও তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা করে। অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

الٓمٓ. أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓاْ أَن يَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَٰذِبِينَ

আলিফ লাম মীম, মানুষ কি মনে করেছে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' এ কথা বললেই তাদেরকে অব্যাহতি দেয়া হবে এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবেনা? আমিতো তাদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম; আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা সত্যবাদী ও কারা মিথ্যাবাদী। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ১-৩)

আর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়টিকেই أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ ... এই শব্দে বর্ণনা করেছেন। (৩ ঃ ১৪২) অন্য একটি আয়াতে রয়েছে ঃ

مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ

সৎকে অসৎ (মুনাফিক) হতে পৃথক না করা পর্যন্ত আল্লাহ মু'মিনদেরকে, তারা যে অবস্থায় আছে ঐ অবস্থায় রেখে দিতে পারেননা। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৭৯) সুতরাং শারীয়াতে জিহাদের বিধান দেয়ার এটাও একটা হিকমাত যে, এর দ্বারা ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য ও তারতম্য হয়ে যায়। যদিও আল্লাহ সবকিছুই অবগত আছেন, যা হবে সেটাও তিনি জানেন, যা হয়নি সেটাও জানেন,

www.waytojannah.com

আর যখন হবে তখন ওটা কিভাবে হবে সেটাও তিনি অবগত রয়েছেন। কোন কিছু হওয়ার পূর্বেই ওর জ্ঞান তাঁর থাকে এবং প্রত্যেক জিনিসেরই অবস্থা সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত। তবুও তিনি দুনিয়ায়ও ভাল-মন্দ এবং সত্য ও মিথ্যা প্রকাশ করে দিতে চান। তিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বূদও নেই এবং তিনি ছাড়া অন্য কোন রাব্বও নেই। তাঁর ফাইসালা ও ইচ্ছাকে কেহই পরিবর্তন করতে পারেনা।

১৭। মুশরিকরা যখন নিজেরাই নিজেদের কুফরী স্বীকার করে তখন তারা আল্লাহর মাসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে এমনতো হতে পারেনা। তারা এমন যাদের সমস্ত কাজ ব্যর্থ; এবং তারা জাহান্নামে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে।	١٧. مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا۟ مَسَـٰجِدَ ٱللَّهِ شَـٰهِدِينَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرِ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَـٰلُهُمْ وَفِى ٱلنَّارِ هُمْ خَـٰلِدُونَ
১৮। আল্লাহর মাসজিদগুলি সংরক্ষণ করা তাদেরই কাজ, যারা আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামাত দিবসের প্রতি ঈমান আনে এবং সালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ছাড়া কেহকেও ভয় করেনা। আশা করা যায় যে, এরাই সঠিক পথ প্রাপ্ত।	١٨. إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَـٰجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ ۖ فَعَسَىٰٓ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَن يَكُونُوا۟ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ

www.waytojannah.com

মূর্তি পূজকরা মাসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারেনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ اللهِ যারা আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করে তারা আল্লাহর মাসজিদগুলি আবাদ করার যোগ্যই নয়। তারাতো মুশরিক! আল্লাহর ঘরের সাথে তাদের কি সম্পর্ক? مَسَاجِد শব্দটিকে مَسْجِد ও পড়া হয়েছে। এর দ্বারা মাসজিদুল হারামকে বুঝানো হয়েছে, যা দুনিয়ার মাসজিদসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মর্যাদার অধিকারী। এটা প্রথম দিন থেকে শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদাতের জন্যই নির্মিত হয়েছে। আল্লাহর খলীল ইবরাহীম (আঃ) এ ঘরের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। এ লোকগুলো নিজেদের অবস্থার দ্বারা ও কথার দ্বারা নিজেদের কুফরীর স্বীকারোক্তিকারী। যেমন সুদ্দী (রহঃ) বলেন, তুমি যদি খৃষ্টানকে জিজ্ঞেস কর, 'তোমার ধর্ম কি?' সে অবশ্যই উত্তরে বলবে ঃ 'আমি খৃষ্টান ধর্মের লোক।' ইয়াহুদীকে তার ধর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে বলবে ঃ 'আমি ইয়াহুদী ধর্মাবলম্বী।' সাবীকে জিজ্ঞেস করলে সেও বলবে ঃ 'আমি সাবী।' এই মুশরিকরাও বলবে, 'আমরা মুশরিক।' (তাবারী ১৪/১৬৫) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

أُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ তাদের সমস্ত আমল বিফল হয়ে গেল। কারণ তারা আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করেছে। চিরদিনের জন্য তারা জাহান্নামী হয়ে গেল। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُوٓاْ أَوْلِيَآءَهُۥٓ ۚ إِنْ أَوْلِيَآؤُهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُتَّقُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

কিন্তু তাদের কি বলার আছে যে জন্য আল্লাহ তাদের শাস্তি দিবেননা, যখন তারা মাসজিদুল হারামের পথ রোধ করছে, অথচ তারা মাসজিদুল হারামের তত্ত্বাবধায়ক নয়? আল্লাহভীরু লোকেরাই উহার তত্ত্বাবধায়ক, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক এটা অবগত নয়। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৩৪) হ্যাঁ, আল্লাহর ঘরের আবাদ হবে মু'মিনদের দ্বারা। সুতরাং যাদের দ্বারা আল্লাহর ঘর আবাদ হয়, কুরআন কারীম হচ্ছে তাদের ঈমানের সাক্ষী।

www.waytojannah.com

মুসলিমরাই হবে মাসজিদের রক্ষণাবেক্ষণকারী

আল্লাহ বলেন ঃ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ আল্লাহ তা'আলা তাদের ঈমানের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছেন যারা তাঁর ঘর মাসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করে। আমর ইব্‌ন মাইমূন আউদী (রহঃ) বলেন, আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণকে বলতে শুনেছি ঃ 'ভূ-পৃষ্ঠের মাসজিদগুলি আল্লাহর ঘর। যারা এখানে আসবে, আল্লাহর হক হচ্ছে তাদেরকে মর্যাদা দেয়া।' আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ উপরোক্ত আয়াতের অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর মাসজিদগুলি আবাদ করা তাদেরই কাজ, যারা আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামাতের দিনের প্রতি ঈমান আনে। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তারা সালাত প্রতিষ্ঠিত করে। এরাই হচ্ছে সুপথপ্রাপ্ত লোক এবং এরাই হচ্ছে একাত্মবাদী ও ঈমানদার। মহান আল্লাহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

আশা করা যায় তোমার রাব্ব তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৭৯) এখানে অর্থ হবে, হে নাবী! এটা নিশ্চিত কথা যে, আল্লাহ তোমাকে মাকামে মাহমূদে পৌঁছে দিবেন। এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আল্লাহর কালামে عَسَى শব্দটি সত্য ও নিশ্চয়তার জন্য এসে থাকে। (তাবারী ১৪/১৬৭)

১৯। তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানোকে এবং মাসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করাকে তাদের সমান সাব্যস্ত করে রেখেছ যারা আল্লাহ ও কিয়ামাত দিবসের প্রতি ঈমান আনে ও আল্লাহর পথে জিহাদ করে? তারা আল্লাহর সমীপে সমান নয়; যারা সীমা লংঘনকারী	١٩. أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَآجِّ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَجَٰهَدَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ لَا يَسْتَوُۥنَ عِندَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ لَا

তাদেরকে আল্লাহ সুপথ প্রদর্শন করেননা।	يَهۡدِى ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ
২০। যারা ঈমান এনেছে ও হিজরাত করেছে, আর নিজেদের ধন ও প্রাণ দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে তারা মর্যাদায় আল্লাহর কাছে অতি বড়, আর তারাই হচ্ছে পূর্ণ সফলকাম।	٢٠. ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ أَعۡظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَآئِزُونَ
২১। তাদের রাব্ব তাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে সুসংবাদ দিচ্ছেন রাহমাতের ও অতি সন্তুষ্টির, আর এমন জান্নাতের যার মধ্যে তাদের জন্য চিরস্থায়ী নি'আমাত থাকবে।	٢١. يُبَشِّرُهُمۡ رَبُّهُم بِرَحۡمَةٖ مِّنۡهُ وَرِضۡوَٰنٖ وَجَنَّٰتٖ لَّهُمۡ فِيهَا نَعِيمٞ مُّقِيمٌ
২২। ওর মধ্যে তারা অনন্তকাল থাকবে, নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট রয়েছে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।	٢٢. خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًاۚ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥٓ أَجۡرٌ عَظِيمٞ

মাসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ কিংবা হাজীদের পানি পান করানোকারী কখনও মু'মিন ও মুজাহিদের সমান নয়

এর তাফসীরে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, কাফিরেরা বলত ঃ 'বাইতুল্লাহর খিদমাত করা এবং হাজীদেরকে পানি পান করানো ঈমান ও জিহাদ হতে উত্তম। যেহেতু আমরা এ দু'টি খিদমাত আঞ্জাম দিচ্ছি সেহেতু আমাদের চেয়ে উত্তম আর

কেহই হতে পারেনা।' আল্লাহ তা'আলা এখানে তাদের অহংকার ও দম্ভ এবং সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলেন ঃ

قَدْ كَانَتْ ءَايَتِى تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَـٰبِكُمْ تَنكِصُونَ. مُسْتَكْبِرِينَ بِهِۦ سَـٰمِرًا تَهْجُرُونَ

আমার আয়াত তোমাদের কাছে পাঠ করা হত, কিন্তু তোমরা পিছন ফিরে সরে পড়তে দম্ভ ভরে, এ বিষয়ে অর্থহীন গল্প গুজব করতে। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৬৬-৬৭) সুতরাং তোমাদের এসব গর্ব ও অহংকার বাজে ও অযৌক্তিক। এমনিতেইতো আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং তাঁর পথে জিহাদের গুরুত্ব অপরিসীম, তদুপরি তোমাদের মুকাবিলায় এর গুরুত্ব আরও বেশী। কেননা তোমাদের যে কোন সৎকর্মকেই শির্ক ধ্বংস করে। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, এ দু'টি দল কখনও সমান হতে পারেনা। এই মুশরিকরা নিজেদেরকে আল্লাহর ঘরের আবাদকারী বলছে বটে, কিন্তু আল্লাহ তাদের নামকরণ করছেন যালিমরূপে। তাঁর ঘরের যে খিদমাত তারা করছে তা সম্পূর্ণ বৃথা বলে তিনি ঘোষণা করলেন। (তাবারী ১৪/১৭০)

আব্বাস (রাঃ) বদরের যুদ্ধে মুসলিমদের হাতে বন্দী থাকার সময় মুসলিমরা তাকে শির্কের কারণে নিন্দা করলে তিনি তাদেরকে বলেন ঃ 'তোমরা যদি ইসলাম ও জিহাদে অংশ গ্রহণ করে থাক তাহলে আমরাওতো কা'বা ঘরের খিদমাত এবং হাজীদেরকে পানি পান করানোর কাজে ছিলাম।' তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং বলা হয় যে, শির্কের অবস্থায় যে সাওয়াবের কাজ করা হয় তার সবই বিফলে যায়। বর্ণিত আছে যে, সাহাবীগণ (রাঃ) যখন আব্বাসের (রাঃ) সাথে কথা কাটাকাটি শুরু করেন তখন তিনি তাদেরকে বলেন ঃ 'আমরা মাসজিদুল হারামের মুতাওয়াল্লী ছিলাম, গোলামদেরকে আমরা আযাদ করতাম, আমরা বাইতুল্লাহর উপর গিলাফ চড়াতাম এবং হাজীদেরকে পানি পান করাতাম।' তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ يَسْتَوُونَ عِندَ اللّهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানোকে এবং মাসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করাকে তাদের সমান সাব্যস্ত করে রেখেছ যারা আল্লাহ ও কিয়ামাত

www.waytojannah.com

দিবসের প্রতি ঈমান আনে ও আল্লাহর পথে জিহাদ করে? তারা আল্লাহর সমীপে সমান নয়; যারা সীমা লংঘনকারী তাদেরকে আল্লাহ সুপথ প্রদর্শন করেননা। অর্থাৎ তাদের ঐ সমস্ত কাজ তাদের জন্য গ্রহণযোগ্য হবেনা, যদি ঐ সময় তারা শির্কের ভিতরে লিপ্ত থাকে। (তাবারী ১৪/১৭০) যাহহাক ইব্ন মুযাহিম (রহঃ) বলেন, আব্বাস (রাঃ) এবং তার সঙ্গীরা যখন বদরের যুদ্ধে বন্দী হয়ে আসেন তখন মুসলিমরা তাদেরকে শির্ক করার জন্য কটাক্ষ করছিলেন। তখন আব্বাস (রাঃ) বলেছিলেন ঃ আল্লাহর শপথ! আমরাতো মাসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করতাম, দেনাদারকে তার দেনা থেকে মুক্ত করতাম, কা'বা ঘরের গিলাফ পড়াতাম এবং হাজীদেরকে পানি পান করাতাম। তার এ কথার জবাবে আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতটি নাযিল করেন। (তাবারী ১৪/১৭২)

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ এ আয়াতের তাফসীরে একটি মারফূ' হাদীসও এসেছে যা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। নু'মান ইব্ন বাশীর আল আনসারী (রাঃ) বলেন ঃ 'আমি একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক দল সাহাবীর সাথে তাঁর মিম্বরের নিকট বসেছিলাম। তাদের মধ্যে একজন লোক বলেন ঃ 'ইসলাম গ্রহণের পর হাজীদেরকে পানি পান করানো ছাড়া আমি আর কোন আমল না করলেও আমার কোন পরওয়া নেই।' অন্য একটি লোক মাসজিদে হারামের আবাদ করার কথা বললেন। তৃতীয় এক ব্যক্তি বললেন ঃ 'তোমরা দু'জন যে আমলের কথা বললে তার চেয়ে জিহাদই উত্তম।' তখন উমার (রাঃ) তাঁদেরকে ধমক দিয়ে বললেন ঃ 'তোমরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিম্বরের নিকট উচ্চৈঃস্বরে কথা বলনা।' ওটা ছিল জুমু'আর দিন। উমার (রাঃ) তাঁদেরকে বলেন ঃ 'জুমু'আর সালাত আদায় করার পর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছ তা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করব।' তিনি তাই করেন। তখন মহামহিমান্বিত আল্লাহ وَاللّٰهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ হতে الظَّالِمِينَ পর্যন্ত আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। (মুসলিম ১৮৭৯)

২৩। হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদের পিতাদেরকে ও ভাইদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ	٢٣. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا

করনা যদি তারা ঈমানের মুকাবিলায় কুফরকে প্রিয় মনে করে; আর তোমাদের মধ্য হতে যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখবে, বস্তুতঃ ঐ সব লোকই হচ্ছে বড় অত্যাচারী।	تَتَّخِذُوٓاْ ءَابَآءَكُمۡ وَإِخۡوَٰنَكُمۡ أَوۡلِيَآءَ إِنِ ٱسۡتَحَبُّواْ ٱلۡكُفۡرَ عَلَى ٱلۡإِيمَٰنِۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ
২৪। (হে নাবী!) তুমি তাদেরকে বলে দাও ঃ যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্রগণ, তোমাদের ভাইগণ, তোমাদের স্ত্রীগণ, তোমাদের স্বগোত্র, আর ঐ সব ধন সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, আর ঐ ব্যবসায় যাতে তোমরা মন্দা পড়ার আশংকা করছ অথবা ঐ গৃহসমূহ যেখানে অতি আনন্দে বসবাস করছ, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের চেয়ে এবং তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে যদি (এই সব) তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয় তাহলে তোমরা প্রতীক্ষা করতে থাক যে পর্যন্ত আল্লাহ নিজের নির্দেশ পাঠিয়ে দেন। আর আল্লাহ আদেশ অমান্যকারীদেরকে পথ প্রদর্শন করেননা।	٢٤. قُلۡ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ وَإِخۡوَٰنُكُمۡ وَأَزۡوَٰجُكُمۡ وَعَشِيرَتُكُمۡ وَأَمۡوَٰلٌ ٱقۡتَرَفۡتُمُوهَا وَتِجَٰرَةٌ تَخۡشَوۡنَ كَسَادَهَا وَمَسَٰكِنُ تَرۡضَوۡنَهَآ أَحَبَّ إِلَيۡكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٖ فِي سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّىٰ يَأۡتِيَ ٱللَّهُ بِأَمۡرِهِۦۗ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡفَٰسِقِينَ

www.waytojannah.com

আত্মীয় হলেও কোন কাফিরকে মুসলিমদের সাহায্যকারী হিসাবে গ্রহণ করা উচিত নয়

এখানে আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে মু'মিনদেরকে নিষেধ করছেন, যদিও তারা তাদের মা-বাবা, ভাই-বোন প্রভৃতি হোক না কেন, যদি তারা ইসলামের উপর কুফরীকে প্রাধান্য দেয়। অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوْ كَانُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَٰنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ كَتَبَ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَٰنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ

আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায় তুমি পাবেনা যারা ভালবাসে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারীদেরকে, হোক না এই বিরুদ্ধাচারীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই অথবা তাদের জ্ঞাতি গোষ্ঠি। তাদের অন্তরে (আল্লাহ) ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা; তিনি তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। (সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ ঃ ২২)

ইমাম বাইহাকী (রহঃ) স্বীয় হাদীস গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, বদরের যুদ্ধের দিন আবূ উবাইদাহ্ ইব্ন জাররাহর (রাঃ) পিতা তার সামনে এসে মূর্তির প্রশংসা করতে শুরু করে। তিনি তাকে বারবার বিরত রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু সে বলতেই থাকে। জাররাহ যখন বার বার তার কথা বলে যাচ্ছিল তখন পিতা-পুত্রে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত আবূ উবাইদাহ (রাঃ) স্বীয় পিতাকে হত্যা করেন। তখন আল্লাহ তা'আলা لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। (বাইহাকী ৯/২৭) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আদেশ করছেন যে, যারা তাদের পরিবারবর্গকে, আত্মীয়-স্বজনকে এবং স্বগোত্রীয়দেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর প্রাধান্য দেয় তাদেরকে যেন তিনি ভীতি প্রদর্শন করে বলেন ঃ 'যদি তোমাদের পিতাগণ, তোমাদের পুত্রগণ, তোমাদের ভ্রাতাগণ, তোমাদের স্ত্রীগণ, তোমাদের স্বগোত্র, আর ঐ সব ধন-সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, আর ঐ ব্যবসায় যাতে

www.waytojannah.com

তোমরা মন্দা পড়ার আশংকা করছ, (যদি এই সব) তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেয়ে, তাহলে তোমরা প্রতীক্ষা করতে থাক এই পর্যন্ত যে, আল্লাহ নিজের নির্দেশ পাঠিয়ে দেন, আর আল্লাহ আদেশ অমান্যকারীদেরকে তাদের লক্ষ্যস্থল পর্যন্ত পৌঁছাননা।'

জাররাহ ইব্‌ন মা'বাদ (রহঃ) তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (তাঁর দাদা) বলেছেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে পথ চলছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমারের (রাঃ) হাত ধরা অবস্থায় ছিলেন। উমার (রাঃ) তাঁকে বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহর শপথ! আপনি আমার নিকট আমার প্রাণ ছাড়া অন্য সবকিছু থেকে প্রিয়তম।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'আপনাদের কেহই (পূর্ণ) মু'মিন হতে পারেনা যে পর্যন্ত আমি তার কাছে তার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় না হই।' উমার (রাঃ) তখন বললেন ঃ 'আপনি এখন আমার কাছে আমার জীবন থেকেও প্রিয়।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন ঃ 'হে উমার! আপনি এখন (পূর্ণ মু'মিন) হলেন।' (ফাতহুল বারী ১১/৫৩২, আহমাদ ৪/৩৩৬)

মুসনাদ আহমাদে ও সুনান আবূ দাঊদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যখন তোমরা *'ঈনাহ'* (عِيْنَة) (এক প্রকার সুদ) এর লেন-দেন শুরু করবে, বলদ-গাভীর লেজ ধারণ করে চাষাবাদে ব্যস্ত থাকবে এবং জিহাদ ছেড়ে দিবে তখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে লাঞ্ছনায় পতিত করবেন, আর তা দূর হবেনা যে পর্যন্ত না তোমরা নিজেদের দীনের দিকে ফিরে আসবে।' (আহমাদ ২/৪২, আবূ দাঊদ ৩৪৬২)

২৫। অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে (যুদ্ধে) বহু ক্ষেত্রে বিজয়ী করেছেন এবং হুনাইনের দিনেও। যখন তোমাদেরকে তোমাদের সংখ্যাধিক্য গর্বে উম্মত্ত করেছিল, অতঃপর সেই সংখ্যাধিক্য তোমাদের কোনই কাজে আসেনি, আর ভূ-পৃষ্ঠ	٢٥. لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِى مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۙ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْـًٔا وَضَاقَتْ

প্রশস্ত থাকা সত্ত্বেও তা তোমাদের উপর সংকীর্ণ হয়ে গেল, অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন পূর্বক পলায়ন করলে।	عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ
২৬। অতঃপর আল্লাহ নিজ রাসূলের প্রতি এবং অন্যান্য মু'মিনদের প্রতি তাঁর সাকীনা (প্রশান্তি) নাযিল করলেন এবং এমন সৈন্যদল (অর্থাৎ মালাইকা) নাযিল করলেন যাদেরকে তোমরা দেখনি, আর কাফিরদেরকে শাস্তি প্রদান করলেন; আর এটা হচ্ছে কাফিরদের কর্মফল।	٢٦. ثُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا ۚ وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۚ وَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَٰفِرِينَ
২৭। অতঃপর আল্লাহ (ঐ কাফিরদের মধ্য হতে) যাকে ইচ্ছা দয়া প্রদর্শন করেন, আর আল্লাহ হচ্ছেন অতি ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।	٢٧. ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

অলৌকিকভাবে বিজয় লাভ

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, সূরা বারাআতের এটাই প্রথম আয়াত যাতে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের উপর তাঁর বড় ইহসানের কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহচরদেরকে সাহায্য করে তাদের শত্রুদের উপর তাদেরকে জয়যুক্ত করেন। এটা ছিল একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতার ফল, মাল ও যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্রের আধিক্যে নয়। আর এটা সংখ্যাধিক্যের কারণেও ছিলনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মু'মিনদেরকে সম্বোধন করে বলেন ঃ 'তোমরা হুনাইনের দিনটি স্মরণ কর। সেই

দিন তোমরা তোমাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে কিছুটা গর্ববোধ করেছিলে। তখন তোমাদের অবস্থা এই দাঁড়ালো যে, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে! মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক শুধু নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে থাকল। ঐ সময়েই আল্লাহর সাহায্য অবতীর্ণ হল এবং তিনি তোমাদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করলেন যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার যে, বিজয় লাভ শুধু আল্লাহর সাহায্যের মাধ্যমেই সম্ভব। তাঁর সাহায্যের ফলেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল বড় বড় দলের উপর বিজয়ী হয়ে থাকে। আল্লাহর সাহায্য ধৈর্যশীলদের সাথেই থাকে।' এ ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে আমরা ইনশাআল্লাহ এখনই বর্ণনা করছি।

হুনাইনের যুদ্ধ

অষ্টম হিজরীতে মাক্কা বিজয়ের পর শাওয়াল মাসে হুনাইনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মাক্কা বিজয়ের ঘটনা হতে অবকাশ লাভের পর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রাথমিক সমুদয় কাজ সম্পাদন করেন, আর এদিকে মাক্কার প্রায় সব লোকই ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকলকে আযাদও করে দেন। এমতাবস্থায় তিনি অবহিত হন যে, হাওয়াযেন গোত্রের লোকেরা সম্মিলিতভাবে একত্রিত হয়েছে এবং তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। তাদের নেতা হচ্ছে মালিক ইব্‌ন আউফ নাসরী। সাকীফের সমস্ত গোত্রও তাদের সাথে যোগ দিয়েছে। অনুরূপভাবে বানু জাশম এবং বানু সা'দ ইব্‌ন বাকরও তাদের সাথে রয়েছে। বানু হিলালের কিছু লোকও ইন্ধন যোগাচ্ছে। বানু আমর ইব্‌ন আমির এবং আউন ইব্‌ন আমিরের কিছু লোকও তাদের সাথে আছে। এসব লোক একত্রিতভাবে তাদের স্ত্রী, ছেলেমেয়ে এবং বাড়ীর ধন-সম্পদ নিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য বের হল। এমন কি তারা তাদের বকরী ও উটগুলোকেও সাথে নিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাথে ১০ হাজার মুহাজির ও আনসারগণকে নিয়ে তাদের মুকাবিলার জন্য রওয়ানা হলেন। মাক্কার প্রায় দু'হাজার নওমুসলিমও তাঁর সাথে যোগ দেন। মাক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী উপত্যকায় উভয় সেনাবাহিনী মুখোমুখী হল। ঐ স্থানটির নাম ছিল হুনাইন।

অতি সকালে আঁধার থাকতেই গুপ্তস্থানে গোপনীয়ভাবে অবস্থানকারী হাওয়াযেন গোত্র মুসলিমদের অজান্তে আকস্মিকভাবে তাঁদেরকে আক্রমণ করে। তারা অসংখ্যা তীর বর্ষণ করতে করতে সম্মুখে অগ্রসর হয় এবং তরবারী চালনা শুরু করে। ফলে মুসলিমদের মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি হয় এবং তাঁদের মধ্যে

www.waytojannah.com

পলায়নের হিড়িক পড়ে যায়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের দিকে অগ্রসর হন। ঐ সময় তিনি সাদা খচ্চর *'আশ-শাহবা'র* উপর সাওয়ার ছিলেন। আব্বাস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্তুটির লাগামের ডান দিক ধরে ছিলেন এবং আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারিস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) বাম দিক ধারণ করেছিলেন। এ দু'জন গাধাটির দ্রুতগতি প্রতিরোধ করছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উচ্চৈঃস্বরে নিজের পরিচয় দিচ্ছিলেন এবং মুসলিমদেরকে ফিরে আসার নির্দেশ দিচ্ছিলেন। তিনি জোর গলায় বলছিলেন ঃ 'হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা কোথায় যাচ্ছ? এসো, আমি আল্লাহর সত্য রাসূল। আমি মিথ্যাবাদী নই। আমি আবদুল মুত্তালিবের বংশধর।' ঐ সময় তাঁর সাথে মাত্র আশি থেকে একশ' জন সাহাবা উপস্থিত ছিলেন। আবূ বাকর (রাঃ), উমার (রাঃ), আব্বাস (রাঃ), আলী (রাঃ), ফাযল ইব্ন আব্বাস (রাঃ), আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারিস (রাঃ), আইমান ইব্ন উম্মে আইমান (রাঃ), উসামাহ ইব্ন যায়িদ (রাঃ) প্রমুখ মহান ব্যক্তিবর্গ তাঁর সাথেই ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উচ্চৈঃস্বর বিশিষ্ট ব্যক্তি, তাঁর চাচা আব্বাসকে (রাঃ) হুকুম দিলেন যে, তিনি যেন গাছের নীচে বাইআত গ্রণকারীদেরকে পালাতে নিষেধ করেন। সুতরাং আব্বাস (রাঃ) উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিলেন ঃ 'হে বাবলা গাছের নীচে দীক্ষা গ্রহণকারীগণ! হে সূরা বাকারাহর বহনকারীগণ!' এ শব্দ যাঁদেরই কাছে পৌঁছলো তাঁরাই চারদিক থেকে লাব্বায়েক লাব্বায়েক বলতে বলতে ঐ শব্দের দিকে দৌড়ে এলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে এসে দাঁড়ালেন। এমন কি কারও উট ক্লান্ত হয়ে থেমে গেলে তিনি স্বীয় বর্ম পরিহিত হয়ে উটের উপর থেকে মাটিতে লাফিয়ে পড়েন এবং পায়ে হেঁটে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে হাযির হন। যখন কিছু সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের চারদিকে একত্রিত হন তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করতে শুরু করেন। প্রার্থনায় তিনি বলেন ঃ 'হে আল্লাহ! আপনি আমার সাথে যে ওয়াদা করেছেন তা পূর্ণ করুন!' অতঃপর তিনি এক মুষ্টি বালি নেন এবং তা কাফিরদের দিকে নিক্ষেপ করেন। তাদের এমন কেহ বাকী থাকলনা যার চোখে ও মুখে ঐ বালির কিছু না পড়ল। ফলে তারা যুদ্ধ করতে অপারগ হয়ে গেল এবং পরাজয় বরণ করল। এদিকে মুসলিমরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন। মুসলিমদের বাকী সৈন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট চলে গেলেন।

www.waytojannah.com

যাঁরা শত্রুদের পিছনে ছুটেছিলেন তাঁরা তাদের কিছু সংখ্যক লোককে হত্যা করেন এবং অবশিষ্টদেরকে বন্দী করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এনে হাযির করেন।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বারা ইব্‌ন আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁকে একটি লোক বলেন ঃ 'হে আবূ আম্মারাহ (রাঃ)! আপনারা কি হুনাইনের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন?' উত্তরে তিনি বলেন ঃ '(এ কথা সত্য বটে) কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পা মুবারক একটুও পিছনে সরেনি। ব্যাপার ছিল এই যে, হাওয়াযেন গোত্রের লোকেরা তীর চালনায় উস্তাদ ছিল। আল্লাহর ফযলে আমরা প্রথম আক্রমণেই তাদেরকে পরাস্ত করি। কিন্তু লোকেরা যখন গানীমাতের মালের উপর ঝুঁকে পড়ে তখন হাওয়াযেন গোত্রের লোকেরা সুযোগ বুঝে পুনরায় তীর বর্ষণ শুরু করে। ফলে মুসলিমদের মধ্যে পলায়নের হিড়িক পড়ে যায়। সুবহানাল্লাহ! সেদিন দেখেছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্ণ সাহস ও বীরত্বপনা! মুসলিম সৈন্যরা পলায়ন করেছে। আমি লক্ষ্য করলাম যে, আবূ সুফিয়ান (রাঃ) তাঁর খচ্চরের লাগাম ধরে আছেন এবং তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলছেন ঃ আমি আল্লাহর রাসূল! আমি মিথ্যাবাদী নই, আমি আবদুল মুত্তালিবের বংশধর। (ফাতহুল বারী ৬/৮১, মুসলিম ৩/১৪০১)

ثُمَّ أَنزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ এখন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ও মুসলিমদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ করার কথা বলছেন এবং আরও বলছেন যুদ্ধে মালাক/ফেরেশ্‌তা প্রেরণের কথা যাঁদেরকে কেহই দেখতে পায়নি।

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্‌ন জারীর (রহঃ) (আত-তাবারী) বলেন যে, কাসিম (রহঃ) তাকে বর্ণনা করেছেন যে, হাসান ইব্‌ন আরাফা (রহঃ) বলেছেন যে, মুতামির ইব্‌ন সুলাইমান (রহঃ) আউফ ইব্‌ন আবী জামিলা আল আরাবী (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইব্‌ন বারশানের (রহঃ) ভৃত্য আবদুর রাহমান (রহঃ) থেকে এক মুশরিকের উক্তি নকল করেছেন যে, ঐ মুশরিক বর্ণনা করেছে ঃ 'হুনাইনের দিন যখন আমরা যুদ্ধের জন্য মুসলিমদের মুখোমুখী হই তখন তাদেরকে আমরা একটি বকরী দোহনে যে সময় লাগে এতটুকু সময়ও আমাদের সামনে টিকতে দেইনি, এর মধ্যেই তারা পরাজিত হয় এবং পালাতে শুরু করে। আমরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করি। এমতাবস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমরা খচ্চরের উপর সাওয়ার দেখতে পাই। আমরা আরও দেখতে

www.waytojannah.com

পাই যে, কয়েকজন সুন্দর সাদা উজ্জ্বল চেহারার লোক যাদের মুখে উচ্চারিত হচ্ছে, 'তোমাদের চেহারাগুলো নষ্ট হোক, তোমরা ফিরে যাও।' তাদের এ কথা বলার সাথে সাথে আমরা দৌড়াতে শুরু করলাম এবং তারা পিছু ধাওয়া করল এবং আমাদের পরাজয় ঘটে যায়। শেষ পর্যন্ত মুসলিমরা আমাদের কাঁধে চেপে বসে।' (তাবারী ১৪/১৮৬) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ হাওয়াযিন গোত্রের বাকী লোকদের উপর আল্লাহর করুণা বর্ষিত হয়। তাদেরও সৌভাগ্য লাভ হয় যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়। ঐ সময় তিনি বিজয়ী বেশে প্রত্যাবর্তনের পথে মাক্কার নিকটবর্তী জিরানাহ নামক স্থানে পৌঁছেন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে বিশদিন অতিক্রান্ত হয়েছিল। এ জন্যই তিনি তাদেরকে বলেছিলেন ঃ 'দু'টির মধ্যে যে কোন একটি তোমরা পছন্দ করে নাও, বন্দী অথবা মাল!' তারা বন্দীদেরকে ফিরিয়ে নেয়াই পছন্দ করল। ঐ বন্দীদের ছোট-বড়, নর-নারী, প্রাপ্ত বয়স্ক এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক প্রভৃতির মোট সংখ্যা ছিল ছয় হাজার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব বন্দীকেই তাদেরকে ফিরিয়ে দেন এবং তাদের মালকে গানীমাত হিসাবে মুসলিমদের মধ্যে বন্টন করে দেন। তিনি মাক্কার আযাদকৃত নও মুসলিদেরকেও ঐ মাল থেকে কিছু কিছু প্রদান করেন, যেন তাদের অন্তর পূরাপুরিভাবে ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়ে। মালিক ইব্‌ন আউফ আন নাসরীকেও তিনি একশ'টি উট প্রদান করেন এবং তাকেই তার কাওমের নেতা বানিয়ে দেন, যেমন সে আগেও ছিল। এরই প্রশংসায় সে তার প্রসিদ্ধ কবিতায় বলেছিল ঃ (অনুবাদ) 'আমিতো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মত কেহকেও দেখিওনি, শুনিওনি। দান খাইরাতে এবং অপরাধ ক্ষমা করণে তিনি হচ্ছেন বিশ্বের মধ্যে অদ্বিতীয়।

২৮। হে মু'মিনগণ! মুশরিকরা হচ্ছে একেবারেই অপবিত্র, অতএব তারা যেন এ বছরের পর মাসজিদুল হারামের নিকটেও আসতে না পারে, আর যদি তোমরা	٢٨. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ

www.waytojannah.com

দারিদ্রতার ভয় কর তাহলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তোমাদেরকে অভাবমুক্ত করবেন, যদি তিনি চান। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতিশয় জ্ঞানী, বড়ই হিকমাতওয়ালা।	هَٰذَا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦٓ إِن شَآءَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
২৯। যে সব আহলে কিতাব আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখেনা এবং কিয়ামাত দিনের প্রতিও না, আর ঐ বস্তুগুলিকে হারাম মনে করেনা যেগুলিকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল হারাম বলেছেন, আর সত্য ধর্ম (অর্থাৎ ইসলাম) গ্রহণ করেনা, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক যে পর্যন্ত না তারা অধীনতা স্বীকার করে প্রজা রূপে জিযিয়া দিতে স্বীকার করে।	٢٩. قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَٰغِرُونَ

মূর্তি পূজকদের মাসজিদুল হারামে প্রবেশের অধিকার নেই

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـــذَا

আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র দীনের অনুসারী এবং পাক পবিত্র মুসলিম বান্দাদেরকে হুকুম করছেন যে, তারা যেন ধর্মের দিক থেকে অপবিত্র মুশরিকদেরকে বাইতুল্লাহর পাশে আসতে না দেয়। এই আয়াতটি নবম হিজরীতে অবতীর্ণ হয়। ঐ বছরই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলীকে (রাঃ) আবূ বাকরের (রাঃ) সাথে প্রেরণ করেন এবং নির্দেশ দেন ঃ 'হাজ্জের সমাবেশে ঘোষণা করে দাও যে,

www.waytojannah.com

এ বছরের পরে কোন মুশরিক যেন হাজ্জ করতে না আসে এবং কেহ যেন উলঙ্গ হয়ে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ না করে।' শারীয়াতের এই হুকুমকে আল্লাহ তা'আলা এমনিভাবেই পূর্ণ করে দেন। সেখানে আর মুশরিকদের প্রবেশ লাভের সৌভাগ্য হয়নি এবং এরপরে নগ্ন অবস্থায় কেহ আল্লাহর ঘরের তাওয়াফও করেনি। যাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ) গোলাম ও যিম্মী ব্যক্তিকে এই হুকুমের বহির্ভূত বলেছেন। (মুসনাদ আবদুর রায্‌যাক ২/২৭১)

মুসলিমদের খালীফা উমার ইব্‌ন আবদুল আযীয (রহঃ) ফরমান জারী করেছিলেন ঃ 'ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে মুসলিমদের মাসজিদে আসতে দিবেনা।' এই আয়াতকে (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৮) কেন্দ্র করেই তিনি এই নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিলেন। 'আতা (রহঃ) বলেন যে, সম্পূর্ণ হারাম এলাকাই মাসজিদুল হারামের অন্তর্ভুক্ত। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـــذَا *(অতএব তারা যেন এ বছরের পর মাসজিদুল হারামের নিকটেও আসতে না পারে)* মুশরিকরা যে অপবিত্র, এই আয়াতটিই এর দলীল। সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, মু'মিন অপবিত্র হয়না। (ফাতহুল বারী ৩/১৫০) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ তোমরা কোনই ভয় করনা। আল্লাহ তোমাদের আরও বহু পন্থায় দান করবেন। আহলে কিতাবের নিকট থেকে তোমাদের জন্য তিনি জিযিয়া আদায় করিয়ে দিবেন এবং তোমাদেরকে সম্পদশালী করবেন। তোমাদের জন্য কোন্‌টা বেশি কল্যাণকর তা তোমাদের রাব্বই ভাল জানেন। তাঁর নির্দেশ এবং নিষেধাজ্ঞা সবটাই নিপুণতাপূর্ণ। এ ব্যবসা তোমাদের জন্য ততটা লাভজনক নয় যতটা লাভজনক তোমাদের জিযিয়া প্রাপ্তি ঐ আহলে কিতাবের নিকট থেকে যারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং কিয়ামাতকে অস্বীকারকারী। (তাবারী ১৪/১৯৭)

আহলে কিতাবীরা জিযিয়া কর না দিলে তাদের সাথে যুদ্ধ করার আদেশ

আল্লাহ বলেন ঃ قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ

الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ *যে সব আহলে কিতাব আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখেনা এবং কিয়ামাত দিবসের প্রতিও না, আর ঐ বস্তুগুলিকে হারাম মনে করেনা যেগুলিকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল হারাম বলেছেন, আর সত্য ধর্ম (অর্থাৎ ইসলাম) গ্রহণ করেনা, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক যে পর্যন্ত না তারা অধীনতা স্বীকার করে প্রজা রূপে জিযিয়া দিতে স্বীকার করে।* প্রকৃত অর্থে তারা যখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনলনা তখন কোন নাবীর উপরই তাদের ঈমান রইলনা। বরং তারা নিজেদের প্রবৃত্তির ও তাদের বড়দের অন্ধ বিশ্বাসের পিছনে পড়ে রয়েছে। যদি তাদের নিজেদের নাবীর উপর এবং নিজেদের শারীয়াতের উপর পূর্ণ বিশ্বাস থাকত তাহলে তারা আমাদের এই নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপরে অবশ্যই ঈমান আনত। তাঁর শুভাগমনের সুসংবাদতো প্রত্যেক নাবীই দিয়ে গেছেন এবং তাঁর অনুসরণ করার হুকুমও সব নাবীই (আঃ) প্রদান করেছেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা এই সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অস্বীকার করছে। সুতরাং পূর্ববর্তী নাবীগণের শারীয়াতকে মুখে স্বীকার করার কোনই মূল্য নেই। কেননা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন নাবীগণের নেতা সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল, সর্বশেষ নাবী এবং রাসূলদের পূর্ণকারী। অথচ তারা তাঁকেই অস্বীকার করছে। সুতরাং তাদের সাথেও জিহাদ করতে হবে।

তাদের সাথে জিহাদের হুকুম হওয়ার এটাই প্রথম আয়াত। ঐ সময় পর্যন্ত আশে পাশের মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। তাদের অধিকাংশই তাওহীদের পতাকা তলে আশ্রয় নিয়েছিল। আরাব উপদ্বীপে ইসলাম স্বীয় জায়গা করে নিয়েছিল। এখন ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের সংবাদ নেয়ার এবং তাদেরকে সত্য পথ দেখানোর নির্দেশ দেয়া হয়। এ হুকুম অবতীর্ণ হয় হিজরী নবম সনে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। জনগণকে তিনি স্বীয় সংকল্পের কথা অবহিত করেন। মাদীনার চতুস্পার্শ্বের আরাবীয়দেরকে যুদ্ধের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন এবং প্রায় ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে রোম সাম্রাজ্য অভিমুখে রওয়ানা হন। এই যুদ্ধ থেকে বিমুখ থাকল মুনাফিকরা এবং আরও কিছু সংখ্যক লোক। গরমের মৌসুম ছিল এবং গাছের ফল পেকে গিয়েছিল। রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গমনের ব্যাপারে সিরিয়ার পথ ছিল বহু দূরের পথ এবং ঐ সফর ছিল খুবই কঠিন সফর। তাঁরা তাবূক পর্যন্ত পৌঁছে যান। সেখানে প্রায় বিশ দিন অবস্থান করেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার নিকট ইসতিখারা করে সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। কেননা তাঁদের অবস্থা

www.waytojannah.com

ছিল অত্যন্ত সঙ্গীন এবং তাঁরা খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। ইনশাআল্লাহ সত্বরই এর বর্ণনা আসছে।

জিযিয়া কর প্রদান কুফরী ও লাঞ্ছিত হওয়ার নামান্তর

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ যে পর্যন্ত না তারা অধীনতা স্বীকার করে প্রজারূপে জিযিয়া দিতে স্বীকৃত হয়, তাদেরকে ছেড়ে দিওনা। সুতরাং মুসলিমদের উপর যিম্মীদের মর্যাদা দেয়া বৈধ নয়। সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমরা ইয়াহুদী ও নাসারাদেরকে প্রথমে সালাম দিওনা এবং যদি পথে তোমাদের সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয় তাহলে তাদেরকে সংকীর্ণ পথে যেতে বাধ্য কর।' (মুসলিম ৪/১৭০৭) এ কারণেই উমার (রাঃ) তাদের সাথে এরূপই শর্ত করেছিলেন।

আবদুর রাহমান ইব্‌ন গানাম আশআরী (রাঃ) বলেন, আমি নিজের হাতে চুক্তিনামা লিখে উমারের (রাঃ) নিকট পাঠিয়েছিলাম। চুক্তিপত্রের বিষয় বস্তু হচ্ছে ঃ 'আল্লাহর নামে শুরু করছি। সিরিয়ার অমুক অমুক শহরের খৃষ্টানদের পক্ষ থেকে আল্লাহর বান্দা ও আমীরুল মু'মিনীন উমারের (রাঃ) প্রতি। যখন আপনারা আমাদের উপর এসে পড়লেন, আমরা আপনাদের নিকট আমাদের জান, মাল ও সন্তান-সন্ততি ও আমাদের ধর্মের লোকজনদের জন্য নিরাপত্তার প্রার্থনা জানাচ্ছি। আমরা এ নিরাপত্তা চাচ্ছি এ শর্তাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে যে, আমরা এই শহরগুলিতে এবং এগুলির আশে পাশে নতুন কোন মন্দির, গীর্জা এবং খানকা নির্মাণ করবনা। এরূপ কোন নষ্ট হয়ে যাওয়া ঘরের মেরামত ও সংস্কারও করবনা। এসব ঘরে যদি কোন মুসলিম মুসাফির অবস্থানের ইচ্ছা করেন তাহলে আমরা তাকে বাধা দিবনা, তাঁরা রাতেই অবস্থান করুন অথবা দিনেই অবস্থান করুন। আমরা পথিক ও মুসাফিরদের জন্য ওগুলির দরজা (ইবাদাতের জন্য) সব সময় খুলে রাখব। যেসব মুসলিম আগমন করবেন আমরা তিন দিন পর্যন্ত তাঁদের মেহমানদারী করব। আমরা ঐসব ঘরে বা বাসভূমিতে কোন গুপ্তচর লুকিয়ে রাখবনা। মুসলিমদের সাথে কোন প্রতারণা করবনা। নিজেদের সন্তানদেরকে কুরআন শিক্ষা দিবনা। নিজেরা শির্‌ক করবনা এবং অন্য কেহকেও শির্‌কের দিকে আহ্বান করবনা। আমাদের মধ্যে কেহ যদি ইসলাম গ্রহণ করার ইচ্ছা করে তাহলে আমরা তাকে মোটেই বাধা দিবনা। মুসলিমদেরকে আমরা সম্মান করব। যদি

তাঁরা আমাদের কাছে বসার ইচ্ছা করেন তাহলে আমরা তাঁদের জন্য জায়গা ছেড়ে দিব। কোন কিছুতেই আমরা নিজেদেরকে মুসলিমদের পোশাক-পরিচ্ছদ, টুপি-পাগড়ী, স্যান্ডেল, চুলের ষ্টাইল, বক্তৃতা, উপনাম ইত্যাদির অনুকরণ করবনা। আমরা তাঁদের কথার উপর কথা বলবনা। আমরা তাঁদের পিতৃপদবী যুক্ত নামে নামকরণ করবনা। জিন্ বিশিষ্ট ঘোড়ার উপর আমরা সাওয়ার হবনা। আমরা কাঁধে তরবারী লটকাবনা এবং নিজেদের সাথেও তরবারী রাখবনা। অঙ্গুরীর উপর আরাবী নক্শা অংকন করাবনা, মদ বিক্রি করবনা এবং মাথার অগ্রভাগের চুল কেটে ফেলবনা। আমরা যেখানেই থাকি না কেন, আমরা আমাদের প্রথাযুক্ত পোশাক পরিধান করব। আমাদের গির্জাসমূহের উপর ক্রুশচিহ্ন প্রকাশ করবনা, আমাদের ধর্মীয় গ্রন্থগুলি মুসলিমদের যাতায়াত স্থানে এবং বাজারসমূহে প্রকাশিত হতে দিবনা। গীর্জায় উচ্চৈঃস্বরে ঘন্টাধ্বনি বাজাবনা, মুসলিমদের উপস্থিতিতে আমাদের ধর্মীয় পুস্তকগুলি জোরে জোরে পাঠ করবনা, রাস্তাঘাটে নিজেদের চাল চলন ও রীতি নীতি প্রকাশ করবনা, নিজেদের মৃতদের উপর হায়! হায়!! করে উচ্চৈঃস্বরে শোক প্রকাশ করবনা এবং মুসলিমদের চলার পথে মৃতদেহের সাথে চলার সময় বাতি নিয়ে চলবনা। মুসলিমদের কাবরের কাছে আমাদের মৃতদের কাবর দিবনা, যে সমস্ত গোলাম মুসলিমদের হাতে বন্দী হবে তাদেরকে আমরা ক্রয় করবনা। আমরা অবশ্যই মুসলিমদের শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে থাকব। মুসলিমদের ব্যক্তিগত বিষয়ে গোয়েন্দাগিরী করবনা।' যখন এই চুক্তি পত্র উমারের (রাঃ) সামনে পেশ করা হল তখন তিনি তাতে আরও একটি শর্ত বাড়িয়ে নিলেন। তা হচ্ছে, 'আমরা কখনও কোন মুসলিমকে প্রহার করবনা।' অতঃপর তারা বলল ঃ 'এসব শর্ত আমরা মেনে নিলাম। আমাদের ধর্মাবলম্বী সমস্ত লোকই এসব শর্তের উপর নিরাপত্তা লাভ করল। এগুলির কোন একটি যদি আমরা ভঙ্গ করি তাহলে আমাদেরকে নিরাপত্তা দানের ব্যাপারে আপনার কোন দায়িত্ব থাকবেনা এবং আপনি আপনার শত্রুদের সাথে যা কিছু করেন, আমরাও ওরই যোগ্য ও উপযুক্ত হয়ে যাব।' (আল মুহাল্লা ৭/৩৪৬)

৩০। ইয়াহুদীরা বলে ঃ উযায়ের আল্লাহর পুত্র এবং নাসারারা বলে ঃ মাসীহ আল্লাহর পুত্র। এটা তাদের	٣٠. وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرٌ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَٰرَى ٱلْمَسِيحُ

www.waytojannah.com

মুখের কথা মাত্র (বাস্তবে তা কিছুই নয়), তারাতো তাদের মতই কথা বলছে যারা তাদের পূর্বে কাফির হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন! তারা উল্টা কোন দিকে যাচ্ছে!	ٱبۡنُ ٱللَّهِ ۖ ذَٰلِكَ قَوۡلُهُم بِأَفۡوَٰهِهِمۡ ۖ يُضَٰهِـُٔونَ قَوۡلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبۡلُ ۚ قَٰتَلَهُمُ ٱللَّهُ ۚ أَنَّىٰ يُؤۡفَكُونَ
৩১। তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পন্ডিত ও ধর্ম যাজকদেরকে রাব্ব বানিয়ে নিয়েছে এবং মারইয়ামের পুত্র মসীহকেও। অথচ তাদের প্রতি শুধু এই আদেশ করা হয়েছে যে, তারা শুধুমাত্র এক মা'বূদের ইবাদাত করবে যিনি ব্যতীত ইলাহ হওয়ার যোগ্য কেহই নয়। তিনি তাদের অংশী স্থির করা হতে পবিত্র।	٣١. ٱتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلۡمَسِيحَ ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُوٓاْ إِلَٰهٗا وَٰحِدٗا ۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبۡحَٰنَهُۥ عَمَّا يُشۡرِكُونَ

মূর্তি পূজা এবং কুফরীর কারণে ইয়াহুদী ও নাসারাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বৈধ

এ আয়াতগুলিতেও মহামহিমান্বিত আল্লাহ মু'মিনদেরকে মুশরিক, কাফির, ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের সাথে যুদ্ধ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করছেন। মহান আল্লাহ বলেন, দেখ! আল্লাহর শত্রুরা কেমন ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহার করছে! ইয়াহুদীরা উযায়েরকে (আঃ) আল্লাহর পুত্র বলছে (নাঊযুবিল্লাহি মিন যালিক)। আল্লাহ এটা থেকে পবিত্র ও বহু ঊর্ধ্বে যে, তাঁর কোন পুত্র থাকবে!

খৃষ্টানরা ঈসাকে (আঃ) আল্লাহর পুত্র বলত (আমরা এর থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি)। তাঁর ঘটনাতো সর্বজন বিদিত। সুতরাং এ দু'টি দলের ভুল বর্ণনা কুরআন কারীমে বর্ণিত হচ্ছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, এটা তাদের মুখের কথা মাত্র। তাদের কাছে এর কোন দলীল নেই। ইতোপূর্বে তাদের পূর্ববর্তী লোকেরা যেমন কুফরী ও বিভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত ছিল, তদ্রূপ এরাও তাদের মুরীদ ও অন্ধ বিশ্বাসী। আল্লাহ তাদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করুন! হক থেকে তারা কেমন বিভ্রান্ত হচ্ছে!

আদী ইব্‌ন হাতিমের (রাঃ) কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীন যখন পৌঁছে তখন তিনি সিরিয়ার দিকে পালিয়ে যান। অজ্ঞতার যুগেই তিনি খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এখানে তাঁর বোন ও তাঁর দলের লোকেরা বন্দী হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দয়া পরবশ হয়ে তাঁর বোনকে মুক্তি দেন এবং তাকে কিছু অর্থও প্রদান করেন। সে তখন সরাসরি তার ভাইয়ের কাছে চলে যায় এবং তাঁকে ইসলাম গ্রহণে উৎসাহিত করে ও মাদীনায় গমনের অনুরোধ করে। সুতরাং আদী (রাঃ) মাদীনায় চলে আসেন। তিনি তাঁর 'তাঈ' গোত্রের নেতা ছিলেন। তাঁর পিতার দানশীলতা দুনিয়াব্যাপী প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। জনগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর আগমনের সংবাদ অবহিত করেন। তিনি স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসেন। ঐ সময় আদীর (রাঃ) গলায় রৌপ্য নির্মিত ক্রুশ লটকানো ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র মুখে اتَّخَذُوٓا۟ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ এ আয়াতটি উচ্চারিত হচ্ছিল। তখন আদী (রাঃ) বলেন ঃ 'ইয়াহুদী খৃষ্টানরাতো তাদের আলেম ও দরবেশদের উপাসনা করেনি।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেন ঃ 'তাহলে শোন! তারা তাদের আলেম ও দরবেশদের হারামকৃত বিষয়কে হারাম বলে মেনে নেয় এবং হালালকৃত বিষয়কে হালাল বলে স্বীকার করে নেয়। এটাই তাদেরকে তাদের উপাসনা করার শামিল।' অতঃপর তিনি বলেন ঃ 'হে আদী! আল্লাহ সবচেয়ে বড় এটা তুমি মেনে নিতে পারনি বলে কি সিরিয়া পালিয়ে গিয়েছিলে? তোমার ধারণায় আল্লাহর চেয়ে বড় কেহ আছে কি? 'আল্লাহ ছাড়া উপাসনার যোগ্য আর কেহ নেই' এটা কি তুমি অস্বীকার করছ? তোমার মতে কি তিনি ছাড়া অন্য কেহ ইবাদাতের যোগ্য আছে?' অতঃপর তিনি তাঁকে ইসলামের দা'ওয়াত দেন। আদী (রাঃ) তা কবূল করেন এবং আল্লাহর একাত্মবাদ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করেন। এ দেখে রাসূলুল্লাহ

www.waytojannah.com

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখমন্ডল খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তিনি বলেন ঃ ‘ইয়াহুদীদের উপর আল্লাহর ক্রোধ পতিত হয়েছে এবং খৃষ্টানরা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে।’ (আহমাদ ৪/৩৭৮, তিরমিযী ৮/৪৯২, তাবারী ১৪/২১০)

হুযাইফা ইব্‌ন ইয়ামান (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতেও এ আয়াতের তাফসীর এরূপই বর্ণিত আছে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে হারাম ও হালালের মাসআলায় ইয়াহুদী ও খৃষ্টান আলেম ও ইমামদের কথার প্রতি তাদের অন্ধ অনুকরণ। (তাবারী ১৪/২১২) এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَمَا أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعْبُدُوٓاْ إِلَٰهًا وَٰحِدًا তাদেরকে শুধু এ নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা আল্লাহ ছাড়া আর কারও ইবাদাত করবেনা। তিনি যেটা হারাম করেছেন সেটাই হারাম এবং তিনি যেটা হালাল করেছেন সেটাই হালাল। তাঁর ফরমানই হচ্ছে শারীয়াত। তাঁর হুকুমই মান্য করার যোগ্য। لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَٰنَهُۥ عَمَّا يُشْرِكُونَ তাঁরই সত্তা ইবাদাতের দাবীদার। তিনি শির্‌ক ও শরীক হতে পবিত্র। তাঁর কোন শরীক, কোন নাযীর ও কোন সাহায্যকারী নেই। তাঁর বিপরীতও কেহ নেই। তিনি সন্তান-সন্ততি থেকে পবিত্র। তিনি ছাড়া না আছে কোন উপাস্য, আর না আছে কোন রাব্ব।

৩২। তারা এরূপ চাচ্ছে যে, আল্লাহর নূরকে নিজেদের মুখের ফুৎকার দ্বারা নির্বাপিত করে দেয়, অথচ আল্লাহ স্বীয় নূরকে (দীন ইসলাম) পূর্ণত্বে পৌঁছানো ব্যতীত নিরস্ত হবেননা, যদিও কাফিরেরা অপ্রীতিকরই মনে করে।	٣٢. يُرِيدُونَ أَن يُطْفِـُٔواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَٰهِهِمْ وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّآ أَن يُتِمَّ نُورَهُۥ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَٰفِرُونَ
৩৩। সেই আল্লাহ এমন যে, তিনি নিজ রাসূলকে হিদায়াত (কুরআন) এবং	٣٣. هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ

www.waytojannah.com

সত্য ধর্ম সহকারে প্রেরণ করেছেন, যেন ওকে সকল ধর্মের উপর প্রবল করে দেন, যদিও মুশরিকরা অপ্রীতিকর মনে করে।	بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ

আহলে কিতাবীরা ইসলামের আলো নিভিয়ে দিতে চায়

আল্লাহ তা'আলা বলেন, সর্ব শ্রেণীর কাফিরদের মনের ইচ্ছা একটাই যে, أَن يُطْفِـُٔوا۟ نُورَ ٱللَّهِ তারা আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিবে এবং তাঁর হিদায়াত ও সত্য দীনকে দুনিয়ার বুক থেকে মুছে ফেলবে। তবে তাদের চিন্তা করে দেখা উচিত যে, যদি কেহ তার মুখের ফুৎকার দ্বারা সূর্যের বা চন্দ্রের রশ্মিকে নিভিয়ে দেয়ার ইচ্ছা করে তাহলে তা কখনও সম্ভব হবে কি? কখনই না। অনুরূপভাবে এ লোকগুলোও আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দেয়ার উদ্দেশে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। কিন্তু শেষে অপারগ হয়ে গেছে। এটা অবশ্যম্ভাবী বিষয় এবং আল্লাহর ফাইসালা যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে সত্য দীনসহ প্রেরণ করা হয়েছে তা সদা বিজয়ী থাকবেই। হে কাফির ও মুশরিকের দল! তোমরা আল্লাহর দীনকে মিটিয়ে দিতে চাচ্ছ, কিন্তু আল্লাহ চাচ্ছেন তা উন্নত রাখতে। আর স্পষ্ট কথা হল, আল্লাহর ইচ্ছা তোমাদের ইচ্ছার উপর নিঃসন্দেহে বিজয়ী থাকবে। যদিও তোমাদের কাছে অপ্রীতিকর মনে হয় তবুও হিদায়াতের সূর্য মধ্য গগণে পৌঁছে যাবেই।

আরাবী অভিধানে কোন জিনিস গোপনকারীকে কাফির বলা হয়। এ কারণেই রাত সব জিনিসকে গোপন করে দেয় বলে ওকেও কাফির বলা হয়। কৃষককেও কাফির বলা হয়ে থাকে, কেননা সে শস্য-বীজকে মাটির মধ্যে গোপন করে দেয়। যেমন কুরআন কারীমে বলা হয়েছে ঃ

أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُۥ

যদ্বারা উৎপন্ন শস্য সম্ভার কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে। (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ২০)

সমস্ত ধর্মকে মিটিয়ে দেয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে মনোনীত করেছেন

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ ঐ আল্লাহ তা'আলাই স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হিদায়াত ও দীনে-হকসহ পাঠিয়েছেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্য সংবাদ, সঠিক ঈমান এবং উপকারী ইল্‌মই হচ্ছে হিদায়াত। আর উত্তম কার্যাবলী, যেগুলি দুনিয়া ও আখিরাতে ফায়দা দেয় সেটাই হচ্ছে দীনে-হক। এটা দুনিয়ার সমুদয় দীনের উপর বিজয়ী রূপে থাকবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমার জন্য ভূ-পৃষ্ঠের পূর্ব ও পশ্চিম দিককে জড়িয়ে দেয়া হয়েছে। আমার উম্মাতের রাজ্য এই সমুদয় স্থান পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।' (মুসলিম ৪/২২১৫) তামীমুদদারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ 'অবশ্যই এই দীন ঐ সব জায়গায় পৌঁছবে যেখানে রাত ও দিন পৌঁছে থাকে। এমন কোন কাঁচা ঘর ও পাকা ঘর বাকী থাকবেনা যেখানে মহামহিমান্বিত আল্লাহ ইসলামকে পৌঁছাবেননা। আল্লাহ তা'আলা সম্মানিতদেরকে সম্মান দিবেন এবং লাঞ্ছিতদেরকে লাঞ্ছিত করবেন। যারা ইসলামের মর্যাদা দেয় তারা সম্মান পাবে এবং কাফিরেরা লাঞ্ছিত হবে।' তামীমুদদারী (রাঃ) (যিনি পূর্বে খৃষ্টান ছিলেন) বলতেন ঃ 'এটাতো আমি স্বয়ং আমার বাড়ীতেই দেখতে পেয়েছি। যে মুসলিম হয়েছে সে কল্যাণ, বারাকাত, সম্মান এবং মর্যাদা লাভ করেছে, আর যে কাফির হয়েছে সে লাভ করেছে ঘৃণা ও অভিসম্পাত। তাদেরকে অপমানের সাথে জিযিয়া প্রদান করতে হয়েছে।' (আহমাদ ৪/১০৩)

৩৪। হে মু'মিনগণ! অধিকাংশ আহবার এবং রূহবান (ইয়াহুদ ও খৃষ্টানদের আলেম ও ধর্ম যাজক) মানুষের ধন-সম্পদ শারীয়াত বিরুদ্ধ উপায়ে ভক্ষণ করে এবং আল্লাহর পথ হতে বিরত রাখে, আর যারা স্বর্ণ	٣٤. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ

ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করেনা, তুমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক এক শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দাও।	ٱلنَّاسِ بِٱلْبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
৩৫। সেদিন জাহান্নামের আগুনে ঐগুলিকে উত্তপ্ত করা হবে, অতঃপর ঐগুলি দ্বারা তাদের ললাটসমূহে, পার্শ্বদেশসমূহে এবং পৃষ্ঠদেশসমূহে দাগ দেয়া হবে, আর বলা হবে ঃ এটা হচ্ছে ওটাই যা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চয় করে রেখেছিলে, সুতরাং এখন নিজেদের সঞ্চয়ের স্বাদ গ্রহণ কর।	٣٥. يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا۟ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ

অসৎ ও বিপথে পরিচালিত ধর্মগুরুদের ব্যাপারে সতর্কীকরণ

সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, ইয়াহুদী আলেমদেরকে আহবার এবং খৃষ্টান আবেদদেরকে রূহবান বলা হয়। (তাবারী ১৪/২১৬) যেমন আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

لَوْلَا يَنْهَىٰهُمُ ٱلرَّبَّٰنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ

তাদেরকে আল্লাহওয়ালা এবং আলিমগণ পাপের বাক্য হতে এবং হারাম মাল ভক্ষণ করা হতে কেন নিষেধ করছেনা? তাদের এ অভ্যাস নিন্দনীয়। (সূরা

www.waytojannah.com

মায়িদাহ, ৫ ঃ ৬৩) এই আয়াতে ইয়াহুদী আলেমদেরকে 'আহবার' আর কুরআনুল হাকীমের নিম্নের আয়াতে খৃষ্টান আবেদদেরকে 'রূহবান' এবং তাদের আলেমদেরকে 'কিস্‌সীস' বলা হয়েছে।

ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا

ঐ সব লোককে পাবে যারা নিজেদেরকে নাসারাহ্ (খৃষ্টান) বলে। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৮২) উপরোক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণকে পথভ্রষ্ট দরবেশ ও সুফীদের থেকে সতর্ক ও ভয় প্রদর্শন করা। সুফিয়ান ইব্‌ন উয়াইনা (রহঃ) বলেন যে, আমাদের আলেমদের মধ্যে যারা বিভ্রান্ত হয়েছে তাদের ইয়াহুদীদের সাথে কিছু না কিছু সাদৃশ্য রয়েছে। আর আমাদের সুফী ও দরবেশদের মধ্যে যারা ভুল পথে পরিচালিত করে তাদের খৃষ্টানদের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। সহীহ হাদীসে রয়েছে- 'নিশ্চিতরূপে তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের পথ অনুসরণ করবে। তারা যেখানে পা ফেলেছে তোমরাও সেখানে পা ফেলবে।' জনগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের গতির উপর কি?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ 'হ্যাঁ, যদি তারা না হয় তাহলে আর কারা?' (আশ শারীয়াহ ১৮) সুতরাং তাদের কথা ও কাজের সাথে সাদৃশ্য হওয়া থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য কর্তব্য। তাদের এসবের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মধ্যে বড় বড় পদ লাভ করা ও প্রভাব বিস্তার করা। আর এর মাধ্যমে তারা চায় জনগণের সম্পদ আত্মসাৎ করতে। অজ্ঞতার যুগে ইয়াহুদী আলেমদের জনগণের মধ্যে খুবই মর্যাদা ছিল। তাদের জন্য উপঢৌকন এবং ফকির দরবেশদের মাযারে বাতি জ্বালানোর উদ্দেশে দান নির্দিষ্ট ছিল। এগুলো তাদেরকে চাইতে হতনা, বরং জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের কাছে ওগুলো পৌঁছে দিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাবুওয়াতের পর এ লালসাই তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রেখেছিল। তারা আল্লাহর গযবে পতিত হয়েছে। দুনিয়ায় তারা লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত হয়েছে এবং পরকালেও তারা কঠিন শাস্তি ভোগ করবে। হারাম ভক্ষণকারী এই দলটি নিজেরা হক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্যদেরকেও ফিরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করত। সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করে জনগণকেও তারা সত্যের পথ থেকে বিরত রাখত। মূর্খদের মধ্যে বসে চড়া গলায় তারা বলত ঃ 'জনগণকে আমরা সত্যের পথে আহ্বান করছি।' অথচ এটা স্পষ্ট প্রতারণা মাত্র। তারাতো লোকদেরকে জাহান্নামের দিকে ডাকতে রয়েছে। কিয়ামাতের দিন এদেরকে এমন অবস্থায় ছেড়ে দেয়া হবে যে তাদের কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী থাকবেনা।

www.waytojannah.com

যারা সোনা-রূপা জমা করে রাখে তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেয়ার বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ *আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করেনা, তুমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক এক শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দাও।* আলেম ও সুফী-দরবেশ অর্থাৎ বক্তা ও আবেদদের বর্ণনা দেয়ার পর এখন আমীর, সম্পদশালী এবং নেতাদের অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে। পূর্বোক্ত দুই শ্রেণীর লোকদের মধ্যে যেমন হীন প্রবৃত্তির লোক রয়েছে, তদ্রূপ পরবর্তী শ্রেণীর লোকদের মধ্যেও হীন ও সংকীর্ণমনা লোক রয়েছে। সাধারণতঃ মানুষের মধ্যে এই শ্রেণীর লোকদের বিশেষ প্রভাব পড়ে। বহু সংখ্যক লোক তাদের অনুসারী হয়। সুতরাং যখন এই লোকদের অবস্থা নীতিহীন হবে তখন সাধারণ মানুষের অবস্থাও দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে যাবে। যেমন ইব্‌ন মুবারক (রহঃ) বলেন ঃ وَهَلْ اَفْسَدَ الدِّيْنَ اِلاَّ الْمُلُوْنَ * وَاَحْبَارُ سُوْءٍ وَرُحْبَانُهَا 'দীনকে বিগড়ে থাকে শাসকরা এবং নিকৃষ্ট ও হীন প্রকৃতির আলেম, সুফী ও দরবেশরা।'

শারীয়াতের পরিভাষায় كَنْز ঐ মালকে বলা হয় যে মালের যাকাত আদায় করা হয়না। ইব্‌ন উমার (রাঃ) হতে এটাই বর্ণিত আছে। (মুআত্তা ১/২৫৬) উমার ইব্‌ন খাত্তাবও (রাঃ) এ কথাই বলেন এবং তিনি বলেন যে, যে মালের যাকাত আদায় করা হয়না ঐ মাল দ্বারা মালদারকে দাগ দেয়া হবে। তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এ হুকুম যাকাত ফার্‌য হওয়ার পূর্বে ছিল। যাকাতের হুকুম অবতীর্ণ করে আল্লাহ তা'আলা ওটাকে মাল পবিত্রকারী বানিয়ে দিয়েছেন। (ফাতহুল বারী ৮/১৭৫) ন্যায় পরায়ণ খালীফা উমার ইব্‌ন আবদুল আযীয (রহঃ) এবং ইরাক ইব্‌ন মালিকও (রহঃ) এ কথাই বলেছেন, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ... (৯ ঃ ১০৩) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এ উক্তি দ্বারা এটাকে মানসূখ বা রহিত করে দেয়া হয়েছে।

আলী (রাঃ) হতে মুসনাদ আবদুর রাযযাকে বর্ণিত আছে যে, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ এ আয়াতকে কেন্দ্র করে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ ‘সোনা ও চাঁদির (মালিকের) জন্য ধ্বংস (অনিবার্য)।’ এ কথা তিনি তিনবার বলেন। এটা সাহাবীগণের কাছে খুবই কঠিন ঠেকে। তাই তারা প্রশ্ন করেন ঃ ‘তাহলে আমরা কোন মাল ব্যবহার করব?’ তখন উমার (রাঃ) তাঁদেরকে বলেন ঃ ‘আচ্ছা, আমি এটা তোমাদের জন্য জেনে নিব।’ অতঃপর তিনি বলেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার এ কথাটি আপনার সাহাবীগণের কাছে খুবই কঠিন বোধ হয়েছে এবং তাঁরা কি মাল ব্যবহার করবেন তা জানতে চেয়েছেন।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন ঃ ‘(তারা রাখবে), যিক্‌রকারী জিহ্বা, শোকরকারী অন্তর এবং দীনের কাজে সাহায্যকারিণী স্ত্রী।’ (আবদুর রায্‌যাক ২/২৬৩) এর পরের আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করেনা তাদেরকে যেন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দেয়া হয়। কিয়ামাতের দিন ঐ মালকেই আগুনের মত অত্যধিক গরম করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের কপালে, পাশে এবং পিছনে দাগ দেয়া হবে। অতঃপর তাদেরকে ধমকের সুরে বলা হবে, আজকে তোমাদের সঞ্চিত মালের স্বাদ গ্রহণ কর। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ. ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ

অতঃপর (বলা হবে) তার মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দিয়ে শাস্তি দাও। এবং আস্বাদন কর। তুমিতো ছিলে সম্মানিত, অভিজাত। (সূরা দুখান, ৪৪ ঃ ৪৮-৪৯) এর দ্বারা এটা প্রমাণিত হল যে, যে ব্যক্তি যে জিনিসকে ভালবেসে আল্লাহর আনুগত্যের উপর ওকে প্রাধান্য দিবে, ওর দ্বারাই তাকে শাস্তি দেয়া হবে। ঐ মালদারেরা মালের মহব্বতে আল্লাহর ফরমান ভুলে গিয়েছিল। তাই আজ ঐ মাল দ্বারাই তাদেরকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। যেমন আবূ লাহাব খোলাখুলিভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে শত্রুতা করত এবং তার স্ত্রী তাকে সাহায্য করত। কিয়ামাতের দিন আগুনকে আরও প্রজ্জ্বলিত করার জন্য সে তার গলায় রশি লটকিয়ে দিয়ে কাঠ এনে এনে ঐ আগুনকে প্রজ্জ্বলিত করবে এবং ঐ আগুনে তারা জ্বলতে থাকবে। এই মাল, যা এখানে

www.waytojannah.com

সবচেয়ে বেশি প্রিয়, এটাই কিয়ামাতের দিন সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকারক প্রমাণিত হবে। ওটাকেই গরম করে ওর দ্বারা কপালে, পিঠে ও পাশে দাগ দেয়া হবে।

তাঊস (রহঃ) বলেন যে, কিয়ামাতের দিন সঞ্চিত সম্পদ একটা বিরাট অজগর হয়ে সম্পদের মালিকের পিছনে ধাবিত হবে, আর সে ওর থেকে পালাতে থাকবে। ঐ সময় সাপটি তার পিছনে ছুটবে ও বলতে থাকবে ঃ 'আমি তোমার সঞ্চিত ধন।' অতঃপর সাপটি তার যে অঙ্গকেই পাবে ওটাকেই কামড়ে ধরবে।

ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, যে ব্যক্তি তার পিছনে সঞ্চিত ধন ছেড়ে যাবে, কিয়ামাতের দিন তার ঐ ধন বিষাক্ত অজগর সাপের রূপ ধারণ করবে, যার চক্ষুদ্বয়ের উপর দু'টি বিন্দু থাকবে। সাপটি মালদারের পিছনে ছুটবে। লোকটি তখন পালাতে পালাতে বলবে ঃ 'তোমার অমঙ্গল হোক! তুমি কে?' সাপটি উত্তরে বলবে ঃ 'আমি তোমার জমাকৃত সম্পদ, যা তুমি তোমার পিছনে ছেড়ে এসেছিলে।' শেষ পর্যন্ত সাপটি তাকে ধরে ফেলবে এবং তার হাত চিবাতে থাকবে, এরপর তার সারা দেহকেও চিবাবে। (তাবারী ৬/৩৬৩, ইব্‌ন হিব্বান ৮০৩, ইব্‌ন খুজাইমাহ ২২৫৫, বুখারী ৪৬৫৯)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি তার মালের যাকাত আদায় করবেনা, কিয়ামাতের দিন তার সম্পদকে আগুনের শলাকা বানানো হবে এবং তা দ্বারা তার পার্শ্বদেশে, কপালে ও পিঠে দাগ দেয়া হবে। পঞ্চাশ হাজার বছর ধরে লোকদের ফাইসালা না হওয়া পর্যন্ত তার ঐ শাস্তি চলতে থাকবে। অতঃপর তাকে তার মনযিলের পথ দেখানো হবে, হয় জাহান্নামের পথ না হয় জান্নাতের পথ।' (মুসলিম ২/৬৮২)

ইমাম বুখারী (রহঃ) এই আয়াতেরই তাফসীরে বলেন যে, যায়িদ ইব্‌ন অহাব (রহঃ) আবূ যারের (রাঃ) সাথে *'রাবাযাহ'* এলাকায় সাক্ষাত করেন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'এখানে আপনি কেন এ এলাকায় বাস করছেন?' তিনি উত্তরে বলেন ঃ 'আমি সিরিয়ায় অবস্থান করছিলাম। সেখানে আমি وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ ... *(আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করেনা, তুমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক এক শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দাও)* এ আয়াতটি পাঠ করি। তখন মুআ'বিয়া (রাঃ) বলেন ঃ 'এ আয়াত আমাদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়নি, বরং আহলে কিতাবের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। তখন

www.waytojannah.com

আমি বললাম ঃ তা নয়, বরং এটি তাদের এবং আমাদের উভয়ের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে।' (ফাতহুল বারী ৮/১৭৩)

৩৬। নিশ্চয়ই আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে আল্লাহর বিধানে মাস গণনায় বারটি। এর মধ্যে বিশেষ রূপে চারটি মাস হচ্ছে সম্মানিত। এটাই হচ্ছে সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম। অতএব তোমরা এ মাসগুলিতে (ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করে) নিজেদের ক্ষতি সাধন করনা, আর মুশরিকদের বিরুদ্ধে সকলে একযোগে যুদ্ধ কর, যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সকলে একযোগে যুদ্ধ করে। আর জেনে রেখ যে, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।	٣٦. إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا۟ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ وَقَٰتِلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَٰتِلُونَكُمْ كَآفَّةً ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ

বছরের হিসাব বারো মাসে

আবূ বাকরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর (বিদায়) হাজ্জের ভাষণে বলেন ঃ 'যামানা ঘুরে ঘুরে নিজের মূল অবস্থায় এসে গেছে। বছরের বারোটি মাস হয়ে থাকে। এগুলির মধ্যে চারটি হচ্ছে সম্মানিত ও মর্যাদা সম্পন্ন মাস। তিনটি ক্রমিকভাবে রয়েছে। সেগুলি হচ্ছে যিলকাদ, যিলহাজ্জ ও মুহাররাম। আর চতুর্থটি হচ্ছে মুযার গোত্রের (কাছে অতি সম্মানিত) রজব মাস, যা জামাদিউল সানি ও শা'বানের মাঝখানে রয়েছে।' অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ 'আজ কোন্ দিন?' (বর্ণনাকারী বলেন) আমরা

উত্তরে বললাম ঃ 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামই ভাল জানেন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। আমরা মনে করলাম যে, তিনি হয়তো এর অন্য কোন নাম বলবেন। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'আজ কি 'ইয়াওমুন নাহর' বা কুরবানীর ঈদের দিন নয়?' আমরা উত্তর দিলাম ঃ হ্যাঁ। পুনরায় তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'এটা কোন্ মাস?' আমরা জবাব দিলাম, এ সম্পর্কে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামেরই ভাল জ্ঞান আছে। এবারও তিনি চুপ থাকলেন। সুতরাং আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি এ মাসের অন্য কোন নাম রাখবেন। তারপর তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ 'এটা কি যিলহাজ্জ মাস নয়?' আমরা জবাব দিলাম ঃ হ্যাঁ। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'এটা কোন্ শহর?' আমরা উত্তরে বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামই এটা ভাল জানেন। তিনি এবারও নীরব হয়ে যান এবং আমরা এবারও মনে করলাম যে, তিনি হয়তো এর অন্য কোন নাম রাখবেন। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'এটা কি বালাদা (মাক্কা) নয়?' আমরা জবাবে বললাম ঃ হ্যাঁ। এরপর তিনি বললেন ঃ 'জেনে রেখ যে, তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ, তোমাদের মান-মর্যাদা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে এরূপই মর্যাদাসম্পন্ন যেমন মর্যাদাসম্পন্ন তোমাদের এ দিনটি, এ মাসটি এবং এ শহরটি। সত্বরই তোমরা তোমাদের রবের সাথে সাক্ষাৎ করবে। তখন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। সাবধান! আমার পরে যেন তোমরা পথভ্রষ্ট না হও এবং যেন একে অপরকে হত্যা না কর! আমি কি (শারীয়াতের সমস্ত কথা তোমাদের কাছে) পৌঁছে দিয়েছি? জেনে নাও, তোমাদের যারা এখানে বিদ্যমান রয়েছ তারা যেন অনুপস্থিত লোকদের কাছে এসব কথা পৌঁছে দেয়। কেননা হতে পারে যে, যারা উপস্থিত নেই তাদের কেহ কেহ শ্রোতাদের অপেক্ষা বেশি স্মরণশক্তির অধিকারী।' (আহমাদ ৫/৩৭, ফাতহুল বারী ৮/১৭৫, ৬/৩৩৮, মুসলিম ৩/১৩০৫)

'ফাস্‌ল' বা পরিচ্ছেদ ঃ শায়খ আলীমুদ্দীন সাখাভী (রহঃ) তাঁর *আল মাশহুর ফী আসমা আল আইয়াম ওয়াশ শুহুর* নামক গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

'মুহাররাম' মাসকে ওর সম্মানের কারণে মুহাররাম বলা হয়ে থাকে। কিন্তু আমার মতে এই নামের কারণ হচ্ছে ওর সম্মানের প্রতি গুরুত্বারোপ করণ। কেননা অজ্ঞতা যুগের আরাবরা ওকে বদলে দিত। কোন বছর তারা সম্মানিত মাস বলত, আবার কোন বছর সম্মানিত মাস বলতনা।

www.waytojannah.com

‘সফর’ এর নামকরণের কারণ এই যে, এই মাসে সাধারণতঃ তাদের ঘর খালি বা শূন্য থাকত। কেননা এই মাসটি তারা যুদ্ধ বিগ্রহে ও ভ্রমণে কাটিয়ে দিত। ঘর শূন্য হয়ে গেলে আরাবরা صَفِرَ الْمَكَانُ বলে থাকে।

‘রাবীউল আউওয়াল’ এর নামকরণের কারণ এই যে, এই মাসে আরাবরা বাড়ীতেই অবস্থান করে থাকে। অবস্থান করাকে ارْتِبَاع বলা হয়।

‘রাবীউল আখির’ এর নামকরণের কারণও এটাই। এটা যেন বাড়ীতে অবস্থানের দ্বিতীয় মাস।

‘জামাদিউল আউওয়াল’ এর নামকরণের কারণ এই যে, এই মাসে পানি শুকিয়ে যেত। কিন্তু এ কথাটি যুক্তিসঙ্গত নয়। কেননা ঐ মাসগুলির হিসাব যখন চন্দ্রের উপর নির্ভরশীল তখন এটা পরিষ্কার কথা যে, প্রতি বছর প্রতি মাসে মৌসুমী অবস্থা একই রূপ থাকবেনা।

‘জামাদিউল আখির’ এর নামকরণের কারণও এটাই। এটা যেন পানি শুকিয়ে যাওয়ার দ্বিতীয় মাস।

‘রজব’ শব্দটি *‘তারজিব’* শব্দ থেকে গৃহীত। *‘তারজিব’* বলা হয় সম্মান করাকে। এই মাসটি মর্যাদাপূর্ণ মাস বলে একে রজব বলা হয়।

‘শা‘বান’ এর নামকরণের কারণ এই যে, এই মাসে আরাবরা লুটপাট করার জন্য বিচ্ছিন্নভাবে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ত।

‘রামাযান’ এর নামকরণের কারণ এই মাসে অত্যধিক গরমের জন্য। কারও কারও মতে এটা আল্লাহ তা‘আলার নামসমূহের একটি নাম। কিন্তু এটা ভুল ও অযৌক্তিক কথা মাত্র।

পবিত্র মাসসমূহ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ এই বারো মাসের মধ্যে চারটি মাস (বিশেষ) মর্যাদাপূর্ণ। অজ্ঞতার যুগের আরাবরাও এ চার মাসকে সম্মানিত মাস রূপে স্বীকার করত। কিন্তু ‘বাসল’ নামক একটি দল তাদের গোঁড়ামীর কারণে আটটি মাসকে সম্মানিত মাস মনে করত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাষণে ‘রজব’ মাসকে ‘মুযার’ গোত্রের দিকে সম্পর্কযুক্ত করার কারণ এই যে, যে মাসকে তারা ‘রজব’ মাস হিসাবে গণনা করত, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর নিকটেও ওটাই রজব মাস ছিল, যা জামাদিউল উখরা এবং শা’বানের মাঝে রয়েছে। কিন্তু রাবীআ’ গোত্রের নিকট ‘রজব’ মাস শাবান ও

www.waytojannah.com

শাওয়াল মাসের মধ্যবর্তী মাস অর্থাৎ রামাযানের নাম ছিল। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্টভাবে বলে দিলেন যে, সম্মানিত মাস হচ্ছে মুযার গোত্রের রজব মাস, রাবীআ' গোত্রের রজব মাস নয়।

সম্মানিত এই চারটি মাসের মধ্যে তিনটি ক্রমিক রূপে হওয়ার যৌক্তিকতা এই যে, হাজ্জ ও উমরাহসমূহ যেন এই মাসসমূহে সহজভাবে পালন করা যায়। যিলকাদ মাসে বাড়ী হতে বের না হয়ে, ঐ সময় যুদ্ধ-বিগ্রহ, মারপিট, ঝগড়া-বিবাদ এবং খুনাখুনি বন্ধ করে লোকেরা বাড়ীতে বসে থাকে। অতঃপর যিলহাজ্জ মাসে তারা হাজ্জের আহকাম নিরাপদে এবং উত্তমরূপে আদায় করেন, যাতে মর্যাদাপূর্ণ মুহাররাম মাসে তারা নিরাপদে বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করতে পারেন। চাঁদের বছরের মধ্যভাগে রযব মাসকে সম্মানিত বানানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে যিয়ারাতকারিগণ যেন বাইতুল্লাহর তাওয়াফের আকাংখায় উমরাহ পূর্ণ করতে পারেন। যারা বহু দূরের লোক তারাও যেন উমরাহ পালন করে তাদের বাসগৃহে ফিরে যেতে পারেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ এটাই হচ্ছে সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম। সুতরাং তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী তোমরা এই মাসগুলির যথাযথ মর্যাদা দান কর। فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ বিশেষভাবে এই মাসগুলিতে পাপকাজ থেকে দূরে থাক। কেননা এতে পাপের শাস্তির মাত্রা আরও বৃদ্ধি পায়। যেমন হারাম এলাকায় কৃত পাপ অন্যান্য স্থানে কৃত পাপ অপেক্ষা বেশি দোষনীয় হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

আর যে ইচ্ছা করে ওতে পাপ কাজের সীমা লংঘন করে তাকে আমি আস্বাদন করাব মর্মন্তদ শাস্তি। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ২৫) অনুরূপভাবে এই মাসগুলির মধ্যে পাপকাজ করলে অন্যান্য মাসে কৃত পাপকাজের চেয়ে পাপ বেশি হয়। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, فِيهِنَّ শব্দ দ্বারা বছরের সমস্ত মাসকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এ উক্তির মর্মার্থ হচ্ছে, তোমরা সমস্ত মাসে পাপকাজ থেকে বিরত থাকবে, বিশেষ করে এই চার মাসে। কেননা এগুলি বড়ই মর্যাদা সম্পন্ন মাস। এ মাসগুলিতে পাপ শাস্তির দিক দিয়ে এবং সাওয়াব প্রতিদান প্রাপ্তির দিক দিয়ে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। (তাবারী ১৪/২৩৮)

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এই সম্মানিত মাসগুলিতে পাপের শাস্তির পরিমান বেড়ে যায়, যদিও অত্যাচার সর্বাবস্থায়ই খারাপ। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর যে

www.waytojannah.com

কাজকে ইচ্ছা বড় করে থাকেন। তিনি বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সৃষ্টির মধ্য থেকেও বাছাই ও মনোনীত করেছেন। তিনি মালাইকার মধ্য থেকে দূত মনোনীত করেছেন, মানব জাতির মধ্য থেকে রাসূলদেরকে মনোনীত করেছেন, বাণীর মধ্য থেকে তাঁর বাণীকে পছন্দ করেছেন, যমীনের মধ্যে মাসজিদসমূহকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন, মাসগুলির মধ্যে রামাযান ও হারাম মাসগুলিকে মনোনীত করেছেন, দিনগুলির মধ্যে শুক্রবারকে পছন্দ করেছেন এবং রাতগুলির মধ্যে লাইলাতুল কাদরকে মনোনীত করেছেন। এভাবে মহান আল্লাহ যেভাবে ইচ্ছা করেছেন একটির উপর অন্যটিকে প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। সুতরাং যেগুলিকে আল্লাহ তা'আলা মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন সেগুলির মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য কর্তব্য।

পবিত্র মাসসমূহে যুদ্ধ করা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَقَاتِلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً তোমরা সমস্ত মুসলিম ঐ মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যেমন তারা তোমাদের সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। আল্লাহ তা'আলা হয়তো মুসলিমদেরকে উৎসাহিত ও জিহাদের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির উদ্দেশে বলছেন, তারা যেমন তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সবাই চতুর্দিক থেকে সমবেতভাবে তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে, তদ্রূপ তোমরাও সমস্ত মু'মিনকে সঙ্গে নিয়ে তাদের মুকাবিলা কর। এটাতো জানা কথা যে, পবিত্র মাসসমূহে যুদ্ধ করা কিংবা যুদ্ধ শুরু করা নিষেধ। যেমন তিনি বলেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُحِلُّوا۟ شَعَـٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর নিদর্শনাবলী, নিষিদ্ধ মাসগুলির অবমাননা করা বৈধ মনে করনা। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ২)

ٱلشَّهْرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَـٰتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

নিষিদ্ধ মাসের পরিবর্তে নিষিদ্ধ মাস ও সমস্ত নিষিদ্ধ বিষয় পরস্পর সমান; অতঃপর যে কেহ তোমাদের প্রতি অত্যাচার করে, তাহলে সে তোমাদের প্রতি

www.waytojannah.com

যেরূপ অত্যাচার করবে তোমরাও তার প্রতি সেরূপ অত্যাচার কর (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৯৪) এবং আরও রয়েছে ঃ

فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ

অতঃপর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলি অতীত হয়ে যায় তখন ঐ মুশরিকদেরকে যেখানে পাবে তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৫) এটাও সম্ভব যে, এই বাক্যে মুসলিমদেরকে নিষিদ্ধ মাসগুলিতেও যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে, যখন আক্রমণের সূচনা মুশরিকদের পক্ষ থেকে হবে। যেমন নিম্নের আয়াতে রয়েছে ঃ

وَلَا تُقَـٰتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَـٰتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِن قَـٰتَلُوكُمْ فَٱقْتُلُوهُمْ

তোমরা তাদের সাথে পবিত্রতম মাসজিদের নিকট যুদ্ধ করনা, যে পর্যন্ত না তারা তোমাদের সাথে তন্মধ্যে যুদ্ধ করে; কিন্তু যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তাহলে তোমরাও তাদেরকে হত্যা কর। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৯১) সম্মানিত মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের তায়েফ অবরোধ করার জবাব এটাই যে, উহা ছিল হাওয়াযিন গোত্র ও তাদের মিত্র বানু সাকীফ গোত্রের যৌথ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ। যুদ্ধের সূচনা তাদের পক্ষ থেকেই হয়েছিল। তারা এদিক ওদিক থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধী লোকদেরকে একত্রিত করে যুদ্ধের আহ্বান জানিয়েছিল। সুতরাং নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁর এই অগ্রযাত্রাও আবার সম্মানিত মাসে ছিলনা। এখানে পরাজিত হয়ে ঐ লোকগুলো পালিয়ে গিয়ে তায়েফে আশ্রয় নিয়েছিল এবং সেখানে দুর্গ স্থাপন করেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ কেন্দ্রকে খালি করার উদ্দেশে আরও সামনে অগ্রসর হন। তারা মুসলিমদের ক্ষতি সাধন করে এবং মুসলিমদের একটি দলকে হত্যা করে। প্রায় চল্লিশ দিন পর্যন্ত তাদেরকে ঘিরে রাখা হয়। মোট কথা, যুদ্ধের সূচনা সম্মানিত মাসে হয়নি। কিন্তু যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় সম্মানিত মাসও চলে আসে। কিছুদিন অতিবাহিত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবরোধ উঠিয়ে নেন। সুতরাং যুদ্ধ জারি রাখা এক কথা এবং যুদ্ধের সূচনা হওয়া আর এক কথা।

www.waytojannah.com

৩৭। নিশ্চয়ই এই (মাসগুলির) স্থানান্তর কুফরের মধ্যে আরও কুফরী বৃদ্ধি করা, যদ্বারা কাফিরদেরকে পথভ্রষ্ট করা হয়। (তা এ রূপে যে) তারা সেই হারাম মাসকে কোন বছর হালাল করে নেয় এবং কোন বছর হারাম মনে করে, আল্লাহ যে মাসগুলিকে হারাম করেছেন, যেন তারা ওগুলির সংখ্যা পূর্ণ করে নিতে পারে, অতঃপর তারা আল্লাহর নিষিদ্ধ মাসগুলিকে হালাল করে নেয়, তাদের দুস্কর্মগুলি তাদের কাছে শোভনীয় মনে হয়, আর আল্লাহ এইরূপ কাফিরদেরকে হিদায়াত (এর তাওফীক দান) করেননা।	٣٧. إِنَّمَا ٱلنَّسِيٓءُ زِيَادَةٌ فِى ٱلْكُفْرِ ۖ يُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُحِلُّونَهُۥ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُۥ عَامًا لِّيُوَاطِـُٔوا۟ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّوا۟ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ ۚ زُيِّنَ لَهُمْ سُوٓءُ أَعْمَـٰلِهِمْ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَـٰفِرِينَ

ধর্মীয় বিষয়ে নিজস্ব মতামত প্রদানের ব্যাপারে সতর্কতা

এখানে আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের কুফরী বৃদ্ধির বর্ণনা দিচ্ছেন যে, কিভাবে তারা নিজেদের বিকৃত মত এবং নাপাক প্রবৃত্তিকে আল্লাহর শারীয়াতের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে তাঁর দীনের আহ্কামকে পরিবর্তন করে দিচ্ছে! তারা খায়েশের বশবর্তী হয়ে হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম বানিয়ে নিত। তারা মনে করত যে, পর পর তিন মাস নিষিদ্ধ মাস হওয়ায় ঐ দীর্ঘ সময় যুদ্ধ থেকে বিরত থাকা খুব বেশি লম্বা সময়, যেহেতু ইতোমধ্যে তাদের ক্রোধ ও রাগের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। এজন্য তারা ইসলাম পূর্ব সময় পবিত্র মাস মুহাররামের ব্যাপারে নতুন এক পন্থা আবিস্কার করে সফর মাস পর্যন্ত বিলম্বিত করত। ফলে তারা পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা বৈধ করে নেয় এবং যে মাস নিষিদ্ধ ছিলনা ঐ মাসকে পবিত্র ঘোষনা করে আল্লাহর বিধানে প্রতি বছর যে চারটি মাস পবিত্র বলে

www.waytojannah.com

ঘোষনা করা হয়েছে সেই সংখ্যা ঠিক রাখত। জানাদা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন উমাইয়া কিনানী নামক তাদের এক নেতা প্রতি বছর হাজ্জ করতে আসত। তার কুনিয়াত বা পিতৃপদবীযুক্ত নাম ছিল আবূ সুমামাহ। সে সকলের সামনে ঘোষণা করে ঃ 'জেনে রেখ যে, কেহ আবূ সুমামাহর সামনে কোন শব্দ উচ্চারণ করতে পারেনা বা কেহ তার উক্তির প্রতি কোনরূপ দোষারোপ করতে পারেনা। জেনে রেখ যে, প্রথম বছরের সফর মাস হালাল এবং দ্বিতীয় বছরের মুহাররাম মাস হালাল।' সুতরাং এক বছর মুহাররাম মাসের সম্মান করতনা এবং পর বছর সম্মান করত। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ *নিশ্চয়ই এই (মাসগুলির) স্থানান্তর কুফরের মধ্যে আরও কুফরী বৃদ্ধি করা।* এ আয়াতে তার কুফরীর এই বৃদ্ধির প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। লাইস ইব্‌ন আবী সুলাইমান (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, মুজাহিদ (রহঃ) বলেছেন ঃ বানী কিনানাহ গোত্রের এক লোক প্রতি বছর হাজ্জ করার উদ্দেশে গাধার উপর সাওয়ার হয়ে আসত। সে ঘোষনা করত ঃ হে লোকসকল! আমি কখনও প্রত্যাখ্যাত হয়নি। আমি যা বলি তা মানুষ গ্রহণ করেছে। আমরা আগামী মুহাররাম মাসকে নিষিদ্ধ করছি এবং সফর মাসকে তা থেকে বাদ দিচ্ছি। পরের বছর সে আবার আগমন করবে এবং ঘোষনা করবে যে, এ বছর আমরা সফর মাসকে নিষিদ্ধ মাস এবং মুহাররাম মাসকে বিলম্বিত করছি। তাদের এরূপ আচরণের কারণেই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لِّيُوَاطِؤُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّهُ *আল্লাহ যে মাসগুলিকে হারাম করেছেন, যেন তারা ওগুলির সংখ্যা পূর্ণ করে নিতে পারে।* (তাবারী ১৪/২৪৬) মুশ্‌রিকরা এক বছরতো মুহাররাম মাসকে হালাল করে নিত এবং ওর বিনিময়ে সফর মাসকে হারাম করে নিত। বছরের অবশিষ্ট মাসগুলি স্ব স্ব স্থানেই থাকত। তারপর দ্বিতীয় বছরে মুহাররাম মাসকে হারাম মনে করত এবং ওর মর্যাদা ঠিক রাখত, যেন আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত সম্মানিত মাসগুলির সংখ্যা ঠিক থাকে। সুতরাং কখনও তারা পরপর বা ক্রমিকভাবে অবস্থিত তিনটি মাসের শেষ মাস মুহাররামকে সম্মানিত মাস হিসাবেই রাখত, আবার কখনও সফরের দিকে সরিয়ে দিত।

ইমাম মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) তাঁর 'কিতাবুস সীরাহ্' নামক গ্রন্থে এ সম্পর্কে খুব ভাল কথা বলেছেন, যা অত্যন্ত উপকারী ও উত্তম। তিনি লিখেছেন, প্রথম যে ব্যক্তি আল্লাহর হারামকৃত মাসকে হালাল এবং তাঁর হালালকৃত মাসকে

www.waytojannah.com

হারাম করার রীতি আরাবে চালু করেছিল সে হল কালামমাস। আর সে'ই হচ্ছে হুযায়ফা ইব্‌ন আব্‌দ ফুকাইয়িম ইব্‌ন আদী ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সালাবাহ ইবনুল হারিস ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন কিননাহ ইব্‌ন খুযাইমা ইব্‌ন মুদরিকাহ ইব্‌ন ইলইয়াস ইব্‌ন মুযার ইব্‌ন নিযার ইব্‌ন মাদ্‌ ইব্‌ন আদনান। তারপর তার ছেলে আব্বাদ, এরপর তার ছেলে কালা, তারপর তার ছেলে উমাইয়া, তারপর ওর ছেলে আউফ, তারপর তার ছেলে আবূ সুমামাহ জুনাদাহ। তার যুগেই ইসলাম বিস্তার লাভ করে। আরাবের লোকেরা হাজ্জপর্ব শেষ করে তার পাশে জমা হত। সে তখন দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুরু করত এবং রজব, যিলকাদ ও যিলহাজ্জ এ তিনটি মাসের মর্যাদা বর্ণনা করত। আর এক বছর মুহাররামকে হালাল করত এবং সফরকে মুহাররাম বানিয়ে দিত। আবার অন্য বছর মুহাররামকেই সম্মানিত মাস বলে দিত। ফলে নিষিদ্ধ মাসগুলির সংখ্যা ঠিক রেখে সে আল্লাহর ঘোষিত হারাম মাসকে হালাল করত এবং হালাল মাসকে হারাম বানাত। (ইবন্‌ হিশাম ১/৪৫)

৩৮। হে মু'মিনগণ! তোমাদের কি হল যে, যখন তোমাদেরকে বলা হয়, বের হও আল্লাহর পথে, তখন তোমরা মাটিতে লেগে থাক (অলসভাবে বসে থাক)। তাহলে কি তোমরা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবনের উপর পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? বস্তুতঃ পার্থিব জীবনের ভোগ বিলাসতো আখিরাতের তুলনায় কিছুই নয়, অতি সামান্য।	٣٨. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمۡ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلۡتُمۡ إِلَى ٱلۡأَرۡضِۚ أَرَضِيتُم بِٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا مِنَ ٱلۡأٓخِرَةِۚ فَمَا مَتَٰعُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا فِي ٱلۡأٓخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ
৩৯। যদি তোমরা বের না হও তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে	٣٩. إِلَّا تَنفِرُواْ يُعَذِّبۡكُمۡ

www.waytojannah.com

কঠোর শাস্তি প্রদান করবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক জাতিকে স্থলাভিষিক্ত করবেন, আর তোমরা আল্লাহর (দীনের) কোনই ক্ষতি করতে পারবেনা। আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।	عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

জিহাদ পরিত্যাগ করে সহজ জীবন যাপন করার জন্য তিরস্কার

ঘটনা এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বহু দূরের সফর তাবূকের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করার জন্য সাহাবীগণকে এমন সময়ে নির্দেশ দেন যখন প্রচন্ড গরম পড়েছিল, গাছের ফল পেকে উঠেছিল এবং গাছের ছায়া বেড়ে গিয়েছিল। কিছু লোক পিছনেই রয়ে গিয়েছিল, তাদেরকেই তিরস্কার করে বলা হচ্ছে ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ যখন তোমাদেরকে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার জন্য ডাক দেয়া হচ্ছে তখন তোমরা মাটি আঁকড়ে বসে থাকছ কেন? أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ। তোমরা কি দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ভোগ্য বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আখিরাতের চিরস্থায়ী নি‘আমাতকে ভুলে গেছ? فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ জেনে রেখ যে, পরকালের তুলনায় দুনিয়ার কোন মূল্যই নেই।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, মুস্তাওয়ারিদ (রহঃ) নামের ‘বানী ফিহর’ গোত্রের এক লোক বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ পরকালের জীবনের সাথে পৃথিবীর জীবনের তুলনা করতে গেলে এরূপ বলা যেতে পারে যে, তুমি যদি তোমার আঙ্গুলের অগ্রভাগ সমুদ্রে ডুবাও তাহলে ঐ আঙ্গুল সমুদ্রের পানির তুলনায় যতটুকু পানি বহন করে নিয়ে এসেছে। এ সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর তর্জনী দ্বারা ইশারা করলেন। (আহমাদ ৪/২২৮, মুসলিম ৪/২১৯৩)

www.waytojannah.com

আশ শাউরী (রহঃ) বর্ণনা করেন, আল আমাস (রহঃ) فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ এ আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ 'দুনিয়ার যা অতীত হয়েছে এবং যা বাকী আছে সমস্তই আখিরাতের তুলনায় অতি অল্প।' আবদুল আযীয ইব্‌ন আবী হাসিম (রহঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল আযীয ইব্‌ন মারওয়ানের (রহঃ) যখন মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলো তখন তিনি বললেন ঃ 'যে কাপড়ে আমাকে কাফন পরানো হবে ওটা আমার কাছে নিয়ে এসো, আমি একটু দেখে নিই।' কাপড়টি তাঁর সামনে রাখা হলে তিনি ওটার দিকে তাকিয়ে বলেন ঃ 'দুনিয়ায়তো আমার অংশ এটাই ছিল। এটুকু দুনিয়া নিয়ে আমি যাচ্ছি!' অতঃপর তিনি পিঠ ফিরিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলেন ঃ 'হায় এ জীবন, ধিক! তোমার অধিকও অল্প এবং তোমার অল্পতো খুবই ছোট! আফসোস! আমরা ধোঁকার মধ্যেই পড়ে রয়েছি!' আল্লাহ তা'আলা জিহাদ পরিত্যাগ করার ব্যাপারে সতর্ক করে বলছেন ঃ

إِلاَّ تَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا যদি তোমরা (যুদ্ধের জন্য) বের না হও তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আরাবের কিছু লোককে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিহাদের জন্য আহ্বান করেন। কিন্তু তারা তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয়নি। তখন আল্লাহ তাদের থেকে বৃষ্টি বন্ধ করে দেন। এটাই ছিল তাদের প্রতি শাস্তি। (তাবারী ১৪/২৫৫) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক জাতি সৃষ্টি করবেন। অর্থাৎ তোমরা গর্বে ফুলে উঠনা যে, তোমরাই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহায্যকারী। জেনে রেখ যে,

وَإِن تَتَوَلَّوْاْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُونُوَاْ أَمْثَالَكُم

যদি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর তাহলে তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলবর্তী করবেন; তারা তোমাদের মত হবেনা। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ৩৮) তোমরা আল্লাহর দীনের কোনই ক্ষতি করতে পারবেনা। এটা মনে করনা যে, তোমরা জিহাদ না করলে মুজাহিদরা জিহাদ করতেই পারবেনা। আল্লাহ সব কিছুর উপরই পূর্ণ ক্ষমতাবান। তোমাদের ছাড়াই তিনি তাঁর মুজাহিদ বান্দাদেরকে শত্রুদের উপর বিজয় দান করতে পারেন।

www.waytojannah.com

৪০। যদি তোমরা তাকে (রাসূলুল্লাহকে) সাহায্য না কর তাহলে আল্লাহই তাকে সাহায্য করবেন যেমন তিনি তাকে সাহায্য করেছিলেন সেই সময়ে যখন কাফিরেরা তাকে দেশান্তর করেছিল, যখন দু'জনের মধ্যে একজন ছিল সে, যে সময় উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল, যখন সে স্বীয় সঙ্গীকে (আবূ বাকরকে) বলেছিল ঃ তুমি বিষণ্ন হয়োনা, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ তার প্রতি স্বীয় প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাকে শক্তিশালী করলেন এমন সেনাদল দ্বারা যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি এবং আল্লাহ কাফিরদের বাক্য নীচু করে দিলেন, আর আল্লাহর বাণী সমুচ্চ রইল, আর আল্লাহ হচ্ছেন প্রবল প্রজ্ঞাময়।	٤٠. إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ثَانِىَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِى ٱلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَٰحِبِهِۦ لَا تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُۥ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلسُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِىَ ٱلْعُلْيَا ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

আল্লাহ তাঁর নাবীকে সাহায্য করেন

আল্লাহ তা'আলা (জিহাদ পরিত্যাগকারীদের সম্বোধন করে) বলেন ঃ তোমরা যদি আমার রাসূলের সাহায্য সহযোগিতা ছেড়ে দাও তাহলে জেনে রেখ যে, আমি কারও মুখাপেক্ষী নই। আমি নিজেই তাঁর সহায়ক ও পৃষ্ঠপোষক। ঐ সময়ের কথা তোমরা স্মরণ কর অর্থাৎ হিজরাতের বছর যখন কাফিরেরা আমার রাসূলকে হত্যা করা বা বন্দী করা অথবা দেশান্তর করার ষড়যন্ত্র করেছিল তখন তিনি প্রিয় ও বিশ্বস্ত সহচর আবূ বাকরকে (রাঃ) সাথে নিয়ে অতি সন্তর্পণে মাক্কা

থেকে বেরিয়ে যান। সেই সময় তাঁর সাহায্যকারী কে ছিল? তিন দিন পর্যন্ত 'সাওর' পর্বতের গুহায় তাঁরা আশ্রয় নেন। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁদের পশ্চাদ্ধাবনকারীরা তাঁদেরকে না পেয়ে যখন নিরাশ হয়ে ফিরে যাবে তখন তাঁরা মাদীনার পথ ধরবেন। ক্ষণে ক্ষণে আবূ বাকর (রাঃ) ভীত বিহ্বল হয়ে ওঠেন যে, না জানি কেহ হয়তো জানতে পেরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দেয়! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন ঃ 'হে আবূ বাকর (রাঃ)! আপনি দু'জনের কথা চিন্তা করছেন কেন? তৃতীয় জন যে আল্লাহ রয়েছেন!' (ফাতহুল বারী ৮/১৭৬)

আনাস (রাঃ) বলেন, আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ কুহাফা (রাঃ) তাকে বলেন যে, গুহায় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তিনি বলেন ঃ 'কাফিরদের কেহ যদি পায়ের দিকে তাকায় তাহলেইতো আমাদেরকে দেখে নিবে!' তখন তিনি বললেন ঃ 'হে আবূ বাকর! আপনি ঐ দু'জনকে কি মনে করেন যাঁদের সাথে তৃতীয় জন আল্লাহ রয়েছেন?' (আহমাদ ১/৪, ফাতহুল বারী ৭/১১, মুসলিম ৪/১৮৫৪) মোট কথা, এই জায়গায়ও মহান আল্লাহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাহায্য করেছিলেন। কোন কোন বিজ্ঞজন বলেছেন যে, এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নিজের পক্ষ থেকে আবূ বাকরের (রাঃ) উপর সান্ত্বনা ও প্রশান্তি নাযিল করা বুঝানো হয়েছে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) ও অন্যান্যদের তাফসীর এটাই। তাঁদের দলীল এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যেতো প্রশান্তি ছিলই। কিন্তু এই বিশেষ অবস্থায় প্রশান্তি নতুনভাবে নাযিল করার মধ্যেও কোন বৈপরীত্য নেই। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এরই সাথে বলেন ঃ

وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا আমি আমার অদৃশ্য সেনাবাহিনী পাঠিয়ে অর্থাৎ মালাইকার মাধ্যমে তাঁকে সাহায্য করেছি।

আল্লাহ তা'আলা কুফরকে দাবিয়ে দিয়েছেন এবং নিজের কালেমাকে সমুন্নত করেছেন। তিনি শির্‌ককে নীচু করেছেন এবং তাওহীদকে উপরে উঠিয়েছেন। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয় ঃ 'একটি লোক বীরত্ব প্রকাশের উদ্দেশে এবং আর একটি লোক মানুষকে খুশি করার জন্য যুদ্ধ করছে, অন্য একটি লোক যুদ্ধ করছে জাতীয় মর্যাদা রক্ষার উদ্দেশে, এ তিনজনের মধ্যে আল্লাহর পথের মুজাহিদ কে?' তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'যে ব্যক্তি

www.waytojannah.com

আল্লাহর কালেমাকে সমুন্নত করার নিয়তে যুদ্ধ করে সেই হচ্ছে আল্লাহর পথের মুজাহিদ।' (ফাতহুল বারী ১/২৮৬, মুসলিম ৩/১৫১২)

প্রতিশোধ গ্রহণে আল্লাহ প্রবল পরাক্রান্ত। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন। তাঁর ইচ্ছায় কেহ পরিবর্তন আনয়ন করতে পারেনা।

৪১। অভিযানে বের হও স্বল্প সরঞ্জামের সাথেই হোক, অথবা প্রচুর সরঞ্জামের সাথেই হোক এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধন সম্পদ ও প্রাণ দ্বারা যুদ্ধ কর, এটাই তোমাদের জন্য অতি উত্তম, যদি তোমরা জানতে।	٤١. ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَٰهِدُواْ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

যে কোন অবস্থায় জিহাদে অংশ নেয়া আবশ্যকীয়

সুফিয়ান শাউরী (রহঃ) তাঁর পিতা হতে, তিনি আবুয যুহা হতে, তিনি মুসলিম ইব্‌ন সাবীহ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, সূরা বারাআতের **انْفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالاً** এ আয়াতটিই সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ১৪/২৭০)

মুতামির ইব্‌ন সুলাইমান (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, তার পিতা বলেছেন ঃ হাদরামী (রহঃ) দাবী করেছেন যে, তাকে কিছু লোক বলেছেন যে, যদি তারা জিহাদে অংশ গ্রহণ না করে তাহলে তাতে তাদের পাপ হবেনা। কারণ তারা দুর্বল ও বৃদ্ধ। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। (তাবারী ১৪/২৬৬)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর রাসূলকে তাবূকের যুদ্ধের জন্য একটি বড় দল গঠন করার জন্য নির্দেশ দেন, যাতে তারা আল্লাহর শত্রু কাফির আহলে কিতাব এবং রোমকদের সাথে মুকাবিলা করতে সক্ষম হয়। আল্লাহ আরও আদেশ করেন যে মুসলিমদের ভিতর সক্ষম, অলস, সুখে কিংবা কষ্টে আছে এমন ধরনের সব লোকই যেন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যুদ্ধাভিযানে অগ্রসর হয়। আলী ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) আনাস (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, আবূ তালহা (রাঃ) **انْفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالاً** এ আয়াত সম্পর্কে মন্তব্য করেন ঃ যুবক হোক কিংবা বৃদ্ধ হোক, আল্লাহ তা'আলা কোন লোককেই এ যুদ্ধে অংশ নেয়া হতে

www.waytojannah.com

অব্যাহতি দেননি। এই হুকুম পালনার্থে এই মনীষী সিরিয়ার ভূমিতে চলে যান এবং খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জীবনদাতা আল্লাহর কাছে নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং তাকে সন্তুষ্ট রাখুন!

আর একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, আবূ তালহা (রাঃ) একদা **انْفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ** এই আয়াতটি পাঠ করে বলেন ঃ 'আমার ধারণায়তো আমাদের রাব্ব যুবক-বৃদ্ধ সকলকেই জিহাদে অংশগ্রহণের দা'ওয়াত দিয়েছেন। হে আমার প্রিয় ছেলেরা! তোমরা আমার জন্য যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রস্তুত কর।' তার ছেলেরা তখন তাকে বললেন ঃ 'আব্বা! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বাধীন আপনি তাঁর জীবদ্দশায় জিহাদ করেছেন। আবূ বাকরের (রাঃ) খিলাফাতের আমলেও আপনি মুজাহিদদের সাথে থেকেছেন। উমারের (রাঃ) খিলাফাত কালেও আপনি একজন বিখ্যাত বীর হিসাবে পরিচিত হয়েছেন। এখন আপনার জিহাদ করার বয়স আর নেই। আমরাই আপনার পক্ষ থেকে জিহাদের মাইদানে যোগদান করছি।' কিন্তু তিনি তাদের কথা মানলেননা এবং ঐ মূহুর্তেই জিহাদের উদ্দেশে রওয়ানা হন। সমুদ্র পার হওয়ার জন্য তিনি মুয়াবিয়ার (রহঃ) নেতৃত্বে নৌকায় আরোহণ করলেন। গন্তব্যস্থানে পৌঁছাতে তখনও কয়েকদিনের পথ বাকী। সমুদ্রের মাঝপথেই তার প্রাণ পাখী উড়ে যায়। নয় দিন পর্যন্ত নৌকা চলতে থাকে, কিন্তু কোন দ্বীপ পাওয়া গেলনা যেখানে তাকে দাফন করা যায়। নয় দিন পর যাত্রীরা স্থলভাগে অবতরণ করে এবং তাকে দাফন করা হয়। তখন পর্যন্ত মৃতদেহের কোনই পরিবর্তন ঘটেনি। (ইব্‌ন আবী হাতিম ৬/১৮০২)

সুদ্দী (রহঃ) হতে **خِفَافًا وَثِقَالاً** এর তাফসীরে যুবক ও বৃদ্ধ বর্ণিত হয়েছে। বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি বড় ও মোটা দেহ বিশিষ্ট লোক ছিলেন। সুতরাং তিনি নিজের অবস্থা প্রকাশ করে যুদ্ধে না যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে অনুমতি দেননি এবং এ আয়াত অবতীর্ণ হল। তখন এ হুকুম সাহাবীগণের কাছে খুবই কঠিন মনে হল। আল্লাহ তা'আলা তখন ... **لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاء وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى** (৯ ঃ ৯১) এই আয়াতটি অবতীর্ণ করে উক্ত আয়াতটি মানসূখ করে দেন।

হিব্বান ইব্‌ন যায়িদ আশ শার'আবী (রহঃ) বলেন, আমি হিমসের শাসনকর্তা সাফওয়ান ইব্‌ন আমরের (রহঃ) সাথে জারাজিমা অভিমুখে জিহাদের উদ্দেশে

www.waytojannah.com

রওয়ানা হই। আমি দামেস্কের একজন অতি বয়স্ক বুযুর্গকে দেখলাম যিনি সৈন্যবাহিনীর সাথে নিজের উটের উপর সাওয়ার হয়ে আসছেন। তার ভ্রুগুলি চোখের উপর পড়ে রয়েছে। তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। আমি তাঁর নিকটে গিয়ে বললাম, চাচাজান! আল্লাহ তা'আলার কাছেতো আপনার ওযর করার অবকাশ রয়েছে। এ কথা শুনে তিনি চোখের উপর থেকে ভ্রূগুলি সরালেন এবং বললেন ঃ 'হে ভাতিজা! আল্লাহ তা'আলা হালকা ও ভারী উভয় অবস্থায়ই আমাদেরকে জিহাদে বের হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। জেনে রেখ, আল্লাহ তা'আলা যাকে ভালবাসেন তাকে তিনি পরীক্ষাও করে থাকেন। অতঃপর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তিনি তার উপর রাহমাত বর্ষণ করেন। দেখ, আল্লাহর পরীক্ষা শোক্‌র, সাব্‌র, তাঁর যিক্‌র এবং খাঁটি তাওহীদের মাধ্যমেই হয়ে থাকে।' (তাবারী ১৪/২৬৪)

وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ জিহাদের হুকুম দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা তাঁর পথে ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্তুষ্টির কাজে সম্পদ ও প্রাণ ব্যয় করার নির্দেশ দিচ্ছেন। তিনি বলছেন যে, এতেই দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গল রয়েছে। পার্থিব মঙ্গল লাভ এই যে, সামান্য কিছু খরচ করে বহু গানীমাতের মাল লাভ করা যাবে। আর আখিরাতের লাভ এই যে, এর চেয়ে বড় সাওয়াব আর নেই। যেমন আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা তাঁর পথে জিহাদকারীর জন্য এ দায়িত্ব গ্রহণ করেন যে, হয় তাকে শহীদ করে তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, না হয় প্রতিদান ও গানীমাতসহ নিরাপদে বাড়ীতে ফিরিয়ে আনবেন।' (মুসলিম ৪/১৪৯৬) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّواْ شَيْـًٔا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

জিহাদকে তোমাদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য রূপে অবধারিত করা হয়েছে এবং এটি তোমাদের নিকট অপ্রীতিকর; বস্তুতঃ তোমরা এমন বিষয়কে অপছন্দ করছ যা তোমাদের পক্ষে বাস্তবিকই মঙ্গলজনক, পক্ষান্তরে তোমরা এমন

www.waytojannah.com

বিষয়কে পছন্দ করছ যা তোমাদের জন্য বাস্তবিকই অনিষ্টকর এবং আল্লাহই (তোমাদের ভাল-মন্দ) অবগত আছেন এবং তোমরা অবগত নও। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২১৬) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি লোককে বলেন ঃ 'তুমি ইসলাম গ্রহণ কর।' লোকটি বলল ঃ 'আমার মন যে চায়না।' তখন তিনি তাকে বললেন ঃ 'মন না চাইলেও তুমি ইসলাম কবূল কর।' (আহমাদ ৩/১০৯)

৪২। যদি কিছু আশু লভ্য হত এবং সফরও সহজ হত তাহলে তারা অবশ্যই তোমার সহগামী হত; কিন্তু তাদেরতো পথের দূরত্বই দীর্ঘতর বোধ হতে লাগল; আর তারা অচিরেই আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে ঃ যদি আমাদের সাধ্য থাকত তাহলে আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের সাথে বের হতাম; তারা (মিথ্যা বলে) নিজেরাই নিজেদেরকে ধ্বংস করছে; আর আল্লাহ জানেন যে, তারা মিথ্যাবাদী।	٤٢. لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّٱتَّبَعُوكَ وَلَٰكِنۢ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ ۚ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ

মুনাফিকদের জিহাদে অংশ না নেয়ার কারণ

যারা তাবূকের যুদ্ধে গমন না করে বাড়ীতেই রয়েছিল এবং পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বানানো মিথ্যা ওযর পেশ করেছিল এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধমকের সুরে বলছেন- প্রকৃতপক্ষে তাদের কোনই ওযর ছিলনা। যদি সহজ লভ্য গানীমাতের আশা থাকত এবং নিকটের সফর হত তাহলে এই লোভীদের দল অবশ্যই সঙ্গে যেত। কিন্তু সিরিয়া পর্যন্ত দীর্ঘ সফর তাদের মন ভেঙ্গে দেয়। তাই তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে মিথ্যা শপথ করে করে তাঁকে

www.waytojannah.com

প্রতারিত করছে যে, তাদের যদি ওযর না থাকত তাহলে অবশ্যই তারা তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে গমন করত। আল্লাহ তা'আলা বলছেন, তারা মিথ্যা কথা বলে নিজেদেরকে ধ্বংস করছে। তিনি জানেন যে, তারা মিথ্যাবাদী।

৪৩। আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করেছেন (কিন্তু) তুমি তাদেরকে কেন অনুমতি দিলে যে পর্যন্ত না সত্যবাদী লোকেরা তোমার কাছে প্রকাশ হয়ে যেত এবং তুমি মিথ্যাবাদীদেরকে জেনে নিতে?	٤٣. عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمۡ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعۡلَمَ ٱلۡكَٰذِبِينَ
৪৪। যারা আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে তারা নিজেদের ধন-সম্পদ ও প্রাণ দ্বারা জিহাদ করার ব্যাপারে তোমার কাছে অব্যাহতি প্রার্থনা করবেনা, আর আল্লাহ এই পরহেজগার লোকদের সম্বন্ধে খুবই অবগত আছেন।	٤٤. لَا يَسۡتَـٔۡذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ أَن يُجَٰهِدُواْ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡۗ وَٱللَّهُ عَلِيمُۢ بِٱلۡمُتَّقِينَ
৪৫। অবশ্যই ঐসব লোক তোমার কাছে অব্যাহতি চেয়ে থাকে যারা আল্লাহর প্রতি ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখেনা, আর তাদের অন্তর-সমূহ সন্দেহে নিপতিত রয়েছে। অতএব তারা নিজেদের সন্দেহে হতবুদ্ধি হয়ে রয়েছে।	٤٥. إِنَّمَا يَسۡتَـٔۡذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَٱرۡتَابَتۡ قُلُوبُهُمۡ فَهُمۡ فِي رَيۡبِهِمۡ يَتَرَدَّدُونَ

www.waytojannah.com

জিহাদে অংশ না নেয়ার অনুমতি দানের জন্য রাসূলকে (সাঃ) মৃদু ভর্ৎসনা

ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আউন (রাঃ) স্বীয় সাথীদেরকে জিজ্ঞেস করেন, আপনারা কি এর চেয়ে উত্তম তিরস্কারের কথা শুনেছেন? কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তিরস্কারপূর্ণ কথা বলার পূর্বেই তাঁকে ক্ষমা করে দেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ

عَفَا اللّٰهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ (হে নাবী!) আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন বটে, কিন্তু কেন তুমি তাদেরকে যুদ্ধ হতে অব্যাহতির অনুমতি দিয়েছ? (ইব্‌ন আবী হাতিম ৬/১৮০৫, তাবারী ১৪/২৭৪) এরপর তিনি সূরা নূরে আয়াত অবতীর্ণ করে তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অধিকার/সুযোগ দেন যে, তিনি ইচ্ছা করলে তাদেরকে অনুমতি দিতে পারেন। তিনি বলেন ঃ

فَإِذَا ٱسْتَـْٔذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ ...

তারা তাদের কোন কাজে বাইরে যাবার জন্য তোমার অনুমতি চাইলে তাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছা তুমি অনুমতি দিবে। (সূরা নূর, ২৪ ঃ ৬২)

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, সূরা তাওবাহর এ আয়াতটি ঐ লোকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যারা পরস্পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যুদ্ধ হতে অব্যাহতির অনুমতি প্রার্থনা করবে। যদি অনুমতি মিলে যায় তাহলেতো ভাল কথা। আর যদি তিনি অনুমতি নাও দেন তবুও তারা যুদ্ধে গমন করবেনা। (তাবারী ১৪/২৭৩) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন, ঃ

حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ যদি তারা অনুমতি লাভ না করত তাহলে এটুকু লাভতো অবশ্যই হত যে, সত্য ওযরকারী ও মিথ্যা বাহানাকারীদের মধ্যে পার্থক্য প্রকাশ পেয়ে যেত। ভাল ও মন্দ এবং সৎ ও অসতের মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টি হত। অনুগত লোকেরাতো হাযির হয়েই যেত। আর অবাধ্য লোকেরা যুদ্ধ হতে অব্যাহতি লাভের অনুমতি না পেলেও বের হতনা। কেননা তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েই ছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে অনুমতি দিন আর না'ই দিন, তারা যুদ্ধে গমন করবেনা। এ

www.waytojannah.com

জন্যই আল্লাহ তা'আলা পরবর্তী আয়াতে ঘোষণা করেন- এটা সম্ভব নয় যে, খাঁটি ঈমানদার লোকেরা তোমার কাছে যুদ্ধ হতে অব্যাহতি লাভের অনুমতি প্রার্থনা করবে। তারা জিহাদকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় মনে করে নিজেদের জান ও মালকে আল্লাহর পথে উৎসর্গ করতে সর্বদা আকাঙ্ক্ষী। আল্লাহ তা'আলা এই পরহেযগার লোকদেরকে ভালরূপেই অবগত আছেন। আর এ লোকগুলো, যাদের শারীয়াত সম্মত কোনই ওযর নেই, যারা শুধু বাহানা করে যুদ্ধ হতে অব্যাহতি লাভের অনুমতি প্রার্থনা করছে তারা বে-ঈমান লোক। তারা আখিরাতের পুরস্কারের কোন আশা রাখেনা। হে নাবী! তারা এখনও তোমার শারীয়াতের ব্যাপারে সন্দিহান রয়েছে এবং তারা সদা উদ্বিগ্ন হয়ে ফিরছে। তারা এক পা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিচ্ছে তো আর এক পা পিছনের দিকে সরাচ্ছে। তাদের কোন ধৈর্য ও মনের স্থিরতা নেই। তারা না আছে এদিকে, না আছে ওদিকে। হে নাবী! আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি কখনও তার জন্য কোন পথ পাবেনা।

৪৬। আর যদি তারা (যুদ্ধে) যাত্রা করার ইচ্ছা করত তাহলে সেজন্য কিছু সরঞ্জামতো প্রস্তুত করত, কিন্তু আল্লাহ তাদের যাত্রাকে অপছন্দ করেছেন, এ জন্য তাদেরকে তাওফীক দেননি এবং বলে দেয়া হল, তোমরাও এখানেই অক্ষম লোকদের সাথে বসে থাক।	٤٦. وَلَوْ أَرَادُوا۟ ٱلْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا۟ لَهُۥ عُدَّةً وَلَٰكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱنۢبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ ٱقْعُدُوا۟ مَعَ ٱلْقَٰعِدِينَ
৪৭। যদি তারা তোমাদের সাথে বের হত তাহলে দ্বিগুণ বিভ্রাট সৃষ্টি করা ব্যতীত আর কি হত? তারা তোমাদের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টি করার উদ্দেশে দৌড়াদৌড়ি করে ফিরত, আর তোমাদের মধ্যের	٤٧. لَوْ خَرَجُوا۟ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا۟ خِلَٰلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ ٱلْفِتْنَةَ

কতিপয় উহা শ্রবণ করত; আল্লাহ এই যালিমদের সম্বন্ধে খুব অবগত আছেন।	وَفِيكُمْ سَمَّٰعُونَ لَهُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِٱلظَّٰلِمِينَ

মুনাফিকদের পরিচয় প্রকাশ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً হে নাবী! তাদের ওযর যে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন তার বাহ্যিক প্রমাণ এটাও যে, তাদের যুদ্ধে গমনের ইচ্ছা থাকলে কমপক্ষে তারা যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত করত। কিন্তু তারা যুদ্ধে গমনের ঘোষণা ও নির্দেশের পরেও এবং দিন অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরেও হাতের উপর হাত রেখে বসে রয়েছে। অবশ্য তোমাদের সাথে তাদের বের হওয়াকে আল্লাহ তা'আলা পছন্দও করেননি। এ কারণেও তিনি তাদেরকে পিছনে সরিয়ে রেখেছেন। আর স্বাভাবিকভাবে তাদেরকে বলে দিয়েছিলেন, যুদ্ধ থেকে দূরে অবস্থানকারীদের সাথে তোমরাও অবস্থান কর। হে মুসলিমরা! তোমাদের সাথে তাদের বের হওয়া আল্লাহ তা'আলার নিকট অপছন্দনীয় হওয়ার কারণ এই যে, তারাতো ভীরু ও বড় রকমের কাপুরুষ। যুদ্ধ করার সাহস তাদের মোটেই নেই। তোমাদের সাথে গেলেও তারা দূরে দূরেই থাকত। তা ছাড়া তারা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বাঁধিয়ে দিত। তারা এদিকের কথা ওদিকে এবং ওদিকের কথা এদিকে লাগিয়ে দিয়ে পরস্পরের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি করত এবং কোন একটা নতুন ফিতনা খাড়া করে তোমাদের অবস্থাকে জটিল করে তুলত। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ তোমাদের মধ্যে এমন লোকও বিদ্যমান রয়েছে যারা ঐসব লোককে মান্য করে, তাদের মতামত সমর্থন করে এবং তাদের কার্যক্রমকে সুনজরে দেখে থাকে। তারা ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে বলে ঐসব লোকের দুষ্কার্যের ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে বে-খবর থাকে। মু'মিনদের পক্ষে এর ফল খুবই খারাপ হয়। তাদের পরস্পরের মধ্যে অনাচার ও ঝগড়া-বিবাদ ছড়িয়ে পড়ে।

ইমাম মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, অনুমতি প্রার্থনাকারীদের কয়েকজন গোত্র প্রধান/নেতাও ছিল। তাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সালুল এবং জাদ ইব্‌ন কায়েসও ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দূরে সরিয়ে দেন। কারণ তারা যদি মুসলিমদের সাথে বের হত তাহলে তাদের অনুগত

www.waytojannah.com

লোকেরা সময় সুযোগে তাদের সাথে যোগ দিয়ে মুসলিমদের ক্ষতি সাধন করত। (তাবারী ১৪/২৭৭) কিছু কিছু মুসলিম তাদের প্রকৃত অবস্থা অবহিত ছিলনা। তাই তারা তাদের বাহ্যিক ইসলাম ও মুখরোচক কথায় পাগল ছিল এবং তখন পর্যন্ত তাদের অন্তরে তাদের প্রতি ভালবাসা বিদ্যমান ছিল। এটা সত্য কথা যে, তাদের এ অবস্থা মুনাফিকদের আসল অবস্থা অবগত না হওয়ার কারণেই ছিল। পূর্ণ জ্ঞান আল্লাহ তা'আলারই রয়েছে। তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত খবরই রাখেন। তিনি অদৃশ্যের সংবাদ রাখেন বলেই মুসলিমদেরকে বলছেন ঃ

لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً হে মুসলিমরা! এই মুনাফিকদের যুদ্ধে গমন না করাকে তোমরা গানীমাত মনে কর। যদি তারা তোমাদের সাথে থাকত তাহলে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করত। তারা নিজেরাও ভাল কাজ করতনা এবং তোমাদেরকেও করতে দিতনা। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَـٰذِبُونَ

যদি তাদেরকে সাবেক পার্থিব জীবনে ফিরে যেতে দেয়া হয়, তবুও যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল তারা তা'ই করবে, নিঃসন্দেহে তারা মিথ্যাবাদী। (৬ ঃ ২৮) অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ ۖ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ

আল্লাহ যদি জানতেন যে, তাদের মধ্যে কল্যাণকর কিছু নিহিত রয়েছে তাহলে অবশ্যই তিনি তাদেরকে শোনার তাওফীক দিতেন, তিনি যদি তাদেরকে শোনাতেন তাহলেও তারা উপেক্ষা করে মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে চলে যেত। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ২৩) আর এক স্থানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُواْ مِن دِيَـٰرِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ۖ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِۦ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. وَإِذًا لَّـَٔاتَيْنَـٰهُم مِّن لَّدُنَّآ أَجْرًا عَظِيمًا. وَلَهَدَيْنَـٰهُمْ صِرَٰطًا مُّسْتَقِيمًا

আর আমি যদি তাদের উপর বিধিবদ্ধ করতাম যে, তোমরা নিজেদেরকে হত্যা কর অথবা স্বীয় গৃহ প্রাচীর হতে নিষ্ক্রান্ত হও তাহলে তাদের অল্প সংখ্যক ব্যতীত ওটা করতনা এবং যদ্বিষয়ে তাদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তা যদি তারা করত তাহলে নিশ্চয়ই ওটা হত তাদের জন্য কল্যাণকর এবং ধর্মের উপর সুদৃঢ় থাকার

www.waytojannah.com

জন্যও। এবং তখন আমি তাদেরকে অবশ্যই স্বীয় সন্নিধান হতে বৃহত্তর প্রতিদান প্রদান করতাম। এবং নিশ্চয়ই তাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করতাম। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৬৬-৬৮) এ ধরনের আরও অনেক আয়াত রয়েছে।

৪৮। পূর্বেও তারা ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি করেছিল এবং তোমার কার্যক্রম ব্যর্থ করার চেষ্টায় রত ছিল। শেষ পর্যন্ত হক ও আল্লাহর নির্দেশ প্রকাশমান হল, যদিও তা তাদের মনঃপুত ছিলনা।	٤٨. لَقَدِ ٱبۡتَغَوُاْ ٱلۡفِتۡنَةَ مِن قَبۡلُ وَقَلَّبُواْ لَكَ ٱلۡأُمُورَ حَتَّىٰ جَآءَ ٱلۡحَقُّ وَظَهَرَ أَمۡرُ ٱللَّهِ وَهُمۡ كَٰرِهُونَ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তরে মুনাফিকদের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক করার জন্য বলেন ঃ لَقَدِ ابْتَغَوُاْ الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُواْ لَكَ الأُمُورَ হে নাবী! তুমি কি ভুলে গেছ যে, এই মুনাফিকরা বহুদিন ধরে ফিতনা-ফাসাদের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করতে রয়েছে এবং তোমার কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করার সব রকমের প্রচেষ্টা চালিয়েছে। মাদীনায় তোমার হিজরাত করার পর পরই সমস্ত আরাবের মূর্তিপূজক এবং মাদীনার ইয়াহুদী ও মুনাফিকরা মাদীনায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বদরের যুদ্ধ তাদেরকে হতবাক করে আল্লাহ তাদের মনের কামনা ও বাসনা মুছে ফেলেন অর্থাৎ তারা তাদের সফল হওয়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে যায়। মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই পরিষ্কারভাবে বলে দেয়, 'এ লোকগুলো এখন আমাদের ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। এখন আমাদের এ ছাড়া কোন উপায় নেই যে, আমরা বাহ্যতঃ ইসলামের অনুকূলে থাকব, কিন্তু অন্তরে যা আছে তাতো আছেই। সময় সুযোগ এলে দেখা যাবে এবং দেখানো যাবে।' তারপর যতই সত্যের উন্নতি হতে থাকে এবং তাওহীদ বিকাশ লাভ করতে থাকে, ততই তারা হিংসার আগুনে দগ্ধীভূত হতে থাকে।

৪৯। আর তাদের মধ্যে কেহ কেহ এমনও আছে যে বলে ঃ	٤٩. وَمِنۡهُم مَّن يَقُولُ ٱئۡذَن

www.waytojannah.com

আমাকে (যুদ্ধে গমন না করার) অনুমতি দিন এবং আমাকে বিপদে ফেলবেননা। ভাল রূপে বুঝে নাও যে, তারাতো বিপদে পড়েই আছে। আর নিশ্চয়ই জাহান্নাম এই কাফিরদের বেষ্টন করবেই।	لِّي وَلَا تَفْتِنِّيٓ ۚ أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُوا۟ ۗ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌۢ بِٱلْكَٰفِرِينَ

আল্লাহ তা'আলা বলেন, মুনাফিকদের মধ্যে এমন লোকও আছে যে বলে, ائْذَن لِّي وَلاَ تَفْتِنِّي হে রাসূল! আমাকে (বাড়ীতেই) বসে থাকার অনুমতি দিন এবং আপনার সাথে যুদ্ধে গমনের নির্দেশ দিয়ে আমাকে বিপদে ফেলবেননা। কেননা আমি হয়তো রোমক যুবতী নারীদের প্রেমে পড়ে যাব। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ أَلاَ فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُواْ এ কথা বলার কারণে তারাতো বিপদে পড়েই গেছে। যুহরী (রহঃ), ইয়াযীদ ইব্‌ন রুম্মান (রহঃ), আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ বাকর (রহঃ), আসিম ইব্‌ন কাতাদাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যদের থেকে মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, তারা বলেছেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধে গমনের প্রস্তুতি গ্রহণের অবস্থায় জাদ ইব্‌ন কায়েসকে বলেন ঃ 'তুমি এ বছর কি বানী-আসফারকে দেশান্তর করার কাজে আমাদের সঙ্গী হবে?' উত্তরে সে বলে ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাকে যুদ্ধে গমন না করার অনুমতি দিন এবং আমাকে বিপদে ফেলবেননা। আল্লাহর শপথ! আমার কাওম জানে যে, আমার চেয়ে মহিলাদের প্রতি বেশি আকৃষ্ট আর কেহ নেই। আমি আশংকা করছি যে, আমি যদি বানী আসফারের নারীদের দেখতে পাই তাহলে ধৈর্যধারণ করতে পারবনা।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং বলেন ঃ 'আমি তোমাকে অনুমতি দিলাম।' এই জাদ ইব্‌ন কায়েসের সম্পর্কেই এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এ আয়াতে বলা হয়েছে, এই মুনাফিক এই বাহানা বানিয়ে নিয়েছে, অথচ সেতো ফিতনার মধ্যে পড়েই রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গ ছেড়ে দেয়া এবং জিহাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া কি কম ফিতনা? (তাবারী ১৪/২৮৭) এই মুনাফিক বানু সালামাহ গোত্রের বড় নেতা ছিল। যখন

www.waytojannah.com

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই গোত্রের লোকদেরকে জিজ্ঞেস করেন ঃ ‘তোমাদের নেতা কে?’ তারা তখন উত্তরে বলে ঃ ‘আমাদের নেতা হচ্ছে জাদ ইব্‌ন কায়েস, কিন্তু আমরা মনে করি, সে খুবই কৃপণ।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেন ঃ ‘কৃপণতা অপেক্ষা জঘন্য রোগ আর নেই। জেনে রেখ যে, তোমাদের নেতা হচ্ছে সাদা দেহ ও সুন্দর চুল বিশিষ্ট নব যুবক বিশর ইব্‌ন বারা ইব্‌ন মা’রূর।’ (হাকিম /২১৯)

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌۢ بِٱلْكَٰفِرِينَ নিশ্চয়ই জাহান্নাম কাফিরদেরকে পরিবেষ্টনকারী। তারা জাহান্নাম থেকে রক্ষাও পাবেনা, পালাতেও পারবেনা এবং মুক্তিও পাবেনা।

৫০। যদি তোমার প্রতি কোন মঙ্গল উপস্থিত হয় তাহলে তাদের জন্য তা চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, আর যদি তোমার উপর কোন বিপদ এসে পড়ে তখন তারা বলে ঃ আমরাতো প্রথম থেকেই নিজেদের জন্য সাবধানতার পথ অবলম্বন করেছিলাম এবং তারা খুশী হয়ে চলে যায়।	٥٠. إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۖ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا۟ قَدْ أَخَذْنَآ أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلَّوا۟ وَّهُمْ فَرِحُونَ
৫১। বল ঃ আল্লাহ আমাদের জন্য যা নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা ছাড়া অন্য কোন বিপদ আমাদের উপর আপতিত হবেনা, তিনিই আমাদের কর্ম বিধায়ক, আর সকল মু’মিনের কর্তব্য হল, তারা যেন নিজেদের যাবতীয় কাজে আল্লাহর উপরই নির্ভর করে।	٥١. قُل لَّن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَىٰنَا ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ

www.waytojannah.com

وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُواْ قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلَّواْ وَّهُمْ فَرِحُونَ এখানে আল্লাহ তা'আলা ঐ মুনাফিকদের অন্তরের কুটিলতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, মুসলিমদের বিজয়, সাহায্য, কল্যাণ ও উন্নতি লাভে তারা অত্যন্ত চিন্তান্বিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। আর আল্লাহ না করুন, যদি মুসলিমদের উপর কোন বিপদ এসে পড়ে তখন তারা মনে খুবই আনন্দ লাভ করে এবং নিজেদের চতুরতার প্রশংসা করে। তারা বলে ঃ

قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ এই কারণেই আমরা আগে থেকেই তাদের থেকে দূরে রয়েছি। অতঃপর তারা আনন্দ করতে করতে চলে যায়। আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে বলেন, তোমরা ঐ মুনাফিকদেরকে উত্তর দাও, لَّن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللّهُ দুঃখ ও অশান্তি আমাদের তাকদীরের লিখন এবং আমরা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার অধীন। তিনিই আমাদের অভিভাবক, তিনিই আমাদের রাব্ব, তিনিই আমাদের আশ্রয়স্থল। আমরা মু'মিন, আর মু'মিনদের ভরসা আল্লাহর উপর। তিনি আমাদের জন্য যথেষ্ট। তিনিই উত্তম অভিভাবক।

৫২। বল ঃ তোমরাতো আমাদের জন্য দু'টি মঙ্গলের মধ্যে একটি মঙ্গলের প্রতীক্ষায় রয়েছ; আর আমরা তোমাদের জন্য এই প্রতীক্ষা করছি যে, আল্লাহ তোমাদের উপর কোন্ শাস্তি সংঘটন করবেন - নিজের পক্ষ হতে অথবা আমাদের দ্বারা; অতএব তোমরা অপেক্ষা করতে থাক, আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষমান রইলাম।	٥٢. قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَآ إِلَّآ إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَيْنِ ۖ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ ٱللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِۦٓ أَوْ بِأَيْدِينَا ۖ فَتَرَبَّصُوٓاْ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ

www.waytojannah.com

৫৩। তুমি বল ঃ তোমরা সন্তুষ্টির সাথে ব্যয় কর কিংবা অসন্তুষ্টির সাথে, তোমাদের পক্ষ থেকে তা কক্ষণই গৃহীত হবেনা; নিঃসন্দেহে তোমরা হচ্ছ আদেশ লংঘনকারী সম্প্রদায়।	٥٣. قُلْ أَنفِقُوا۟ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ ۖ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَـٰسِقِينَ
৫৪। আর তাদের দান খাইরাত গ্রহণ না হওয়ার কারণ এই যে, তারা আল্লাহর সাথে ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী করেছে, আর তারা শৈথিল্যের সাথে ছাড়া সালাত আদায় করেনা। আর তারা দান করেনা। কিন্তু অনিচ্ছার সাথে।	٥٤. وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَـٰتُهُمْ إِلَّآ أَنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِۦ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوٰةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَـٰرِهُونَ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ হে রাসূল! ঐ মুনাফিকদেরকে বলে দাও ঃ তোমরা আমাদের জন্য দু'টি মঙ্গলের মধ্যে একটি মঙ্গলেরই প্রতীক্ষায় রয়েছ। অর্থাৎ যদি আমরা যুদ্ধে শহীদ হই তাহলে আমাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। আর যদি বিজয় লাভ করি ও গাণীমাতের অধিকারী হই তাহলে এটাও মঙ্গল। সুতরাং হে মুনাফিকের দল! আমরা তোমাদের ব্যাপারে যার অপেক্ষা করছি তা হচ্ছে দু'টি মন্দের একটি মন্দ। অর্থাৎ হয় তোমাদের উপর আল্লাহর আযাব সরাসরি এসে যাবে অথবা আমাদের হাতে পর্যুদস্ত হবে। তা এভাবে যে, তোমরা আমাদের হাতে নিহত হবে অথবা বন্দী হবে। এখন তোমরা ও আমরা নিজ নিজ জায়গায় প্রতীক্ষায় থাকি, দেখা যাক গাইব থেকে কি প্রকাশ পায়! অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের বলেন ঃ

www.waytojannah.com

أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ তোমরা খুশি মনে খরচ কর বা অসন্তুষ্ট চিত্তে, কোন অবস্থায়ই আল্লাহ তোমাদের দান কবূল করবেননা। কেননা তোমরাতো ফাসিক বা আল্লাহর আদেশ লংঘনকারী সমাজ। তোমাদের দান-খাইরাত কবূল না করার কারণ হচ্ছে তোমাদের কুফরী। আর আমল কবূল হওয়ার শর্ত হচ্ছে কুফরী না থাকা এবং ঈমান থাকা। তা ছাড়া কোন কাজেই তোমাদের সদিচ্ছা ও সৎ সাহস নেই। সালাত আদায় করলেও তোমরা উদাসীনতার সাথে আদায় কর। তাতে তোমাদের কোন মনোযোগ থাকেনা। সত্যবাদী ও সত্যায়িত রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদ দিয়েছেনঃ 'আল্লাহ বিরক্ত হননা যে পর্যন্ত না তোমরা বিরক্ত হও। আল্লাহ পবিত্র এবং তিনি পবিত্র জিনিসই কবূল করেন।' এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা এসব ফাসিকের দান-খাইরাত ও আমল কবূল করবেননা। কেননা তিনি একমাত্র মুত্তাকীদের আমলই কবূল করেন।

৫৫। অতএব তাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তানাদি যেন তোমাকে বিস্মিত না করে; আল্লাহর ইচ্ছা শুধু এটাই যে, এসব বস্তুর কারণে তাদেরকে পার্থিব জীবনে আযাবে আবদ্ধ রাখেন এবং তাদের প্রাণ কুফরী অবস্থায় বের হয়।	٥٥. فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَٰلُهُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَٰفِرُونَ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُمْ তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততির প্রাচুর্য যেন তোমাকে বিস্মিত না করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ

www.waytojannah.com

তুমি তোমার চক্ষুদ্বয় কখনও প্রসারিত করনা ওর প্রতি যা আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য স্বরূপ উপভোগের উপকরণ হিসাবে দিয়েছি তদ্বারা তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য; তোমার রাব্ব প্রদত্ত জীবনোপকরণ উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১৩১)

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِۦ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ. نُسَارِعُ لَهُمْ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ ۚ بَل لَّا يَشْعُرُونَ

তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সাহায্য স্বরূপ যে ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি দান করি তদ্বারা তাদের জন্য সর্ব প্রকার মঙ্গল ত্বরান্বিত করছি? না, তারা বুঝেনা। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৫৫-৫৬) হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে, এটা তাদের পক্ষে ভাল ও খুশির ব্যাপার নয়। এটাতো তাদের জন্য পার্থিব শাস্তিও বটে। কেননা এর যাকাত আদায় করতে হবে এবং তা আল্লাহর পথে খরচ করতে হবে বলে তারা পছন্দ করেনা। (তাবারী ১৪/২৯৬) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ তারা ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততির মধ্যে এমনভাবে জড়িত হয়ে পড়বে যে, মৃত্যু পর্যন্ত হিদায়াত তাদের ভাগ্যে জুটবেনা। এমনভাবে ধীরে ধীরে তাদেরকে পাকড়াও করা হবে যে, তারা টেরও পাবেনা। এই ধন-সম্পদই জাহান্নামের আগুনে পরিণত হবে। আমরা এর থেকে আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৫৬। আর তারা আল্লাহর শপথ করে বলে যে, তারা (মুনাফিকরা) তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত; অথচ তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং তারা হচ্ছে কাপুরুষের দল।	٥٦. وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ
৫৭। যদি তারা কোন আশ্রয়স্থল পেত, অথবা গুহা কিংবা লুকিয়ে থাকার একটু	٥٧. لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَـًٔا أَوْ

স্থান পেত তাহলে তারা অবশ্যই ক্ষিপ্র গতিতে সেদিকে ধাবিত হত।	مَغَٰرَٰتٍ أَوۡ مُدَّخَلٗا لَّوَلَّوۡاْ إِلَيۡهِ وَهُمۡ يَجۡمَحُونَ

জিহাদে অংশ নিতে মুনাফিকরা ভয় পায়

এখানে আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের অস্থিরতা, হতবুদ্ধিতা, উদ্বেগ, ত্রাস ও ব্যাকুলতার সংবাদ দিচ্ছেন। তিনি বলছেন ঃ

وَيَحۡلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمۡ لَمِنكُمۡ وَمَا هُم مِّنكُمۡ وَلَٰكِنَّهُمۡ قَوۡمٞ يَفۡرَقُونَ হে মুসলিমরা! এই মুনাফিকরা তোমাদের কাছে এসে তোমাদের মন জয় করার উদ্দেশে এবং তোমাদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য লম্বা চওড়া শপথ করে করে বলে ঃ আল্লাহর শপথ! আমরা তোমাদের সাথেই রয়েছি, আমরা মুসলিম। অথচ প্রকৃত ব্যাপার এর বিপরীত। এটা শুধু ভয় ও ত্রাসের ফল, যা তাদের মনে সৃষ্টি হচ্ছে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) এর ভাবার্থে বলেন ঃ আজ যদি তারা নিজেদের রক্ষার জন্য কোন দুর্গ পেয়ে যায় বা অন্য কোন সুরক্ষিত স্থান দেখতে পায় অথবা কোন সুড়ঙ্গের সংবাদ পায় তাহলে তারা সবাই ঊর্ধ্বশ্বাসে ঐ দিকে ধাবিত হবে। তাদের একজনকেও তোমার কাছে দেখা যাবেনা। কেননা প্রকৃতপক্ষে তোমার সাথে তাদের কোন ভালবাসা ও বন্ধুত্বই নেই। তারাতো শুধু ভয়ে বাধ্য হয়ে তোমাদেরকে তোষামোদ করছে। ইসলামের যতই উন্নতি হচ্ছে ততই তারা মনঃক্ষুণ্ন হচ্ছে। মুসলিমদের কল্যাণে ও খুশিতে তারা জ্বলে পুড়ে মরছে। তোমাদের উন্নতি এদের সহ্য হচ্ছে না। সুযোগ পেলেই তারা আশ্রয়স্থলের দিকে দৌড়ে পালাবে।

৫৮। আর তাদের মধ্যে এমন কতক লোক রয়েছে যারা সাদাকাহর (বন্টন) ব্যাপারে তোমার প্রতি দোষারোপ করে, অতঃপর যদি তারা ঐ সমস্ত সাদাকাহ হতে (অংশ) প্রাপ্ত হয় তাহলে তারা সন্তুষ্ট হয়, আর	٥٨. وَمِنۡهُم مَّن يَلۡمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَٰتِ فَإِنۡ أُعۡطُواْ مِنۡهَا رَضُواْ وَإِن لَّمۡ يُعۡطَوۡاْ مِنۡهَآ إِذَا

৫৯। তাদের জন্য উত্তম হত যদি তারা ওর প্রতি সন্তুষ্ট থাকত যা কিছু তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল দান করেছিলেন, আর বলত ঃ আমাদের পক্ষে আল্লাহই যথেষ্ট, ভবিষ্যতে আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে আমাদেরকে আরও দান করবেন এবং তাঁর রাসূলও, আমরা আল্লাহরই প্রতি আগ্রহান্বিত রইলাম।	٥٩. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا۟ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَقَالُوا۟ حَسْبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ وَرَسُولُهُۥٓ إِنَّآ إِلَى ٱللَّهِ رَٰغِبُونَ

রাসূলের (সাঃ) সততার ব্যাপারে মুনাফিকদের প্রশ্ন করণ

وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ কোন কোন মুনাফিক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই অপবাদ দিত যে, তিনি যাকাতের মালের সঠিক বণ্টন করেননা ইত্যাদি। আর এর দ্বারা তাঁর থেকে কিছু লাভ করা ছাড়া তাদের আর কিছুই উদ্দেশ্য ছিলনা। তাঁর থেকে কিছু পেলে তারা খুবই সন্তুষ্ট হয়, আর না পেলে মনঃক্ষুণ্ন হয়।

কাতাদাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত অন্য একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সোনা রূপা বণ্টন করছিলেন। এমতাবস্থায় একজন গ্রাম্য নওমুসলিম তাঁর কাছে এসে বলে ঃ ‘হে মুহাম্মাদ! আল্লাহর শপথ! আল্লাহ যদি আপনাকে ইনসাফের নির্দেশ দিয়ে থাকেন তাহলে কিন্তু আপনি ইনসাফ করছেননা।’ তখন নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ ‘তুমি ধ্বংস হও। আমিই যদি ইনসাফকারী না হই তাহলে যমীনে ইনসাফকারী আর কে হবে?’ অতঃপর তিনি বলেন ঃ ‘তোমরা এই ব্যক্তি থেকে এবং এর সাথে সাদৃশ্যযুক্ত লোক থেকে বেঁচে থাক। আমার উম্মাতের মধ্যে এর মত লোক হবে। তারা কুরআন পাঠ করবে বটে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠ থেকে নীচে নামবেনা। তারা যখন (কোন মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য) বের হবে তখন তাদেরকে হত্যা করবে। আবার যখন বের হবে তখন তাদেরকে

www.waytojannah.com

মেরে ফেল। পুনরায় যখন প্রকাশ পাবে তখনও তাদের গর্দান উড়িয়ে দিবে।' তিনি মাঝে মাঝে বলতেন ঃ 'যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ! আমি নিজ থেকে তোমাদেরকে কিছু প্রদানও করিনা এবং প্রদান করা থেকে বিরতও থাকিনা, আমিতো একজন রক্ষক মাত্র।' (তাবারী ১৪/৩০২)

আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হুনাইনের যুদ্ধের গানীমাতের মাল বণ্টন করছিলেন তখন যুলখুওয়াইসিরা হারকুস নামক একটি লোক আপত্তি করে বলে ঃ 'ইনসাফ করুন, কেননা আপনি ইনসাফ করছেননা।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন ঃ 'আমি যদি ইনসাফ করে না থাকি তাহলেতো আমি ক্ষতিগ্রস্ত হব।' অতঃপর তিনি তাকে চলে যেতে দেখে বললেন ঃ 'এর বংশ থেকে এমন এক কাওম বের হবে যাদের সালাতের তুলনায় তোমাদের সালাত নগণ্য মনে হবে এবং যাদের সিয়ামের তুলনায় তোমাদের সিয়াম তুচ্ছ মনে হবে। কিন্তু তারা দীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমনভাবে তীর নিক্ষেপকারীর নিকট থেকে তীর বেরিয়ে যায়। তাদেরকে তোমরা যেখানেই পাবে হত্যা করবে। আকাশের নীচে তাদের অপেক্ষা নিকৃষ্টতম হত্যাযোগ্য আর কেহ নেই।' (ফাতহুল বারী ১২/৩০২, মুসলিম ২/৭৪৪) ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوْاْ مَا آتَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ سَيُؤْتِينَا اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللّهِ رَاغِبُونَ তাদেরকে আল্লাহ স্বীয় রাসূলের মাধ্যমে যা কিছু দান করেছেন, ওর উপর যদি তারা তুষ্ট থাকত এবং ধৈর্যধারণ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলত ঃ 'আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তিনি স্বীয় অনুগ্রহে তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে আমাদেরকে আরও দান করবেন।' সুতরাং মহান আল্লাহ এখানে এই শিক্ষা দিলেন যে, তিনি যা কিছু দান করবেন তার উপর মানুষের সবর ও শোক্‌র করা উচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যের ব্যাপারে চুল পরিমাণও যেন ত্রুটি না হয়।

৬০। সাদাকাহতো হচ্ছে শুধুমাত্র গরীবদের এবং অভাবগ্রস্তদের, আর এই সাদাকাহর (আদায়ের) জন্য নিযুক্ত কর্মচারীদের এবং (দীনের ব্যাপারে) যাদের মন রক্ষা করতে (অভিপ্রায়) হয় (তাদের),	٦٠. إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ

আর গোলামদের আযাদ করার কাজে এবং কর্জদারদের কর্জে (কর্জ পরিশোধে), আর জিহাদে (অর্থাৎ যুদ্ধ সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য) আর মুসাফিরদের সাহায্যার্থে। এই হুকুম আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত, আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, অতি প্রজ্ঞাময়।	قُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

যাকাত প্রদানের খাত

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঐ অজ্ঞ মুনাফিকদের বর্ণনা দিয়েছেন যারা সাদাকাহ বণ্টনের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর আপত্তি উঠিয়েছিল। এখন এই আয়াতে বর্ণনা করছেন যে, যাকাতের মাল বণ্টন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়, বরং যাকাত বণ্টন করার ক্ষেত্রগুলি স্বয়ং আল্লাহ বাতলে দিয়েছেন। তিনি কেহকেও তাঁর ইচ্ছার বাইরের কোন নিয়মে তা বন্টন করার অনুমতি দেননি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এ আয়াতে জানিয়ে দিলেন যে, কোন্ কোন্ শ্রেণীর লোক যাকাত পাওয়ার উপযুক্ত। প্রথমেই তিনি ফকিরদের কথা উল্লেখ করেছেন। কারণ অন্য যে কোন শ্রেণীর তুলনায় তারা সবচেয়ে বেশী অভাবী। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) মুজাহিদ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেন যে, কোন কিছু পাওয়ার ব্যাপারে ফকীরদের দাবী অগ্রগন্য। কারণ তারা কারও কাছেই কোন কিছু যাঞ্চা করেনা। এর পরেই রয়েছে মিসকীনদের স্থান। (তাবারী ১৪/৩০৫-৩০৬) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, ফকীর হচ্ছে রোগাক্রান্ত ব্যক্তি এবং মিস্কীন হচ্ছে সুস্থ সবল লোক। ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) বলেন যে, এখানে ফকীর দ্বারা মুহাজির ফকীরদেরকে বুঝানো হয়েছে।

এখন ঐ হাদীস বর্ণনা করা হচ্ছে যেগুলি এই আট প্রকারের সম্পর্কে এসেছে ঃ

(১) فُقَرَاء ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'সাদাকাহ ধনী ও সুস্থ সবলের জন্য হালাল নয়।' (আহমাদ ৪/১৬৪, আবূ দাঊদ ২/২৮৫, তিরমিযী ৩/৩১৭)

www.waytojannah.com

(২) مَسَاكِيْن আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'ঐ ব্যক্তি মিসকীন নয়, যে লোকদের কাছে ঘুরাফিরা করে, অতঃপর তাকে সে এক গ্রাস বা দু'গ্রাস (খাদ্য) এবং একটি বা দু'টি খেজুর প্রদান করে।' জনগণ জিজ্ঞেস করল ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তাহলে মিসকীন কে?' তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'যার কাছে এমন কিছু নেই যার দ্বারা সে অমুখাপেক্ষী হতে পারে, যার এমন অবস্থা প্রকাশ পায়না যা দেখে মানুষ তার অবস্থা বুঝতে পেরে তাকে কিছু দান করে এবং যে কারও কাছে ভিক্ষা চায়না।' (ফাতহুল বারী ৩/৩৯৯, মুসলিম ২/৭১৯)

(৩) اَلْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا এরা হচ্ছে যাকাত আদায়কারী। তারা ঐ সাদাকাহর (যাকাতের) মাল থেকেই মজুরী পাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আত্মীয়-স্বজন, (যাদের উপর সাদাকাহ হারাম) এই পদে আসতে পারেননা। আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন রাবীআ ইব্‌ন হারিস (রাঃ) এবং ফায্‌ল ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে আবেদন করেন ঃ 'আমাদেরকে সাদাকাহ আদায়কারী নিযুক্ত করুন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাঁদেরকে বলেন ঃ 'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর বংশধরদের জন্য সাদাকাহ হারাম। এটাতো লোকদের ময়লা-আবর্জনা।' (মুসলিম ২/৭৫২)

(৪) اَلْمُؤَلَّفَة قُلُوْب এর কয়েকটি প্রকার রয়েছে। কেহকে এ কারণে দেয়া হয় যে, এর ফলে সে ইসলাম গ্রহণ করবে। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়াকে হুনাইনের যুদ্ধে প্রাপ্ত গানীমাতের মাল থেকে প্রদান করেছিলেন। অথচ ঐ সময় তিনি কুফরী অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যুদ্ধে গমন করেছিলেন। তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন ঃ 'তাঁর দান ও সুবিচার আমার অন্তরে সবচেয়ে বেশি তাঁর প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করেছিল। অথচ ইতোপূর্বে তিনি আমার কাছে ছিলেন সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি।' (আহমাদ ৬/৪৬৫, ইমাম মুসলিম ৪/১৮০৬, তিরমিযী ৩/৩৩৪) আবার কেহকে এ জন্য দেয়া হয় যে, এর ফলে তার ইসলাম দৃঢ় হয়ে যাবে। আর ইসলামের উপর তার মন বসে যাবে। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুনাইনের যুদ্ধে প্রাপ্ত গানীমাতের মাল থেকে মাক্কার আযাদকৃত লোকদের সর্দারদেরকে এক শত করে উট দান করেছিলেন এবং বলেছিলেন ঃ

www.waytojannah.com

'আমি একজনকে দিয়ে থাকি এবং তার চেয়ে আমার নিকট যে প্রিয়জন তাকে দিইনা, এই ভয়ে যে (তাকে না দিলে সে ইসলাম থেকে ফিরে যাবে, ফলে) তাকে উল্টা মুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।' (ফাতহুল বারী ৩/৩৯৯)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একবার আলী (রাঃ) ইয়ামান থেকে মাটি মিশ্রিত কাঁচা সোনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রেরণ করেন। তিনি তা শুধুমাত্র চারজন লোকের মধ্যে বণ্টন করে দেন। তারা হলেন (১) আকরা ইব্‌ন হাবিস (রাঃ), (২) উয়াইনা ইব্‌ন বদর (রাঃ), (৩) আলকামা ইব্‌ন উলাসা (রাঃ) এবং (৪) যায়িদ আল খাইর (রাঃ)। তিনি বলেন ঃ 'তাদের মন জয় করার উদ্দেশে আমি এটা তাদেরকে প্রদান করেছি।' (ফাতহুল বারী ৬/৪৩৩, মুসলিম ২/৭৪১) কেহকে এ জন্যও দেয়া হয় যে, তার সাথীদের কেহ ইসলাম কবূল করবে অথবা সে পার্শ্ববর্তী লোকদের কাছে তা পৌঁছে দিবে অথবা আশেপাশের শত্রুদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে এবং তাদেরকে মুসলিমদের উপর আক্রমণ করার সুযোগ দিবেনা। আল্লাহ তা'আলাই এসব বিষয়ে সঠিক ও সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী।

(৫) **فِى الرِّقَابِ** হাসান বাসরী (রহঃ), মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ), উমার ইব্‌ন আবদুল আযীয (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), যুহরী (রহঃ) এবং ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, 'রিকাব' হল ঐ সমস্ত দাস যাদের মালিকের সাথে তাদের এই চুক্তি হয়েছে যে, একটি নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ প্রদান করলে তাদেরকে মুক্তি দেয়া হবে। (তাবারী ১৪/৩১৭) আবূ মূসা আল আশ'আরী (রাঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ১৪/৩১৬)

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এবং হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, যাকাতের টাকা দিয়ে গোলাম ক্রয় করে মুক্ত করে দেয়াও বৈধ। আসলে যাকাতের টাকা দিয়ে দাসকে মুক্ত করার ব্যাপারে সাহায্য করা কিংবা দাসকে ক্রয় করে মুক্ত করে দেয়ার ভিতরেই 'রিকাব' এর ব্যাপকতা সীমিত নয়। যেমন একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, যদি কেহ কোন দাসের একটি অঙ্গ মুক্ত করে দেয়, আল্লাহ তা'আলা অনুরূপ অঙ্গ মুক্ত করে দিবেন। এমনকি লজ্জাস্থানের পরিবর্তে লজ্জাস্থানকেও। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

এবং তোমরা যা করতে তারই প্রতিফল পাবে। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ৩৯)

www.waytojannah.com

কৃতদাস মুক্ত করায় ফাযীলাত

বারা ইব্‌ন আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক এসে বলল ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাকে এমন আমলের কথা বলে দিন যা আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন ঃ 'তুমি 'নাস্‌মা' আযাদ কর ও গর্দান মুক্ত কর।' সে বলল ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! দু'টিতো একই।' তিনি বললেন ঃ 'না, 'নাসমা' আযাদ করার অর্থ এই যে, তুমি একাই কোন গোলাম আযাদ করবে। আর গর্দান মুক্ত করার অর্থ এই যে, তুমি ওর মূল্য পরিশোধের ব্যাপারে সাহায্য করবে।' (আহমাদ ৪/২৯৯)

(৬) اَلْغَارِمِيْنَ দেনাদার ঃ বিভিন্ন প্রকারের দেনাদার রয়েছে। যেমন কেহ মানুষের মাঝে বিবাদ মিটিয়ে দিতে গিয়ে দেনাদার হয়েছে, আবার কেহ অন্যের ঋণের যামীন হতে গিয়ে তা নির্দিষ্ট সময়ে পরিশোধ না করায় যামীনদারকে ঐ ঋণের টাকা প্রদান করতে হয়েছে। অথবা এমন দেনাদার যার ধারের টাকা সম্পূর্ণ পরিশোধ করার ক্ষমতা নেই। এ ধরনের লোকদের যাকাতের টাকা পাওয়ার হক রয়েছে।

কাবিসাহ ইব্‌ন মুখারিক আল হিলালী (রাঃ) বলেন, আমি অন্যের (ঋণের) বোঝা নিজের ঘাড়ে নিয়ে ফেলেছিলাম। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়ে এ ব্যাপারে আবেদন নিবেদন করি। তিনি বলেন ঃ 'অপেক্ষা কর, আমার কাছে সাদাকাহর (যাকাতের) মালামাল এলে তা থেকে তোমাকে প্রদান করব।' এরপর তিনি বলেন ঃ 'হে কাবিসাহ! জেনে রেখ যে, তিন প্রকার লোকের জন্যই শুধু যাঞ্চা করা হালাল। এক হচ্ছে যামিন ব্যক্তি যার জামানতের অর্থ পূরা না হওয়া পর্যন্ত তার জন্য যাঞ্চা করা জায়িয। দ্বিতীয় হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যার সম্পদ কোন দৈব দুর্বিপাকে নষ্ট হয়ে গেছে, তার জন্যও যাঞ্চা করা জায়িয যে পর্যন্ত না তার স্বচ্ছলতা ফিরে আসে। তৃতীয় হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যাকে দারিদ্রতায় পেয়ে বসেছে এবং তার কাওমের তিনজন বিবেকবান লোক সাক্ষ্য দেয় যে, নিঃসন্দেহে অমুক ব্যক্তির দরিদ্র অবস্থায় দিন কাটে। তার জন্যও ভিক্ষা করা জায়িয যে পর্যন্ত না সে কোন আশ্রয় লাভ করে এবং তার জীবিকার ব্যবস্থা হয়ে যায়। এই তিন প্রকারের লোক ছাড়া অন্যান্যদের জন্য

www.waytojannah.com

ভিক্ষা হারাম। যদি তারা ভিক্ষা করে কিছু খায় তাহলে অবৈধ উপায়ে হারাম খাবে।' (মুসলিম ২/৭২২)

আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এক লোক একটি বাগান খরিদ করে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাগানের ফল নষ্ট হয়ে যায়। ফলে সে ভীষণভাবে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম (জনগণকে) বললেন ঃ 'তোমরা তার উপর সাদাকাহ কর।' জনগণ সাদাকাহ করল, কিন্তু তাতেও তার ঋণ পরিশোধ হলনা। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঋণ দাতাদেরকে বললেন ঃ 'তোমরা যা পেলে তাই গ্রহণ কর, এ ছাড়া তোমরা আর কিছু পাবেনা।' (মুসলিম ৩/১১৬১)

(৭) فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ঐ মুজাহিদ ও গাযীরা এর অন্তর্ভুক্ত যাদের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য মুসলিমদের কোন খাত থাকেনা।

(৮) ابْنُ السَّبِيْلِ বা মুসাফির, যার সাথে কোন অর্থ নেই, তাকেও যাকাতের মাল থেকে এই পরিমাণ দেয়া যাবে যাতে সে নিজ শহরে পৌঁছতে পারে, যদিও সে নিজের জায়গায় একজন ধনী লোকও হয়। ঐ ব্যক্তির জন্যও এই হুকুম যে নিজের শহর থেকে অন্য জায়গায় সফর করতে ইচ্ছুক, কিন্তু তার কাছে মালধন নেই বলে সফরে বের হতে পারছেনা। তাকেও সফরের খরচের জন্য যাকাতের মাল দেয়া জায়িয, যা তার যাতায়াতের জন্য যথেষ্ট হবে।

এ আয়াতটি ছাড়াও নিম্নের হাদীসটি এর দলীল ঃ

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) এবং ইমাম ইব্‌ন মাজাহ (রহঃ) মা'মার (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) বলেন, 'আতা ইব্‌ন ইয়াসার (রহঃ) বলেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'পাঁচ প্রকারের মালদার ব্যতীত কোন মালদারের জন্য সাদাকাহ হালাল নয়। (১) ঐ ধনী যাকে যাকাত আদায় করার কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে। (২) ঐ মালদার, যে যাকাতের মালের কোন জিনিস নিজের মাল দিয়ে কিনে নিয়েছে। (৩) ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি। (৪) আল্লাহর পথের গাযী। (৫) ঐ সম্পদশালী লোক, যাকে কোন মিসকীন তার যাকাত হতে প্রাপ্ত কোন মাল উপঢৌকন হিসাবে দিয়েছে। (আবূ দাউদ ২/২৮৮, ইব্‌ন মাজাহ ১/১৫৯০)

www.waytojannah.com

যাকাতের মাল খরচের এই আটটি ক্ষেত্র বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করছেন ঃ

فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ এ হুকুম আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত। আল্লাহ তা'আলা যাহির ও বাতিনের পূর্ণ জ্ঞান রাখেন। তিনি বান্দাদের উপযোগিতা সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন। তিনি তাঁর কথায়, কাজে, শারীয়াতে ও হুকুমে অতি প্রজ্ঞাময়। তিনি ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য আর কেহই নেই এবং তিনি ছাড়া কারও কোন পালনকর্তা নেই।

٦١. وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ ۚ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ ۚ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ	**৬১। আর তাদের মধ্যে এমন কতিপয় লোক আছে, যারা নাবীকে যাতনা দেয় এবং বলে ঃ তিনি প্রত্যেক কথায় কর্ণপাত করে থাকেন। বলে দাও ঃ এই নাবী কর্ণপাত করে সেই কথায় যা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, সে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, আর মু'মিনদের বিশ্বাস করে, আর সে ঐ সব লোকের প্রতি রাহমাত স্বরূপ যারা মু'মিন। আর যারা আল্লাহর রাসূলকে যাতনা দেয় তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।**

রাসূলকে (সাঃ) মুনাফিকদের রাগান্বিত করার চেষ্টা

আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন যে, মুনাফিকদের একটি দল রয়েছে, তারা বড়ই কষ্টদায়ক। তারা কথার দ্বারা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুঃখ দিয়ে থাকে। তারা বলে, 'নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামতো সবারই কথায় কর্ণপাত করেন। তিনি যার কাছে যা শুনেন তাই মেনে নেন। তিনি আমাদের মিথ্যা শপথ করে বলা কথাও বিশ্বাস করে নিবেন।' ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) থেকে এরূপ ভাবার্থ বর্ণনা করা

www.waytojannah.com

হয়েছে। (তাবারী ১৪/৩২৬) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, নাবীতো তা'ই শোনেন যা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তিনি আল্লাহর কথা মেনে থাকেন এবং ঈমানদার লোকদের সত্যবাদিতা সম্পর্কেও তিনি পূর্ণ অবহিত। তিনি মু'মিনদের জন্য রাহমাত স্বরূপ। وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যারা কষ্ট দেয় তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

৬২। তারা তোমাদের কাছে আল্লাহর নামে শপথ করে যেন তারা তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সন্তুষ্ট করা তাদের জন্য বেশি যরুরী, যদি তারা সত্যিকারের মু'মিন হয়ে থাকে।	٦٢. يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا۟ مُؤْمِنِينَ
৬৩। তারা কি জানেনা যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের যারা বিরুদ্ধাচরণ করে, এমন লোকের ভাগ্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন? তারা তাতে অনন্তকাল থাকবে, এটা হচ্ছে চরম লাঞ্ছনা।	٦٣. أَلَمْ يَعْلَمُوٓا۟ أَنَّهُۥ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَأَنَّ لَهُۥ نَارَ جَهَنَّمَ خَٰلِدًا فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْخِزْىُ ٱلْعَظِيمُ

রাসূলকে (সাঃ) খুশি করার জন্য মুনাফিকদের বক্তব্য পাল্টে দেয়ার চেষ্টা

কাতাদাহ (রহঃ) এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে বলেন, বর্ণিত আছে যে, মুনাফিকদের একটি লোক বলে, 'আল্লাহর শপথ! আমাদের এসব সর্দার ও নেতা

খুবই জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ লোক। যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা সত্যই হত, আর তারা যদি তা না মানত তাহলে তারাতো গাধাতুল্য।' তার এ কথা একজন শুনতে পান। তিনি তৎক্ষণাৎ বলে ওঠেন ঃ 'আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সব কথাই সত্য। আর যারা তাকে মেনে নিচ্ছে না তারা গাধার চেয়েও নিকৃষ্ট।' ঐ সাহাবী নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়ে ঘটনাটি বর্ণনা করেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ লোকটিকে (মুনাফিক) ডেকে পাঠান। কিন্তু সে শক্ত শপথ করে বলে, 'আমিতো এ কথা বলিনি। এ লোকটি আমার উপর অপবাদ দিচ্ছে।' তখন ঐ সাহাবী দু'আ করেন ঃ 'হে আল্লাহ! আপনি সত্যবাদীকে সত্যবাদীরূপে এবং মিথ্যাবাদীকে মিথ্যাবাদীরূপে দেখিয়ে দিন!' তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। (তাবারী ১৪/৩২৯) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا

তাদের কি এ কথা জানা নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারী চিরকাল জাহান্নামে অবস্থান করবে? সেখানে তারা অপমানজনক শাস্তি ভোগ করবে। এর চেয়ে বড় লাঞ্ছনা ও দুর্ভাগ্য আর কি হবে?

৬৪। মুনাফিকরা আশংকা করে যে, তাদের (মুসলিমদের) প্রতি না জানি এমন কোন সূরা নাযিল হয় যা তাদের (মুনাফিকদের) অন্তরের কথা অবহিত করে দেয়। তুমি বলে দাও ঃ হ্যাঁ, তোমরা বিদ্রুপ করতে থাক, নিশ্চয়ই আল্লাহ সেই বিষয়কে প্রকাশ করেই দিবেন যে সম্বন্ধে তোমরা আশংকা করছিলে।	٦٤. يَحْذَرُ ٱلْمُنَـٰفِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِى قُلُوبِهِمْ ۚ قُلِ ٱسْتَهْزِءُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ

www.waytojannah.com

মুনাফিকরা তাদের গোপন অভিসন্ধি জনসমক্ষে প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, তারা (মুনাফিকরা) পরস্পর আলাপ আলোচনা করত, কিন্তু সাথে সাথে এ আশংকাও করত যে, না জানি আল্লাহ তা'আলা হয়তো অহীর মারফত মুসলিমদেরকে তাদের গুপ্ত কথা জানিয়ে দিবেন। (তাবারী ১৪/৩৩১) যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন ঃ

وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِىٓ أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ ۚ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا ۖ فَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ

তারা যখন তোমার নিকট আসে তখন তারা তোমাকে এমন কথা দ্বারা অভিবাদন করে যদ্বারা আল্লাহ তোমাকে অভিবাদন করেননি। তারা মনে মনে বলে ঃ আমরা যা বলি উহার জন্য আল্লাহ আমাদেরকে শাস্তি দেননা কেন? জাহান্নামই তাদের উপযুক্ত শাস্তি, সেখানে তারা প্রবেশ করবে, কত নিকৃষ্ট সেই আবাস! (সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ ঃ ৮) এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُلِ ٱسْتَهْزِءُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ হে মুনাফিকরা! তোমরা মুসলিমদের অবস্থার উপর মন খুলে উপহাসমূলক কথা বলে নাও। কিন্তু জেনে রেখ যে, তোমাদের মনের সমস্ত গুপ্ত কথা আল্লাহ প্রকাশ করে দিবেন। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْغَٰنَهُمْ. وَلَوْ نَشَآءُ لَأَرَيْنَٰكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَٰهُمْ ۚ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِى لَحْنِ ٱلْقَوْلِ

যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ তাদের বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করে দিবেননা? আমি ইচ্ছা করলে তোমাকে তাদের পরিচয় দিতাম। ফলে তুমি তাদের লক্ষণ দেখে তাদেরকে চিনতে পারতে, তুমি অবশ্যই কথার ভঙ্গিতে তাদেরকে চিনতে পারবে। আল্লাহ তোমাদের কাজ সম্পর্কে অবগত। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ২৯-৩০) এ জন্যই কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এই সূরারই নাম হচ্ছে *'সূরা ফাযিহাহ্।'* কেননা এই সূরায় মুনাফিকদের মুখোশ খুলে দেয়া হয়েছে। (তাবারী ১৪/৩৩২)

www.waytojannah.com

৬৫। আর যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর তাহলে তারা বলে দিবে ঃ আমরাতো শুধু আলাপ আলোচনা ও হাসি তামাশা করছিলাম। তুমি বল ঃ তাহলে কি তোমরা আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি হাসি তামাসা করছিলে?	٦٥. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ
৬৬। তোমরা এখন অজুহাত দেখিয়োনা, তোমরাতো ঈমান আনার পর কুফরী করেছ, যদিও আমি তোমাদের মধ্য হতে কতককে ক্ষমা করে দিই, তবুও কতককে শাস্তি দিবই। কারণ তারা অপরাধী ছিল।	٦٦. لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ

মুনাফিকরা মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর খবরের উপর নির্ভর করে

আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত ঃ তাবুকের যুদ্ধের সময় এক ব্যক্তি জনসমাবেশে বসা ছিল। সে বলছিল ঃ 'আমাদের এই কুরআন পাঠকারী লোকদেরকে দেখি যে, তারা আমাদের মধ্যে বড় পেটুক, বড় মিথ্যাবাদী এবং যুদ্ধের সময় বড়ই কাপুরুষ।' ওখানে থাকা এক ব্যক্তি বলল ঃ তুমি মিথ্যাবাদী, তুমি মুনাফিক। আমি অবশ্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ কথা বলে দিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ বিষয়টি অবগত করানো হয় এবং তখন কুরআনের এ আয়াতাংশটি নাযিল হয়। আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রাঃ) বলেন ঃ পরবর্তী সময়ে আমি দেখেছি যে, ঐ মুনাফিক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উটের কাঁধের উপর হাত রেখে পাথরের সাথে টক্কর খেতে খেতে তাঁর সাথে সাথে চলছিল এবং ঐ কথা

www.waytojannah.com

বলছিল ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা শুধু হাসি তামাসা করছিলাম।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দিকে চেয়েও দেখছিলেননা। তিনি তখন أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ এ আয়াতটি পাঠ করছিলেন। (তাবারী ১৪/৩৩৩) অন্যান্য মুনাফিকদেরকে আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে জবাব দেয়া হচ্ছে ঃ

لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً এখন তোমরা কোন বাজে ওযর পেশ করনা। যদিও তোমরা মুখে ঈমানদার ছিলে, কিন্তু এখন ঐ মুখেই তোমরা কাফির হয়ে গেলে। এটা হচ্ছে কুফরী কালেমা যে, তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং কুরআনুল হাকীমের সাথে হাসি তামাসা করবে। إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً আমি যদি কেহকে ক্ষমা করেও দেই, তবুও জেনে রেখ যে, সকলের সাথে এরূপ ব্যবহার করা হবেনা। بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ কারণ তোমাদের এই অপরাধ, এই জঘন্য পাপ এবং কুফরী কালেমার শাস্তি তোমাদেরকে ভোগ করতেই হবে।

৬৭। মুনাফিক পুরুষ এবং মুনাফিক নারীরা সবাই এক রকম, অসৎ কর্মের শিক্ষা দেয় এবং সৎ কাজ হতে বিরত রাখে, আর নিজেদের হাতসমূহকে (আল্লাহর পথে ব্যয় করা হতে) বন্ধ করে রাখে, তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। সুতরাং তিনিও তাদেরকে ভুলে গেছেন, নিঃসন্দেহে মুনাফিকরা হচ্ছে অতি অবাধ্য।	٦٧. ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتُ بَعْضُهُم مِّنۢ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ۚ نَسُوا۟ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ۗ إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ

www.waytojannah.com

৬৮। আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ ও নারীদের এবং কাফিরদের সাথে জাহান্নামের আগুনের অঙ্গীকার করেছেন, তাতে তারা চিরকাল থাকবে, ওটাই তাদের জন্য যথেষ্ট। আর আল্লাহ তাদেরকে লা'নত করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী শাস্তি।	٦٨. وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ هِىَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ

মুনাফিকদের অন্যান্য চরিত্র

এখানে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করছেন ঃ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ মুনাফিকদের আচরণ মু'মিনদের সম্পূর্ণ বিপরীত। মু'মিনরা ভাল কাজের আদেশ করে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে। পক্ষান্তরে মুনাফিকরা মন্দ কাজের আদেশ করে এবং ভাল কাজ থেকে নিষেধ করে। মু'মিনরা দানশীল হয়, আর মুনাফিকরা হয় কৃপণ। মু'মিনরা আল্লাহর যিক্‌রে মগ্ন থাকে এবং মুনাফিকরা আল্লাহর যিক্‌র থেকে উদাসীন থাকে। এর ফলে আল্লাহও তাদের সাথে ঐরূপ ব্যবহারই করেন, যেমন একজন অন্যজনকে ভুলে থাকে। কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদেরকে এ কথাই বলবেন ঃ

وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَنسَىٰكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا

আর বলা হবে ঃ আজ আমি তোমাদেরকে বিস্মৃত হব যেমন তোমরা এই দিনের সাক্ষাৎকারকে বিস্মৃত হয়েছিলে। (সূরা জাসিয়া, ৪৫ ঃ ৩৪) মুনাফিকরা সরল সঠিক পথ থেকে সরে পড়েছে এবং বিভ্রান্তির পথে প্রবেশ করেছে। وَعَدَ اللهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا এই মুনাফিক ও কাফিরদের এসব দুষ্কার্যের শাস্তিস্বরূপ আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করে রেখেছেন, যেখানে তারা চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। هِيَ

وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ حَسْبُهُمْ সেখানে এই শাস্তিই তাদের জন্য যথেষ্ট। مُّقِيمٌ তাদেরকে মহান ও দয়ালু আল্লাহ স্বীয় রাহমাত থেকে দূর করে দিয়েছেন। তাদের জন্য তিনি ঠিক করে রেখেছেন চিরস্থায়ী শাস্তি।

৬৯। তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে, যারা ছিল তোমাদের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী এবং ধন-সম্পদ ও সন্তানাদীর প্রাচুর্য্যও ছিল তোমাদের চেয়ে অনেক বেশী; তারা তাদের (পার্থিব) অংশ দ্বারা যথেষ্ট উপকার লাভ করেছে। অতঃপর তোমরাও তোমাদের (পার্থিব) অংশ দ্বারা খুব উপকার লাভ করলে যেমন, তোমাদের পূর্ববর্তীরা নিজেদের অংশ দ্বারা ফল ভোগ করেছিল; আর তোমরাও ব্যাঙ্গাত্মক হাসি তামাসায় এরূপভাবে নিমগ্ন রয়েছ যেমন তারা নিমগ্ন হয়েছিল। তাদের কার্যসমূহ বিনষ্ট হয়ে গেছে দুনিয়ায় ও আখিরাতে, আর তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।	٦٩. كَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوٓا۟ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَٰلًا وَأَوْلَٰدًا فَٱسْتَمْتَعُوا۟ بِخَلَٰقِهِمْ فَٱسْتَمْتَعْتُم بِخَلَٰقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُم بِخَلَٰقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَٱلَّذِى خَاضُوٓا۟ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ

পূর্ববর্তীদের পরিণতি থেকে মুনাফিকদের শিক্ষা লাভ করার উপদেশ

আল্লাহ তা'আলা বলেন, দুনিয়ায় এই লোকদের উপরেও আল্লাহর শাস্তি পৌঁছে এবং পরকালেও পৌঁছবে, যেমন এদের পূর্ববর্তীদের উপর তাঁর শাস্তি

পৌঁছেছিল। হাসান (রহঃ) বলেন যে, خَلَاق এর অর্থ হচ্ছে দীন। পূর্ববর্তী লোকেরা যেমন মিথ্যা ও বাতিলের মধ্যে নিমজ্জিত ছিল, তেমনই এরাও ওর মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে। এদের এই অসৎ আমল অকেজো ও মূল্যহীন হয়ে গেল। তারা না দুনিয়ায় উপকৃত হল, না আখিরাতে। এটাই হচ্ছে প্রকাশ্য ক্ষতি যে, আমল করল অথচ ফল পেলনা। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যেমন আজকের রাতের সাথে কালকের রাতের সাদৃশ্য রয়েছে, তদ্রূপ এই উম্মাতের মধ্যেও ইয়াহুদীদের সাদৃশ্য এসে গেছে। তিনি বলেন, আমার ধারণা এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! তোমরা অবশ্যই তাদের অনুসরণ করবে, এমন কি যদি তাদের কেহ গো সাপের গর্তে প্রবেশ করে থাকে তাহলে তোমরাও তাতে প্রবেশ করবে।' আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের পন্থা অনুসরণ করবে বিঘতে বিঘতে, হাতে হাতে ও গজে গজে। এমন কি তারা যদি কোন গো সাপের গর্তে ঢুকে গিয়ে থাকে তাহলে তোমরাও অবশ্যম্ভাবীরূপে তাতে ঢুকে পড়বে।' তখন জনগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তারা কারা? আহলে কিতাব কি?' তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'আর কারা হবে?' এ হাদীসটি বর্ণনা করার পর আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন ঃ 'তোমরা ইচ্ছা করলে كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ... এ আয়াতটি পড়ে নাও।' আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন ঃ خَلَاق শব্দ দ্বারা دِيْن বুঝানো হয়েছে। وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُواْ সম্পর্কে জনগণ জিজ্ঞেস করেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম? পারসিক ও রোমকদের মত কি?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বলেন ঃ 'লোকদের মধ্যে এরা ছাড়া আর কেহ নয়।' (তাবারী ১৪/৪৩২) এ হাদীসের সত্যতার সাক্ষ্য সহীহ হাদীসসমূহেও পাওয়া যায়।

৭০। তাদের কাছে কি ঐ সব লোকের সংবাদ পৌঁছেনি যারা তাদের পূর্বে গত হয়েছে, নূহ	٧٠. أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن

www.waytojannah.com

সম্প্রদায় এবং আদ ও ছামূদ সম্প্রদায়, আর ইবরাহীমের সম্প্রদায় এবং মাদইয়ানের অধিবাসীরা এবং বিধ্বস্ত জনপদগুলির? তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছিল। বস্তুতঃ আল্লাহ তাদের প্রতি অত্যাচার করেননি, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি অত্যাচার করেছিল।	قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَٰهِيمَ وَأَصْحَٰبِ مَدْيَنَ ۚ وَٱلْمُؤْتَفِكَٰتِ ۖ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ ۖ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদেরকে আরও উপদেশ দিচ্ছেন ঃ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ হে মুনাফিকের দল! তোমরা তোমাদের মত লোকদের অবস্থার উপর গভীরভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর এবং দেখ, নাবীদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার ফল কি হয়েছিল! নূহের (আঃ) কাওমের ডুবে মরা এবং মুসলিম ছাড়া অন্য কেহ রক্ষা না পাওয়ার ব্যাপারটা স্মরণ কর! 'আদ সম্প্রদায়ের হুদকে (আঃ) না মানার কারণে প্রবল ঝটিকায় ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা একটু চিন্তা করে দেখ! ছামূদ সম্প্রদায়ের সালিহকে (আঃ) মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং আল্লাহর নিদর্শনের উষ্ট্রীটিকে হত্যা করার কারণে এক গগণ বিদারী শব্দ দ্বারা তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়ার ঘটনাটি মনে কর। দুষ্কার্য ও কুফরীর প্রতিফল হিসাবেই শুআইবের (আঃ) কাওমকে ভূমিকম্প দ্বারা এবং 'ছায়ার দিনের শাস্তি' দ্বারা ধ্বংস করে দেয়া হয়। তারা ছিল মাদায়িনের অধিবাসী। লূতের (আঃ) কাওমের বসতি হচ্ছে বিধ্বস্ত জনপদ। তারা মাদায়িনে বসবাস করত। আবার বলা হয়েছে যে, সেটা হচ্ছে সুদুম। মোট কথা, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী লূতকে (আঃ) না মানা এবং দুষ্কার্য পরিত্যাগ না করার কারণে ধ্বংস ও বরবাদ করে দিয়েছেন। আল্লাহ

www.waytojannah.com

সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ তাদের কাছে আমার রাসূলগণ আমার কিতাবসমূহ, মু'জিযা এবং স্পষ্ট দলীল প্রমাণাদীসহ গমন করেছিল। কিন্তু তারা তাদেরকে মোটেই মেনে চলেনি। অবশেষে তারা নিজেরা নিজেদের উপর যুল্ম করার কারণে ধ্বংস হয়ে যায়। তারা রাসূলদের বিরুদ্ধাচরণ করে, আল্লাহর কিতাবের প্রতি আমল করা ছেড়ে দেয় এবং সত্যের মুকাবিলা করে। ফলে তাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত নাযিল হয় এবং তারা সমূলে ধ্বংস হয়ে যায়।

৭১। আর মু'মিন পুরুষরা ও মু'মিনা নারীরা হচ্ছে পরস্পর একে অন্যের বন্ধু। তারা সৎ বিষয়ের শিক্ষা দেয় এবং অসৎ বিষয় হতে নিষেধ করে, আর সালাতের পাবন্দী করে ও যাকাত প্রদান করে, আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ মেনে চলে, এসব লোকের প্রতি আল্লাহ অবশ্যই করুণা বর্ষণ করবেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ অতিশয় ক্ষমতাবান, হিকমাতওয়ালা।	٧١. وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

মু'মিনদের গুণাগুণ

আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের বদ অভ্যাসের বর্ণনা দেয়ার পর এখানে মু'মিনদের উত্তম স্বভাবের বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলছেন ঃ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ এই মু'মিনরা পরস্পর একে অপরকে সাহায্য করে এবং একে অন্যের বাহু স্বরূপ হয়ে থাকে। যেমন সহীহ হাদীসে এসেছে ঃ 'এক মু'মিন অপর মু'মিনের জন্য দেয়াল স্বরূপ যার এক অংশ অপর অংশকে

শক্ত ও মযবুত করে।' তিনি এ কথা বলে তাঁর এক হাতের অঙ্গুলিগুলিকে অন্য হাতের অঙ্গুলিগুলির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেখিয়ে দেন। (ফাতহুল বারী ১০/৪৬৪) অপর একটি সহীহ হাদীসে রয়েছে ঃ 'মু'মিনদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও ভালবাসার দৃষ্টান্ত হচ্ছে একটি দেহের মত, দেহের একটি অংশ অসুস্থ হলে সমস্ত অংশে তা সঞ্চারিত হয় ও সর্বাঙ্গই অসুস্থ হয়ে পড়ে।' (ফাতহুল বারী ১০/৪৫২) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ তারা ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করে। যেমন আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ

এবং তোমাদের মধ্যে এরূপ এক সম্প্রদায় হওয়া উচিত যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করে এবং সৎ কাজে আদেশ করে ও অসৎ কাজে নিষেধ করে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১০৪) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ তারা সালাত সুপ্রতিষ্ঠিত করে ও যাকাত দেয়। তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশ ও নিষেধ মেনে চলে। অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা করতে আদেশ করেছেন তা তারা পালন করে এবং যা করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকে।

أُوْلَـئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ এসব লোকের প্রতি আল্লাহ অবশ্যই করুণা বর্ষণ করবেন। অর্থাৎ যারা উপরোক্ত গুণের অধিকারী হবে তারা অবশ্যই আল্লাহর করুণা লাভের হকদার।

আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন মহাক্ষমতাবান। অর্থাৎ যারা তাঁর অনুগত হয় তাদেরকেই তিনি মর্যাদা দিয়ে থাকেন। কেননা মর্যাদা হচ্ছে আল্লাহর জন্য, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য এবং মু'মিনদের জন্য।

إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ আল্লাহ হচ্ছেন হিকমাতওয়ালা। এটা তাঁর হিকমাত ও নিপুণতা যে, তিনি মু'মিনদেরকে এসব গুণের অধিকারী করেছেন এবং মুনাফিকদের ঐ সব বদ স্বভাবের অধিকারী করেছেন। তাঁর প্রতিটি কাজ নিপুণতায় পরিপূর্ণ। তিনি বড়ই কল্যাণময় ও মর্যাদাবান।

www.waytojannah.com

৭২। আর মু'মিন পুরুষ ও মু'মিনা নারীদেরকে আল্লাহ এমন উদ্যানসমূহের ওয়াদা দিয়ে রেখেছেন যেগুলির নিম্নদেশে বইতে থাকবে নহরসমূহ, যেখানে তারা অনন্ত কাল থাকবে, আরও (ওয়াদা দিয়েছেন) উত্তম বাসস্থানসমূহের, ঐ স্থায়ী জান্নাতে। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় নি'আমাত, এটা হচ্ছে অতি বড় সফলতা।	٧٢. وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةً فِى جَنَّٰتِ عَدْنٍ ۚ وَرِضْوَٰنٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

মু'মিনদের জন্য পরকালে আনন্দময় জীবনের সুসংবাদ

মু'মিন পুরুষ এবং মু'মিনা নারীদের জন্য আল্লাহ তা'আলা যে কল্যাণ ও চিরস্থায়ী নি'আমাতরাজি প্রস্তুত রেখেছেন, এখানে তিনি তারই বর্ণনা দিচ্ছেন। جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً তিনি তাদের জন্য এমন জান্নাতসমূহ তৈরী করে রেখেছেন যেগুলির নিম্নদেশে নির্মল পানির প্রস্রবণ বইতে থাকে। সেখানে রয়েছে সুউচ্চ, সুন্দর, ঝকঝকে এবং সাজসজ্জাপূর্ণ প্রাসাদসমূহ! যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ মূসা (রহঃ) এবং আবদুল্লাহ ইব্‌ন কায়িস (রহঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'দু'টি জান্নাত শুধু সোনার তৈরী, ও দু'টির পাত্র এবং ও দু'টির মধ্যে যা কিছু রয়েছে সবই সোনার তৈরী। আর দু'টি জান্নাত রয়েছে রূপার তৈরী, ও দু'টির পাত্র এবং অন্য যা কিছু রয়েছে সবই রূপার তৈরী। তারা (জান্নাতবাসীরা) তাদের রবের দিকে এমন অবস্থায় তাকাবে যে, তাঁর চেহারার ঔজ্জ্বল্যময় চাদর ছাড়া অন্য কোন পর্দা থাকবেনা। এটা আদন নামক জান্নাতের মধ্যে হবে।' (ফাতহুল বারী ৮/৪৯১, মুসলিম ১/১৬৩) অন্য হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মু'মিনদের জন্য জান্নাতে একটি তাঁবু রয়েছে তা যেন একটি মাত্র মুক্তা দ্বারা

www.waytojannah.com

নির্মিত। উপরের দিকে ওর দৈর্ঘ্য ষাট মাইল। সেখানে মু'মিনদের পরিবার থাকবে যাদের কাছে তারা যাতায়াত করবে, কিন্তু কেহ একে অপরকে দেখতে পাবেনা। (ফাতহুল বারী ৮/৪৪১, মুসলিম ৪/২১৮১)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান এনেছে, সালাত কায়েম করে ও রামাযানের সিয়াম পালন করে, আল্লাহ তা'আলার উপর এ হক রয়েছে যে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, সে হিজরাত করে থাকুক বা বাড়ীতে বসেই থাকুক। লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ 'আমরা অন্যদেরকেও এ হাদীস শুনিয়ে দিব কি?' তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'জান্নাতে একশ'টি শ্রেণী/স্তর রয়েছে, যেগুলিকে আল্লাহ তাঁর পথে জিহাদকারীদের জন্য তৈরী করেছেন। প্রতি দু'শ্রেণীর মাঝে এতটা দূরত্ব রয়েছে যতটা দূরত্ব রয়েছে আসমান ও যমীনের মাঝে। সুতরাং যখনই তোমরা আল্লাহর কাছে জান্নাতের জন্য প্রার্থনা করবে তখন জান্নাতুল ফিরদাউসের জন্য প্রার্থনা করবে। ওটা সবচেয়ে উঁচু ও সর্বাপেক্ষা উত্তম জান্নাত। জান্নাতসমূহের সমস্ত নাহর ওখান থেকেই উৎসারিত হয়। ওর উপরেই রাহমানের (আল্লাহর) আরশ রয়েছে।' (ফাতহুল বারী ৬/১৪)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যখন তোমরা আমার উপর দুরুদ পাঠ করবে তখন আল্লাহর কাছে আমার জন্য 'ওয়াসীলা' চাইবে।' জিজ্ঞেস করা হল ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! 'ওয়াসীলা' কি?' তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'ওটা হচ্ছে জান্নাতের একটি উচ্চতম শ্রেণী/স্তর, যা একটি মাত্র লোক লাভ করবে। আমি আশা রাখি যে, ঐ লোকটি আমিই।' (আহমাদ ২/২৫৬)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের কাছে জান্নাতের বর্ণনা দিন! ইহা কিসের তৈরী? তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'ওর ভিত্তি হবে স্বর্ণ ও রৌপ্যের ইটের। ওর গাথুনীর মিশ্রণ হবে খাঁটি মিশ্‌ক। ওর কংকর হবে মুক্তা ও ইয়াকূত। ওর মাটি হবে জাফরান। সেখানে যে যাবে সে ঐ সুখ সম্ভোগের মধ্যে থাকবে যা কখনও শেষ হবেনা। সেখানে সে চিরস্থায়ী জীবন লাভ করবে, যার পরে মৃত্যুর কোন ভয় নেই। না তার কাপড় ছিঁড়ে যাবে, আর না যৌবনে কোন ভাটা পড়বে।' (আহমাদ ২/৩০৪) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

www.waytojannah.com

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ أَكْبَرُ আল্লাহর সন্তুষ্টি হচ্ছে সর্বাপেক্ষ বড় (নি'আমাত) অর্থাৎ তাদের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি যা তাদের সমুদয় ভোগ্য বস্তু অপেক্ষা বড় ও মর্যাদাপূর্ণ। ইমাম মালিক (রহঃ) যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, 'আতা ইব্‌ন ইয়াসার (রহঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মহামহিমান্বিত আল্লাহ জান্নাতবাসী-দেরকে বলবেন ঃ 'হে জান্নাতবাসীরা! তখন তারা (সমস্বরে) বলে উঠবে ঃ 'হে আমাদের রাব্ব! আমরা আপনার দরবারে হাযির আছি। আপনার হাতেই কল্যাণ রয়েছে।' আল্লাহ তা'আলা তখন বলবেন ঃ 'তোমরা সন্তুষ্ট হয়েছ কি?' তারা উত্তরে বলবে ঃ 'হে আমাদের রাব্ব! কেন আমরা সন্তুষ্ট হবনা? আপনিতো আমাদেরকে এমন জিনিস দান করেছেন যা আপনার সৃষ্টির মধ্যে আর কেহকেই দান করেননি।' আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস করবেন ঃ 'এর চেয়ে উত্তম জিনিস কি আমি তোমাদেরকে দান করবনা?' তারা জবাব দিবে ঃ 'হে আমাদের রাব্ব! এর চেয়ে উত্তম জিনিস আর কি হতে পারে?' আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ 'হ্যাঁ, হ্যাঁ আছে, জেনে রেখ যে, আমি তোমাদের উপর আমার সন্তুষ্টি নাযিল করলাম। আজ থেকে আমি তোমাদের উপর কখনও অসন্তুষ্ট হবনা।' (ফাতহুল বারী ১১/৪২৩, মুসলিম ৪/২১৭৬)

৭৩। হে নাবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন কর। তাদের বাসস্থান হচ্ছে জাহান্নাম; এবং ওটা নিকৃষ্ট স্থান।	٧٣. يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ
৭৪। তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলছে যে, তারা কিছুই বলেনি; অথচ নিশ্চয়ই তারা কুফরী কথা বলেছিল এবং ইসলাম গ্রহণের পর কাফির হয়ে গেল, আর তারা	٧٤. يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُوا۟ وَلَقَدْ قَالُوا۟ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ

www.waytojannah.com

এমন বিষয়ের সংকল্প করেছিল যা তারা কার্যকর করতে পারেনি; তারা শুধু এ কারণে প্রতিশোধ নিয়েছে যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে সম্পদশালী করেছেন। যদি তারা তাওবাহ করে তাহলে তা তাদের জন্য উত্তম হবে; আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে আল্লাহ তাদেরকে ইহকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন, আর ভূ-পৃষ্ঠে তাদের না কোন অলী থাকবে আর না কোন সাহায্যকারী।	وَكَفَرُوا۟ بَعْدَ إِسْلَٰمِهِمْ وَهَمُّوا۟ بِمَا لَمْ يَنَالُوا۟ ۚ وَمَا نَقَمُوٓا۟ إِلَّآ أَنْ أَغْنَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ مِن فَضْلِهِۦ ۚ فَإِن يَتُوبُوا۟ يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۖ وَإِن يَتَوَلَّوْا۟ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ مِن وَلِىٍّ وَلَا نَصِيرٍ

কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদের আদেশ

جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার এবং তাদের প্রতি কঠোর হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন। আর তাঁর অনুসারী মু'মিনদের সাথে নম্র ব্যবহার করার আদেশ করছেন। তিনি সংবাদ দিচ্ছেন যে, কাফির ও মুনাফিকদের মূল স্থান হচ্ছে জাহান্নাম।

جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন মাসঊদ (রাঃ) বলেন যে, হাত দ্বারা না পারলে তাদেরকে কঠোরতম ধমক দিতে হবে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের বিরুদ্ধে তরবারী দ্বারা যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন, আর মুনাফিকদের সাথে মুখে জিহাদ করার হুকুম

www.waytojannah.com

করেছেন এবং তাদের সাথে নম্র ব্যবহার করা ত্যাগ করতে বলেছেন। (তাবারী ১৪/৩৫৯) এ বিষয়ে যাহহাক (রহঃ) ব্যাখ্যা করে বলেন ঃ কাফিরদের সাথে অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ করা এবং মুনাফিকদের সাথে রুঢ় ভাষী হওয়ার মাধ্যমে জিহাদে অংশ নিতে হবে। (তাবারী ১৪/৩৫৯) মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) এবং রাবী ইব্ন আনাসও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (ইব্ন আবী হাতিম ৬/১৮৪২) হাসান বাসরী (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ তাদের সাথে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ার অর্থ এও যে, ইসলামিক আইন বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে তাদের ব্যাপারেও সম অধিকারের আইন প্রয়োগ করা। (তাবারী ১৪/৩৫৯) এ সমস্ত বক্তব্য একত্রিত করলে অর্থ এই দাড়ায় যে, কাফির ও মুনাফিকদের বিরূদ্ধে সময়োপযোগী যখন যা দরকার সেই ব্যবস্থা প্রয়োগ করতে হবে। আল্লাহই এ বিষয়ে ভাল জানেন। আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا তারা শপথ করে করে বলে যে, তারা (অমুক কথা) বলেনি, অথচ নিশ্চয়ই তারা কুফরী কথা বলেছিল এবং নিজেদের (বাহ্যিক) ইসলাম গ্রহণের পর খোলাখুলিভাবে কুফরী করেছে।

৯ ঃ ৭৪ আয়াতটি নাযিল করার কারণ

আমুভী (রহঃ) তাঁর 'মাগাযী' গ্রন্থে কা'ব ইব্ন মালিকের (রাঃ) তাবূক সম্পর্কীয় ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে ঃ তাবূকের যুদ্ধে যে মুনাফিকেরা অংশ না নিয়ে নিজ বাসস্থানে রয়ে গিয়েছিল এবং আল্লাহ যাদের ব্যাপারে আয়াত নাযিল করেন তাদের একজন হল জুলাস ইব্ন সুওয়াইদ ইবনুস সামিত। উমাইর ইব্ন সা'দের (রাঃ) মা তার ঘরে (স্ত্রী রূপে) ছিলেন, যিনি উমাইরকেও (রাঃ) সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন।[১] যখন ঐ মুনাফিকদের ব্যাপারে কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন জুলাস বলে ঃ 'আল্লাহর শপথ! যদি এ ব্যক্তি (মুহাম্মাদ সঃ) তাঁর কথায় সত্যবাদী হন তাহলেতো আমরা এই গাধার চেয়েও নিকৃষ্ট!' এ কথা শুনে উমাইর ইব্ন সা'দ (রাঃ) বলে উঠলেন ঃ 'আপনিতো আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয় এবং আপনার কষ্ট আমার কষ্টের চেয়েও আমার কাছে বেশি পীড়াদায়ক। কিন্তু এখন আপনি আপনার মুখ থেকে এমন একটা কথা বের করলেন যে, যদি

[১] উমাইর ইব্ন সা'দ (রাঃ) তার মায়ের পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত পুত্র ছিলেন। উমাইর (রাঃ) এর পিতার মৃত্যুর পর তার মায়ের জুলাসের সাথে দ্বিতীয় বিয়ে হয় এবং বিয়ের পর তিনি তার পুত্র উমাইরকেও (রাঃ) সঙ্গে নিয়ে জুলাসের বাড়ীতে আসেন।

www.waytojannah.com

আমি তা পৌঁছে দেই তাহলে আমার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা, আর না পৌঁছালে রয়েছে ধ্বংস। তবে লাঞ্ছনা অবশ্যই ধ্বংস হতে হাল্কা।'

এ কথা বলেই উমাইর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়ে জুলাসের ঐ কথা বলে দিলেন। জুলাস এ সংবাদ পেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে শপথ করে বলে ঃ 'উমাইর ইব্‌ন সা'দ (রাঃ) মিথ্যা কথা বলেছে। আমি কখনও এ কথা বলিনি।' তখন يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوْا بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। বর্ণিত আছে যে, এরপর জুলাস তাওবাহ করে নেয় এবং ঠিক হয়ে যায়।

তাফসীর ইব্‌ন জারীরে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি গাছের ছায়ায় বসেছিলেন। ঐ সময় তিনি (সাহাবীদেরকে) বলেন ঃ 'এখনই তোমাদের কাছে একটি লোক আসবে এবং সে তোমাদের দিকে শাইতানের দৃষ্টিতে তাকাবে। যখন সে আসবে তখন তোমরা তার সাথে কথা বলবেনা।' তখনই নীল রং (অর্থাৎ খুবই কালো) চক্ষু বিশিষ্ট একটি লোক এসে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'তুমি ও তোমার সঙ্গীরা আমাকে গালি দাও কেন?' তৎক্ষণাৎ সে গিয়ে তার সঙ্গী সাথীদেরকে নিয়ে এলো এবং সবাই আল্লাহর নামে শপথ করে বলল যে, তারা ওসব কথা বলেনি। শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। তখন মহামহিমান্বিত আল্লাহ يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا এ আয়াত অবতীর্ণ করেন।

রাসূলকে (সাঃ) মুনাফিকদের হত্যা করার চেষ্টা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার وَهَمُّوْا بِمَا لَمْ يَنَالُوْا (তারা এমন বিষয়ের সংকল্প করেছিল যা তারা কার্যকরী করতে পারেনি) এ উক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এর দ্বারা জুলাসের সংকল্পকে বুঝানো হয়েছে। সে সংকল্প করেছিল যে, তার স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত যে ছেলেটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তার কথা বলে দিয়েছিলেন তাঁকে সে হত্যা করবে। একটি উক্তি এই যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার সংকল্প করেছিল। (তাবারী ১৪/৩৬৩) সুদ্দী (রহঃ) বলেন, একটি

www.waytojannah.com

উক্তি এও আছে যে, কতকগুলো লোক ইচ্ছা করেছিল, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্মত না হলেও তারা আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাইকে তাদের সরদার বানাবে।

এটাও বর্ণিত আছে যে, কিছু লোক তাবূকের যুদ্ধে গমনের সময় পথে প্রতারণা করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার সংকল্প করেছিল। তারা ছিল দশ জনেরও বেশির একটি দল। 'দালায়িলুন নাবুওয়াহ' কিতাবে হাফিয আবূ বাকর আল বাইহাকী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) বলেছেন ঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উষ্ট্রীর আগে ও আম্মার (রাঃ) পিছনে চলছিলাম। একজন পিছন থেকে হাঁকাচ্ছিলাম এবং অন্যজন আগে আগে লাগাম ধরে টানছিলাম। আমরা আকাবা নামক স্থানে পৌঁছলাম। এমন সময় দেখি যে, বারোজন লোক মুখোশ পড়া অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উষ্ট্রীটিকে ঘিরে ধরল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমি সতর্ক করলে তিনি তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করলেন। সুতরাং তারা পালিয়ে গেল। তিনি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'তোমরা তাদেরকে চিনতে পেরেছ কি?' আমরা উত্তর দিলাম ঃ না ইয়া রাসূলুল্লাহ! তারা মুখোশ পরিহিত ছিল। তবে তাদের সাওয়ারীগুলো আমরা চিনতে পেরেছি। তিনি বললেন ঃ 'এরা হচ্ছে মুনাফিক এবং কিয়ামাত পর্যন্ত এদের অন্তরে নিফাক (কপটতা) থাকবে। এরা কোন্ উদ্দেশে এসেছিল তা তোমরা জান কি?' আমরা উত্তরে বললাম ঃ না। তিনি বললেন ঃ 'এরা এসেছিল আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আকাবাহ পাহাড়ে ছুড়ে ফেলে দেয়ার জন্য ও কষ্ট দেয়ার উদ্দেশে।' আমরা বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা কি তাদের গোত্রগুলোর কাছে এ সংবাদ পাঠাবনা যে, প্রত্যেক কাওম যেন তাদের এই প্রকারের লোকের (কর্তিত) মস্তক আপনার কাছে পাঠিয়ে দেয় (অর্থাৎ তার গর্দান উড়িয়ে দেয়)? তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'না, (এটা করা যায়না) তাহলে লোকেরা সমালোচনা করবে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমেতো এই লোকদেরকে নিয়েই শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়লাভ করেছেন, আবার নিজের সেই সঙ্গীদেরকে হত্যা করার আদেশ দিয়েছেন।' অতঃপর তিনি বদ্ দু'আ করলেন ঃ 'হে আল্লাহ! আপনি এদের অন্তরে *'দুবাইলাহ'* করে দিন!' আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! *'দুবাইলাহ'* কী? উত্তরে তিনি বললেন ঃ উহা

www.waytojannah.com

হল এমন এক অগ্নি উৎক্ষেপণ যা কারও হৃদয়ে আঘাত করে এবং এর ফলে তার মৃত্যু ঘটে। (দালায়িলুল নাবুওয়াহ ৫/২৬০)

সহীহ মুসলিমে আবূ তুফাইল (রহঃ) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, হুযাইফার (রাঃ) সাথে একটি লোকের কথোপকথন হয়। তিনি হুযাইফাকে (রাঃ) আল্লাহর শপথ দিয়ে আহলে আকাবার সংখ্যা জিজ্ঞেস করেন। তখন লোকেরাও হুযাইফাকে (রাঃ) তাদের সংখ্যা বলতে বলে। হুযাইফা (রাঃ) বলেন ঃ 'আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, তারা ছিল চৌদ্দজন। আর তোমাকেও যদি তাদের অন্তর্ভুক্ত ধরা যায় তাহলে সংখ্যা দাঁড়াবে পনের।' হুযাইফা (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহর শপথ! বারোজন দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যুদ্ধকারী। তাদের তিনজনকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছিল যারা বলেছিল ঃ 'আল্লাহর শপথ! আমরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহ্বানকারীর আহ্বানও শুনিনি এবং ঐ কাওমের কি উদ্দেশ্য ছিল সেটাও আমরা জানতামনা।' কারণ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেটে চলছিলেন এবং বলছিলেন ঃ পানির স্বল্পতা রয়েছে, অতএব আমার পূর্বে কেহ যেন সেখানে না পৌঁছে। কিন্তু তবুও কিছু লোক সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল। তিনি তাদের উপর অভিশাপ দেন। (মুসলিম ৪/২১৪৪) আম্মার ইব্‌ন ইয়াসার (রাঃ) একটি হাদীস বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমার সহচরদের মধ্যে বারোজন মুনাফিক রয়েছে। তারা কখনও জান্নাতে প্রবেশ করবেনা যতক্ষণ না সূঁচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করতে পারবে এবং ওর সুগন্ধও পাবেনা। আটজনের কাঁধে আগুনের ফোঁড়া হবে যা বক্ষ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। তা তাদেরকে ধ্বংস করে দিবে।' (মুসলিম ৪/২১৪৩) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একমাত্র হুযাইফাকে (রাঃ) ঐ মুনাফিকদের নাম বলেছিলেন বলেই তাঁকে তার রাযদার (যিনি গোপন কথা জানেন) বলা হত। এসব ব্যাপার আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। এ আয়াতেই এর পরে বলা হয়েছে ঃ

وَمَا نَقَمُواْ إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের প্রতি কোন অন্যায় করেননি, শুধু ব্যাপার এই যে, আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে তাদেরকে মালদার করেছেন। যদি তাদের উপর আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ অনুগ্রহ হত তাহলে তাদের ভাগ্যেও হিদায়াত জুটত। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

www.waytojannah.com

'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসারগণকে বলেন ঃ 'আমি কি তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট অবস্থায় পাইনি, অতঃপর আমার মাধ্যমে আল্লাহ তোমাদেরকে হিদায়াত দান করেছেন? তোমরা কি বিচ্ছিন্ন ছিলেনা, অতঃপর আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে প্রেমের সূত্রে আবদ্ধ করেছেন? তোমরা কি দরিদ্র ছিলেনা, অতঃপর আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে ধনী করেছেন?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিটি প্রশ্নের জবাবে আনসাররা বলছিলেন ঃ 'নিশ্চয়ই আমাদের উপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইহসান রয়েছে।' (ফাতহুল বারী ৭/৬৪৪) এরপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাওবাহর দিকে ডাক দিয়ে বলেন ঃ

فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ এখনও যদি তারা তাওবাহ করে তাহলে তা তাদের জন্য কল্যাণকর হবে। আর যদি তারা তাদের নীতির উপরই অটল থাকে তাহলে আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে বেদনাদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন।' অর্থাৎ যদি তারা তাদের পন্থা ও নীতিকেই আঁকড়ে ধরে থাকে তাহলে আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ায় যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন হত্যা, দুঃখ এবং চিন্তার দ্বারা, আর পরকালে জাহান্নামের অপমানজনক ও কষ্টদায়ক আযাব দ্বারা। আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

وَمَا لَهُمْ فِي الأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ দুনিয়ায় তাদের কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী নেই। অর্থাৎ দুনিয়ায় এমন কেহ নেই যে তাদেরকে কোন সাহায্য করতে পারবে। না পারবে তারা তাদের কোন উপকার করতে এবং না পারবে তাদের কোন কষ্ট দূর করতে।

৭৫। আর তাদের মধ্যে এমন কতিপয় লোক রয়েছে যারা আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করে ঃ আল্লাহ যদি আমাদেরকে নিজ অনুগ্রহে (প্রচুর সম্পদ) দান করেন তাহলে আমরা অনেক দান খাইরাত করব এবং খুব ভাল কাজ করব।	٧٥. وَمِنْهُم مَّنْ عَٰهَدَ ٱللَّهَ لَئِنْ ءَاتَىٰنَا مِن فَضْلِهِۦ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ

	ٱلصَّٰلِحِينَ
৭৬। কার্যতঃ যখন আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহ প্রদান করলেন, তখন তারা তাতে কার্পণ্য করতে লাগল এবং (আনুগত্য করা হতে) মুখ ফিরিয়ে নিল, আর তারাতো মুখ ফিরিয়ে রাখতেই অভ্যস্ত।	٧٦. فَلَمَّآ ءَاتَىٰهُم مِّن فَضْلِهِۦ بَخِلُوا۟ بِهِۦ وَتَوَلَّوا۟ وَّهُم مُّعْرِضُونَ
৭৭। অতঃপর শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ তাদের অন্তরসমূহে নিফাক (সৃষ্টি) করে দিলেন, যা আল্লাহর সামনে হাযির হওয়ার দিন পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে এ কারণে যে, তারা আল্লাহর সাথে নিজেদের ওয়াদার খেলাফ করেছে; আর এ কারণে যে, তারা মিথ্যা বলেছিল।	٧٧. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِى قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُۥ بِمَآ أَخْلَفُوا۟ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا۟ يَكْذِبُونَ
৭৮। তাদের কি জানা নেই যে, আল্লাহ তাদের মনের গুপ্ত কথা এবং গোপন পরামর্শ সবই অবগত আছেন? আর তাদের কি এ খবর জানা নেই যে, আল্লাহ সমস্ত গাইবের কথা খুবই জ্ঞাত আছেন?	٧٨. أَلَمْ يَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَىٰهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّٰمُ ٱلْغُيُوبِ

মুনাফিকরা সম্পদ লাভে আগ্রহী, কিন্তু দান করতে অনিচ্ছুক

আল্লাহ তা'আলা বলেন, মুনাফিকদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছে যে, যদি তিনি তাদেরকে সম্পদশালী করে দেন

www.waytojannah.com

তাহলে তারা প্রচুর দান-খাইরাত করবে এবং সৎ লোক হয়ে যাবে। অতঃপর যখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধনী বানিয়ে দিলেন এবং তাদের অবস্থা স্বচ্ছল হয়ে যায় তখন সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে ও কৃপণতা করতে শুরু করে। এর শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে চিরদিনের জন্য নিফাক বা কপটতা সৃষ্টি করে দেন।

সহীহ হাদীসে রয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মুনাফিকের লক্ষণ হচ্ছে তিনটি (১) যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে, (২) যখন কোন ওয়াদা করে তখন তা ভঙ্গ করে এবং (৩) সে আমানাতের খিয়ানাত করে। (ফাতহুল বারী ১/১১১, মুসলিম ১/৭৮) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ তারা কি জানেনা যে, আল্লাহ তাদের মনের গুপ্ত কথা এবং গোপন পরামর্শ সবই অবগত আছেন? তিনি পূর্ব হতেই জানেন যে, এটা শুধু তাদের মুখের কথা যে, তারা সম্পদশালী হলে এরূপ এরূপ দান-খাইরাত করবে, এমন এমন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে এবং এরূপ সৎ কাজ করবে। কিন্তু তাদের অন্তরের উপর দৃষ্টিপাতকারীতো হচ্ছেন আল্লাহ।

وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ আল্লাহ তা'আলা সমস্ত গাইবের খবর খুবই জ্ঞাত আছেন। তিনি সমস্ত প্রকাশ্য ও গোপনীয় বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত। সব কিছুই তাঁর সামনে উজ্জ্বল। কোন কিছুই তাঁর অগোচরে নেই।

৭৯। স্বতঃপ্রবৃদ্ধ হয়ে সাদাকাহ প্রদানকারী মু'মিন এবং যারা নিজ পরিশ্রম থেকে দেয়া ছাড়া অন্য কিছু দিতে পারেনা তাদের প্রতি যারা দোষারোপ করে/উপহাস করে, আল্লাহ তাদেরকে এই উপহাসের প্রতিফল দিবেন এবং তাদের জন্য রয়েছে	٧٩. ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِى ٱلصَّدَقَٰتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।	

মুনাফিকরা মু'মিনদের দানকে কটাক্ষ করে থাকে

এটাও মুনাফিকদের একটি বদ অভ্যাস যে, তাদের মুখের ভাষা থেকে দাতা বা কৃপণ কেহই বাঁচতে পারেনা। এই দোষযুক্ত ও কর্কশভাষী লোকগুলো খুবই নিকৃষ্ট শ্রেণীর। যদি কোন ব্যক্তি মোটা অংকের অর্থ আল্লাহর পথে দান করে তাহলে এরা তাকে রিয়াকার বলতে থাকে। আর কেহ যদি সামান্য মাল নিয়ে আসে তাহলে তারা বলে যে, এই ব্যক্তির দানের আল্লাহ মুখাপেক্ষী নন। উবাইদুল্লাহ ইব্‌ন সাঈদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, আবূ নুমান আল বাসরী (রহঃ) বলেছেন যে, সু'বাহ (রহঃ) বলেন যে, সুলাইমান (রহঃ) আবূ ওয়াইল (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আবূ মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ যখন সাদাকাহ দেয়ার আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন সাহাবীগণ নিজ নিজ সাদাকাহ নিয়ে হাযির হন। এক ব্যক্তি প্রচুর পরিমান সাদাকাহ দেন। তখন ঐ মুনাফিকরা তাঁর উপাধি দেয় রিয়াকার। অতঃপর একজন দরিদ্র লোক শুধুমাত্র এক সা'[১] শস্য নিয়ে আসেন। তা দেখে মুনাফিকরা বলে যে, তার এটুকু জিনিসের আল্লাহ তা'আলার কি প্রয়োজন ছিল। তখন الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ এই আয়াত নাযিল হয়। (ফাতহুল বারী ৩/৩৩২, মুসলিম ২/৭০৬)

আল আউফী (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন-সম্মুখে বের হয়ে ঘোষণা করেন ঃ 'তোমরা তোমাদের সাদাকাহগুলি জমা কর।' তখন জনগণ তাঁদের সাদাকাহগুলি জমা করেন। সর্বশেষ একটি লোক এক সা' খেজুর নিয়ে হাযির হন এবং বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! রাতে পানি বহন করার কাজের বিনিময়ে আমি দুই সা' খেজুর লাভ করেছিলাম। এক সা' আমার সন্তানদের জন্য রেখে বাকী এক সা' আপনার কাছে নিয়ে এসেছি।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাঁর ঐ মালকে জমাকৃত মালের মধ্যে রেখে দিতে বললেন। মুনাফিকরা তখন বলাবলি করতে লাগল যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই এক সা' খেজুরের মুখাপেক্ষী নন, এ দিয়ে

[১] এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় মাদীনার সা', যার ওযন হল প্রায় ২.৭০ কে. জি। (মাদীনার ১ সা'=৪ মুদ, ১ মুদ=.৬৭ কে জি)

www.waytojannah.com

সে কি'ইবা লাভ করতে পারবে? অতঃপর আবদুর রাহমান ইব্‌ন আউফ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন ঃ 'সাদাকাহ দানকারীদের আর কেহ অবশিষ্ট আছে কি?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ 'তুমি ছাড়া আর কেহ অবশিষ্ট নেই।' তখন আবদুর রাহমান ইব্‌ন আউফ (রাঃ) বললেন ঃ 'আমার কাছে একশ' আউকিয়া সোনা রয়েছে, সবগুলি আমি সাদাকাহ করে দিলাম।' উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রাঃ) তখন তাঁকে বললেন ঃ 'তুমি কি পাগল?' তখন তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'আমার মধ্যে পাগলামি নেই। আমি যা করলাম সজ্ঞানেই করলাম।' উমার (রাঃ) বললেন ঃ 'তুমি যা দিতে চাচ্ছ তা তুমি দিবে কী?' তিনি উত্তর দিলেন ঃ 'হ্যাঁ শুনুন! আমার মাল রয়েছে আট হাজার (দিরহাম)। চার হাজার আমি আল্লাহ তা'আলাকে ঋণ দিচ্ছি এবং বাকী চার হাজার নিজের জন্য রাখছি।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'তুমি যা রাখলে এবং যা দান করলে তাতে আল্লাহ বারাকাত দান করুন!' মুনাফিকরা তখন বলতে লাগল ঃ 'আল্লাহর শপথ! আবদুর রাহমান ইব্‌ন আউফ (রাঃ) যা দান করলেন তা রিয়া ছাড়া কিছুই নয়।' মুনাফিকরা অসত্য কথা বলেছিল জানিয়ে দিয়ে আল্লাহ তা'আলা الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ ... এ আয়াত নাযিল করে বড় ও ছোট দানকারীদের সত্যবাদিতা এবং মুনাফিকদের কষ্টদায়ক কথা প্রকাশ করে দিলেন। (তাবারী ১৪/৩৮৩) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ *তাদের প্রতি যারা উপহাস করে, আল্লাহ তাদেরকে এই উপহাসের প্রতিফল দিবেন।* ঐ মুনাফিকদের এই উপহাসের শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে এই প্রতিশোধই গ্রহণ করলেন। পরকালে তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। কেননা আমলের শাস্তিতো আমল অনুযায়ীই হয়ে থাকে।

৮০। (হে মুহাম্মাদ!) তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা না কর (উভয়ই সমান), যদি তুমি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা কর তবুও	٨٠. ٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً

www.waytojannah.com

আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেননা। কারণ তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী করেছে। আর এরূপ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে আল্লাহ পথ প্রদর্শন করেননা।	فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ

মুনাফিকদের জন্য দু'আ করায় নিষেধাজ্ঞা

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন, হে নাবী! কাফিরেরা এ যোগ্যতা রাখেনা যে, তুমি তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। একবার নয় বরং সত্তর বারও যদি তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর তথাপি আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করবেননা। এখানে যে সত্তরের উল্লেখ করা হয়েছে তা দ্বারা শুধু গণনার আধিক্য বুঝানো হয়েছে। বর্ণনার গুরুত্বের জন্য আরাবরা সত্তর সংখ্যাটি ব্যবহার করে থাকে। মূল কথা এই যে, আল্লাহ সুবহানাহু তার ব্যাপারে কোন ক্ষমা প্রার্থনাই কবূল করবেননা।

শা'বী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, মুনাফিক আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই যখন মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছিল তখন তার পুত্র নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়ে আরয করে ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার পিতা মারা গেছে। আমার মনের আকাঙ্ক্ষা এই যে, আপনি তার জানাযার সালাত আদায় করাবেন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'তোমার নাম কি?' সে উত্তরে বলে ঃ 'আমার নাম হুবাব ইব্‌ন আবদুল্লাহ।' তিনি বললেন ঃ 'এখন থেকে তোমার নাম আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাখা হল)। কারণ হুবাবতো শাইতানের নাম।' অতঃপর তিনি তার সাথে গেলেন। তার পিতাকে স্বীয় জামাটি পরিধান করালেন এবং তার জানাযার সালাত আদায় করালেন। তাঁকে বলা হল ঃ 'আপনি এর (মুনাফিকের) জানাযার সালাত আদায় করবেন?' তিনি উত্তরে বললেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ 'তুমি যদি সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা কর তবুও আল্লাহ তাদেরকে কখনও ক্ষমা করবেননা।' তাই আমি সত্তর বার, আবার সত্তর বার এবং আবারও সত্তর বার ক্ষমা প্রার্থনা করব। (তাবারী ১৪/৩৯৬, ৩৯৭) উরওয়া ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ ইব্‌ন দিআ'মাহ (রহঃ) হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। ইব্‌ন জারীর (রহঃ) এটিকে ইসনাদসহ বর্ণনা করেছেন।

www.waytojannah.com

৮১। রাসূলুল্লাহকে (যুদ্ধে গমনের পর) পিছনে পরে থাকা লোকেরা নিজেদের গৃহে বসে থেকে উল্লাস প্রকাশ করছিল এবং তারা আল্লাহর পথে নিজেদের ধন ও প্রাণ দিয়ে জিহাদ করাকে অপছন্দ করল। অধিকন্তু বলতে লাগল ঃ তোমরা এই গরমের মধ্যে বের হয়োনা। তুমি বলে দাও -জাহান্নামের আগুন অধিকতর গরম, কত ভাল হত যদি তারা বুঝতে পারত!	٨١. فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَٰفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوٓاْ أَن يُجَٰهِدُواْ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا تَنفِرُواْ فِى ٱلْحَرِّ ۗ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا ۚ لَّوْ كَانُواْ يَفْقَهُونَ
৮২। অতএব তারা অল্প কয়েকদিন (হেসে খেলে) কাটিয়ে দিক, আর প্রচুর তারা কাঁদবে, ঐ সব কাজের বিনিময়ে যা তারা অর্জন করেছিল।	٨٢. فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبْكُواْ كَثِيرًا جَزَآءًۢ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ

তাবূকের জিহাদে অংশ না নেয়ায় মুনাফিকদের আত্মশ্লাঘা!

এখানে আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করছেন যারা তাবূকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে গমন করেনি এবং বাড়ীতে বসে থাকায় আনন্দিত হয়েছিল। আল্লাহর পথে জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করা তাদের কাছে ছিল অপছন্দনীয়।

তারা পরস্পর বলাবলি করছিল ঃ এই কঠিন গরমের সময় কোথায় যাবে? তাবূকের যুদ্ধে বের হওয়ার সময়টা এমনই ছিল যে, এক দিকে ছিল প্রচন্ড গরম, অপরদিকে ফলগুলি সব পেকে গিয়েছিল এবং গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নেয়া ছিল

উপভোগ্য। আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেন, তোমরা তোমাদের অবাধ্যতার মাধ্যমে যে দিকে যাচ্ছ, তার মধ্যে বর্তমানের চেয়ে বহুগুণ গরমের প্রখরতা রয়েছে। তা হচ্ছে জাহান্নামের আগুন।

ইমাম মালিক (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আবূ আজ জিনাদ (রহঃ) আল আরায (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আদম সন্তান যে আগুন প্রজ্জ্বলিত করে তা জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ। তারা বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এই আগুনইতো যথেষ্ট। তিনি বললেন ঃ এর সাথে আরও উনসত্তর গুণ যোগ করা হবে। (মুয়াত্তা ২/৯৯৪, ফাতহুল বারী ৬/৩৮০, মুসলিম ৪/২১৮৪)

আল আমাস (রহঃ) থেকে বর্ণিত, আবূ ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, নুমান ইব্‌ন বাশির (রাঃ) বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জাহান্নামে যে লোকটির শাস্তি সবচেয়ে হালকা হবে তা হবে এই যে, তার পায়ে আগুনের জুতা পরানো হবে, যার ফলে তার মাথার মগজ টগবগ করে ফুটতে থাকবে। সে তখন মনে করবে যে, তাকেই সর্বাপেক্ষা কঠিন শাস্তি দেয়া হচ্ছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে ওটাই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা হাল্কা শাস্তি। (হাকিম ৪/৫৮০, ফাতহুল বারী ১১/৪২৫, মুসলিম ১/১৯৬) কুরআনুল কারীমে ঘোষিত হচ্ছে ঃ

كَلَّآ إِنَّهَا لَظَىٰ. نَزَّاعَةً لِّلشَّوَىٰ

না, কখনই নয়, ইহাতো লেলিহান অগ্নি যা গাত্র হতে চামড়া খসিয়ে দিবে। (সূরা মা'আরিজ, ৭০ ঃ ১৫-১৬) আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ. يُصْهَرُ بِهِۦ مَا فِى بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ. وَلَهُم مَّقَـٰمِعُ مِنْ حَدِيدٍ. كُلَّمَآ أَرَادُوٓا۟ أَن يَخْرُجُوا۟ مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا۟ فِيهَا وَذُوقُوا۟ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ

তাদের মাথার উপর ঢেলে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি যদ্বারা উদরে যা আছে তা এবং তাদের চর্ম বিগলিত করা হবে। আর তাদের জন্য থাকবে লৌহ-মুগুর। যখনই তারা যন্ত্রণাকাতর হয়ে জাহান্নাম হতে বের হতে চাবে তখনই তাদেরকে

www.waytojannah.com

ফিরিয়ে দেয়া হবে; তাদেরকে বলা হবে ঃ স্বাদ গ্রহণ কর দহন যন্ত্রণার। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ১৯-২২) অন্য স্থানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِـَٔايَٰتِنَا سَوۡفَ نُصۡلِيهِمۡ نَارٗا كُلَّمَا نَضِجَتۡ جُلُودُهُم بَدَّلۡنَٰهُمۡ جُلُودًا غَيۡرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلۡعَذَابَ

নিশ্চয়ই যারা আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি অবিশ্বাসী হয়েছে তাদেরকে অবশ্যই আমি জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করাব। যখন তার চর্ম বিদগ্ধ হবে, আমি তৎপরিবর্তে তাদের চর্ম পরিবর্তন করে দিব, যেন তারা শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৫৬) এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ (হে নাবী!) তুমি বলে দাও, জাহান্নামের আগুন এর চেয়ে অধিকতর গরম, কি ভাল হত যদি তারা বুঝতে পারত! অর্থাৎ যদি তারা এটা অনুধাবন করত যে, জাহান্নামের আগুনের প্রখরতা অত্যন্ত বেশী, তাহলে অবশ্যই গ্রীষ্মের মৌসুম হওয়া সত্ত্বেও খুশি মনে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যুদ্ধে গমন করত এবং নিজেদের জান ও মাল আল্লাহর পথে উৎসর্গ করতে মোটেই দ্বিধাবোধ করতনা। এবার আল্লাহ তা'আলা এই মুনাফিকদের সম্পর্কে সাবধান বাণী উচ্চারণ করছেন ঃ

فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً অল্পদিন তারা এই নশ্বর জগতে হাসি-তামাশা ও আমোদ আহ্লাদ করে জীবনটা কাটিয়ে দিক, অতঃপর ভবিষ্যতের চিরস্থায়ী জীবনে তাদেরকে শুধু কাঁদতেই হবে যা কখনও শেষ হবেনা।

৮৩। আল্লাহ যদি তোমাকে (মাদীনায়) তাদের কোন সম্প্রদায়ের কাছে ফিরিয়ে আনেন, অতঃপর তারা কোন জিহাদে বের হতে অনুমতি চায়, তাহলে তুমি বলে দাও ঃ তোমরা কখনও আমার সাথী হয়ে বের হবেনা এবং আমার সাথী হয়ে কোন শত্রুর বিরুদ্ধে	٨٣. فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَىٰ طَآئِفَةٖ مِّنۡهُمۡ فَٱسۡتَـٔۡذَنُوكَ لِلۡخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخۡرُجُواْ مَعِيَ أَبَدٗا وَلَن تُقَٰتِلُواْ مَعِيَ

www.waytojannah.com

যুদ্ধও করবেনা; তোমরা পূর্বেও বসে থাকাকে পছন্দ করেছিলে। অতএব এখনো তোমরা ঐ সব লোকের সাথে বসে থাক যারা পশ্চাদবর্তী থাকার যোগ্য।	عَدُوًّا ۖ إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَٱقْعُدُوا۟ مَعَ ٱلْخَٰلِفِينَ

মুনাফিকদের জিহাদে অংশ নিতে নিষেধাজ্ঞা

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ فَإِن رَّجَعَكَ اللّٰهُ إِلَىٰ طَآئِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا۟ مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا۟ مَعِيَ عَدُوًّا হে রাসূল! যদি আল্লাহ তা'আলা তোমাকে এই যুদ্ধ হতে নিরাপদে মাদীনায় ফিরিয়ে আনেন এবং এই মুনাফিকদের কোন দল (কাতাদাহর (রহঃ) মতে ঐ বার জন মুনাফিকের দল) অন্য কোন যুদ্ধে তোমার সাথে গমনের জন্য প্রার্থনা জানায় তাহলে তুমি শাস্তি দান হিসাবে স্পষ্টভাবে তাদেরকে বলে দিবে, যুদ্ধে গমনকারী আমার সাথীদের সাথে তোমরা কখনও গমন করতে পারবেনা এবং আমার সাথী হয়ে তোমরা শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেও সক্ষম হবেনা। সুতরাং এই আয়াতটি নিম্নের আয়াতটির মতই ঃ

وَنُقَلِّبُ أَفْـِٔدَتَهُمْ وَأَبْصَٰرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا۟ بِهِۦٓ أَوَّلَ مَرَّةٍ

আর যেহেতু তারা প্রথমবার ঈমান আনেনি, এর ফলে তাদের মনোভাবের ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে দিব। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১১০) পাপের প্রতিফল পাপ কাজের পরেই পাওয়া যায়। যেমন সাওয়াবের প্রতিদান সাওয়াব কাজের পরেই লাভ করা যায়। হুদাইবিয়ার উমরাহর পর কুরআন কারীমে ঘোষিত হয়েছিল ঃ

سَيَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ

তোমরা যখন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহের জন্য যাবে তখন যারা গৃহে রয়ে গিয়েছিল তারা বলবে ঃ আমাদেরকে তোমাদের সাথে যেতে দাও। (সূরা ফাত্হ, ৪৮ ঃ ১৫) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

www.waytojannah.com

فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ হে মুহাম্মাদ! যারা তোমার সাথে জিহাদে গমন না করে বাড়ীতেই বসেছিল সেই (মুনাফিক) লোকদেরকে বলে দাও ঃ বাড়ীতে অবস্থানকারীদের সাথে তোমরাও অবস্থান কর, যারা মহিলাদের মত বাড়ীতেই বসে থাকে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, এখানে তাদের কথা বলা হয়েছে যারা তাবূকের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত থেকেছিল। (তাবারী ১৪/৪০৪)

৮৪। আর ভবিষ্যতে তাদের (মুনাফিকদের) কোন লোক মারা গেলে তার (জানাযার) সালাত তুমি কখনই আদায় করবেনা এবং তাদের কাবরের পাশে কখনও দাঁড়াবেনা। তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী করেছে এবং তারা কুফরী অবস্থায়ই মৃত্যু বরণ করেছে।	٨٤. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِۦٓ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ فَٰسِقُونَ

মুনাফিকদের জানাযায় অংশ নিতে নিষেধাজ্ঞা

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তিনি যেন মুনাফিকদের সাথে কোনই সম্পর্ক না রাখেন, তাদের কেহ মারা গেলে যেন তার জানাযার সালাত আদায় না করেন এবং তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা বা দু'আ করার উদ্দেশে যেন তার কাবরের কাছে না দাঁড়ান। কেননা তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কুফরী করেছে এবং ঐ অবস্থায়ই মারা গেছে।

এ আয়াতটি মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সালূলের ব্যাপারে বিশেষভাবে অবতীর্ণ হলেও এটা ব্যাপক ও সাধারণ হুকুম। যার মধ্যেই নিফাক বা কপটতা পাওয়া যাবে তারই ব্যাপারে এই হুকুম প্রযোজ্য হবে। সহীহ বুখারীতে ইব্‌ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই মারা গেলে তার পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়ে আবেদন করেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম!

www.waytojannah.com

আমার পিতার কাফনের জন্য আপনার গায়ের জামাটি দান করুন!' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর আবেদন মঞ্জুর করে তাঁকে জামাটি দিয়ে দেন। অতঃপর তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর পিতার জানাযার সালাত আদায় করার জন্য অনুরোধ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এ আবেদনও কবূল করেন এবং তার জানাযার জন্য দাঁড়িয়ে যান। তখন উমার (রাঃ) তাঁর কাপড়ের অঞ্চল টেনে ধরে বলেন ঃ 'আপনি কি এর জানাযার সালাত আদায় করাবেন? অথচ আল্লাহ তা'আলা আপনাকে এ থেকে নিষেধ করেছেন!' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাঁকে বলেন ঃ 'দেখুন! আল্লাহ তা'আলা আমাকে ইখতিয়ার দিয়ে বলেছেন, ঃ

اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ তুমি তাদের (মুনাফিকদের) জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর বা না'ই কর (সমান কথা), যদি তুমি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা কর তবুও আল্লাহ তাদেরকে কখনও ক্ষমা করবেননা। সুতরাং আমি সত্তরেরও অধিক বার ক্ষমা প্রার্থনা করব।' উমার (রাঃ) বললেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এ লোকটিতো মুনাফিক ছিল।' তথাপিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জানাযার সালাত আদায় করলেন। তখন মহামহিমান্বিত আল্লাহ وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ *আর ভবিষ্যতে তাদের (মুনাফিকদের) কোন লোক মারা গেলে তার (জানাযার) সালাত তুমি কখনই আদায় করবেনা।* এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। (ফাতহুল বারী ৮/১৮৪)

উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রাঃ) থেকে অনুরূপ আরও একটি হাদীস বর্ণিত আছে। (ফাতহুল বারী ৮/১৮৫) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জানাযার সালাত আদায় করান, জানাযার সাথে চলেন এবং দাফন শেষ হওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করেন। উমার (রাঃ) বলেন ঃ 'এরপর আমার এই ঔদ্ধত্যপনার কারণে আমি দুঃখ করতে লাগলাম যে, এসব ব্যাপার আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামই খুব ভাল জানেন। সুতরাং এরূপ হঠকারিতা করা আমার পক্ষে মোটেই উচিত হয়নি। অল্পক্ষণ পরেই وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا এ দু'টি আয়াত অবতীর্ণ হয়। এরপরে শেষ জীবন পর্যন্ত নাবী

www.waytojannah.com

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম না কোন মুনাফিকের জানাযার সালাত আদায় করেছেন, আর না তার কাবরে এসে দু‘আ ইসতিগফার করেছেন।’ (আহমাদ ১/১৬, তিরমিযী ৮/৪৯৫, ফাতহুল বারী ৮/১৮৪)

৮৫। আর তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাকে যেন বিস্মিত না করে; আল্লাহ শুধু এটাই চাচ্ছেন যে, এ সমস্ত বস্তুর কারণে দুনিয়ায় তাদেরকে শাস্তিতে আবদ্ধ রাখেন এবং তাদের প্রাণবায়ু কুফরী অবস্থায়ই বের হয়ে যায়।	٨٥. وَلَا تُعۡجِبۡكَ أَمۡوَٰلُهُمۡ وَأَوۡلَٰدُهُمۡۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلدُّنۡيَا وَتَزۡهَقَ أَنفُسُهُمۡ وَهُمۡ كَٰفِرُونَ
৮৬। আর যখনই কুরআনের কোন অংশ এ বিষয়ে অবতীর্ণ করা হয় যে, তোমরা আল্লাহর উপর ঈমান আন এবং তাঁর রাসূলের সঙ্গী হয়ে জিহাদ কর তখন তাদের মধ্যকার সম্পদশালী ক্ষমতাবান ব্যক্তিরা তোমার কাছে অব্যাহতি চায় ও বলে ঃ আমাদেরকে অনুমতি দিন, আমরাও এখানে অবস্থানকারীদের সাথে থেকে যাই।	٨٦. وَإِذَآ أُنزِلَتۡ سُورَةٌ أَنۡ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَٰهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسۡتَـٔۡذَنَكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوۡلِ مِنۡهُمۡ وَقَالُواْ ذَرۡنَا نَكُن مَّعَ ٱلۡقَٰعِدِينَ
৮৭। তারা অন্তঃপুরবাসিনী নারীদের সাথে থাকতে পছন্দ করল, তাদের অন্তরসমূহের উপর মোহর লাগিয়ে দেয়া হল, কাজেই তারা বুঝতে পারেনা।	٨٧. رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلۡخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ فَهُمۡ لَا يَفۡقَهُونَ

www.waytojannah.com

যারা জিহাদে অংশ নেয়নি তাদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে

ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ এখানে আল্লাহ তা'আলা ঐ লোকদের কটাক্ষ করছেন যারা ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও জিহাদে না গিয়ে পিছনে পরে থাকে এবং আল্লাহর নির্দেশ শোনার পরেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বাড়ীতে থাকার অনুমতি প্রার্থনা করে। তারা এতই নিষ্ক্রিয় যে, বাড়ীতে নারীদের সাথে থাকা পছন্দ করে। সেনাবাহিনী অভিযানে বের হয়ে পড়েছে, অথচ তারা অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাদের মত পিছনে রয়ে গেছে। যুদ্ধের সময় তারা ভীরু ও কাপুরুষের মত লেজ গুটিয়ে ঘরে অবস্থানকারী। আর শান্তি ও নিরাপত্তার সময় তারা বড় বড় কথা বলে এবং বীরত্বপনা প্রকাশ করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَٱلَّذِى يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ۖ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ

যখন বিপদ আসে তখন তুমি দেখবে যে, মৃত্যুভয়ে মূর্ছাতুর ব্যক্তির ন্যায় চক্ষু উল্টিয়ে তারা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু যখন বিপদ চলে যায় তখন তারা সম্পদের লোভে তোমাদের সাথে বাক চাতুরীতায় অবতীর্ণ হয়। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ১৯) তারা শান্তি ও নিরাপত্তার সময় শক্তিশালী বীরপুরুষ, কিন্তু যুদ্ধের সময় অত্যন্ত ভীরু ও কাপুরুষ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ ۖ فَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا ٱلْقِتَالُ ۙ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِىِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ۖ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ. طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ ۚ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا۟ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ

মু'মিনরা বলে ঃ একটি সূরা অবতীর্ণ হয়না কেন? অতঃপর যদি সুস্পষ্ট মর্ম বিশিষ্ট কোন সূরা অবতীর্ণ হয় এবং তাতে জিহাদের কোন নির্দেশ থাকে তাহলে তুমি দেখবে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা মৃত্যুভয়ে বিহ্বল মানুষের মত তোমার দিকে তাকাচ্ছে। শোচনীয় পরিণাম ওদের। আনুগত্য ও ন্যায় সঙ্গত

www.waytojannah.com

বাক্য ওদের জন্য উত্তম ছিল; সুতরাং জিহাদের সিদ্ধান্ত হলে যদি তারা আল্লাহর প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার পূরণ করত তাহলে তাদের জন্য এটা মঙ্গলজনক হত। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ২০-২১)

وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَفْقَهُونَ তাদের দুষ্কার্যের দরুন তাদের অন্তরের উপর মোহর লেগে গেছে। কারণ তারা জিহাদ থেকে পালিয়ে বেরিয়েছে এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্য থেকে দূরে সরে গেছে। এখন তাদের মধ্যে এই যোগ্যতাই নেই যে, তারা নিজেদের লাভ ও লোকসান বুঝতে পারে।

৮৮। কিন্তু রাসূল ও তার সঙ্গীদের মধ্যে যারা মুসলিম ছিল তারা নিজেদের ধন সম্পদ ও প্রাণ দ্বারা জিহাদ করল; তাদেরই জন্য রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ এবং তারাই হচ্ছে সফলকাম।	٨٨. لَٰكِنِ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ جَٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَٰتُ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ
৮৯। আল্লাহ তাদের জন্য এমন উদ্যানসমূহ প্রস্তুত করে রেখেছেন যেগুলির নিম্নদেশ দিয়ে নহরসমূহ বয়ে চলবে, আর তারা ওর মধ্যে অনন্তকাল অবস্থান করবে; এটাই হচ্ছে (তাদের) বিরাট সফলতা।	٨٩. أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

মুনাফিকদের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করার পর আল্লাহ তা‘আলা মুসলিমদের প্রশংসা ও তাদের পারলৌকিক কল্যাণ ও সুখের বর্ণনা দিচ্ছেন। لَـٰكِنِ

www.waytojannah.com

الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ جَاهَدُواْ মু'মিনরা জিহাদের জন্য নিজেদের জান ও মাল আল্লাহর পথে উৎসর্গ করে দেয়। وَأُوْلَـئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ তাদের ভাগ্যেই মঙ্গল ও কল্যাণ। তারাই হচ্ছে সফলকাম। তাদেরই জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফিরদাউস। আর তাদেরই জন্য রয়েছে উচ্চতম মর্যাদা। তারা তাদের গন্তব্যস্থানেও সফলতার সাথে পৌঁছে যাবে।

৯০। আর গ্রামবাসীদের মধ্য হতে কতিপয় বাহানাকারী লোক এলো যেন তারা অনুমতি পায়। আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে সম্পূর্ণ রূপেই মিথ্যা বলেছিল তারা একেবারেই বসে রইল; তাদের মধ্যে যেসব লোক কুফরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।	٩٠. وَجَآءَ ٱلۡمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلۡأَعۡرَابِ لِيُؤۡذَنَ لَهُمۡ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥۚ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۡهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ

এখানে আল্লাহ তা'আলা ঐ লোকদের বর্ণনা দিচ্ছেন যারা বাস্তবিকই শারঈ ওযরের কারণে জিহাদে অংশগ্রহণে অক্ষম ছিল। মাদীনার চার পাশের এ লোকগুলি এসে নিজেদের দুর্বলতা ও অক্ষমতার কথা বর্ণনা করে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে যে, যদি তিনি তাদেরকে বাস্তবিকই অক্ষম মনে করেন তাহলে যেন অনুমতি দান করেন। এই বাক্যের পরে ঐ লোকদের বর্ণনা রয়েছে যারা ছিল মিথ্যাবাদী। তারা না আগমন করেছিল, না জিহাদ থেকে বিরত থাকার কোন কারণ দর্শিয়েছিল, আর না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জিহাদ থেকে বিরত থাকার অনুমতি প্রার্থনা করেছিল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা জানিয়ে দিলেন যে, তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

৯১। দুর্বল লোকদের উপর কোন পাপ নেই, আর না	٩١. لَّيۡسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَا

রুগ্নদের উপর, আর না ঐ সব লোকের উপর যাদের খরচ করার সামর্থ্য নেই। যদি এই সব লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি নিষ্ঠা রাখে (এবং আন্তরিকতার সাথে আনুগত্য স্বীকার করে) তাহলে এ সব সৎ লোকের প্রতি কোন প্রকার অভিযোগ নেই। আর আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।	عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا۟ لِلَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۚ مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
৯২। আর ঐ লোকদের উপরও নয়, যখন তারা তোমার নিকট এ উদ্দেশে আসে যে, তুমি তাদেরকে বাহন দান করবে, আর তুমি বলে দিয়েছ - আমার নিকটতো কোন বাহন নেই যার উপর আমি তোমাদেরকে উপবিষ্ট করাই, তখন তারা এমন অবস্থায় ফিরে যায় যে, তাদের চক্ষুসমূহ হতে অশ্রু বইতে থাকে এই অনুতাপে যে, তাদের ব্যয় করার মত কোন সম্বল নেই।	٩٢. وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَآ أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَآ أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا۟ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا۟ مَا يُنفِقُونَ
৯৩। অভিযোগতো শুধুমাত্র ঐ লোকদেরই উপর যারা সামর্থ্যশালী হওয়া সত্ত্বেও (যুদ্ধে গমন না করার) অনুমতি	٩٣. إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى

www.waytojannah.com

জিহাদে অংশ না নেয়ার ব্যাপারে শার'য়ী অনুমোদন

وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ

এখানে আল্লাহ তা'আলা ঐ শারীয়াত সম্মত ওযরসমূহের বর্ণনা দিচ্ছেন যে ওযরগুলি কোন মানুষের মাঝে থাকলে সে যদি জিহাদে অংশগ্রহণ না করে তাহলে শারীয়াতের দৃষ্টিতে তার কোন অপরাধ হবেনা। ঐ ওযরগুলির মধ্যে এক প্রকার হচ্ছে এই যে, তা সব সময়ই থাকবে, কোন অবস্থায়ই মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হবেনা। যেমন খোঁড়া হওয়া, অন্ধ হওয়া, বিকলাঙ্গ হওয়া, সম্পূর্ণরূপে শক্তিহীন হওয়া ইত্যাদি। দ্বিতীয় প্রকারের ওযর হচ্ছে ঐ সব ওযর যেগুলি কখনও থাকে আবার কখনও থাকেনা। যেমন কেহ রুগ্ন হয়ে পড়ল বা অভাবগ্রস্ত হল অথবা সফরের ও জিহাদের সরঞ্জাম জোগাড় করতে পারছেনা ইত্যাদি। সুতরাং এসব ওযর বিশিষ্ট লোকেরা জিহাদে অংশগ্রহণ না করলে শারীয়াতের দৃষ্টিতে তাদের কোন অপরাধ হবেনা। তাদের কর্তব্য হবে অন্যদেরকে জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করবে, গুজব ছড়াবেনা, বাড়ীতে বসে যতটুকু সম্ভব মুজাহিদদের খিদমাত করতে হবে। এরূপ সৎ প্রকৃতির লোকদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

একবার অনাবৃষ্টির সময় জনগণ ইসতিস্কার সালাত আদায় করার জন্য মাঠের দিকে বের হয়। তাদের সাথে বিলাল ইব্ন সা'দও (রাঃ) ছিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে আল্লাহ তা'আলার হাম্দ ও সানার পর জনগণকে সম্বোধন করে বলেন ঃ 'হে উপস্থিত ভ্রাতৃবৃন্দ! আপনারা কি এটা স্বীকার করেন যে, আপনারা সবাই আল্লাহ তা'আলার পাপী বান্দা?' সবাই সমস্বরে বলে উঠলেন ঃ 'হ্যাঁ।' অতঃপর তিনি

প্রার্থনার জন্য হাত উঠিয়ে বলতে লাগলেন ঃ 'হে আমাদের রাব্ব! আপনি আপনার পবিত্র কালামে বলেছেন ঃ

مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ সৎ লোকদের প্রতি কোন প্রকারের অভিযোগ নেই। আমরা আমাদের দুষ্কার্যের স্বীকারোক্তি করছি। সুতরাং আপনি আমাদের ক্ষমা করুন! আমাদের উপর আপনার করুণা বর্ষণ করুন! আমাদের উপর দয়াপরবশ হয়ে বৃষ্টি বর্ষণ করুন!' তিনি হাত উঠালেন এবং জনগণও তাঁর সাথে হাত উঠাল। আল্লাহর করুণা উথলে উঠল এবং মুষলধারে রাহমাতের বৃষ্টি বর্ষণ হতে শুরু হল। (ইব্‌ন আবী হাতিম ৬/১৮৬২) এরপর ঐ লোকদের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যারা জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য সদা উদ্বিগ্ন, কিন্তু স্বভাবগত কারণে বিরত থাকতে বাধ্য হয়। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ *আর ঐ লোকদের উপরও নয়, যখন তারা তোমার নিকট এ উদ্দেশে আসে যে, তুমি তাদেরকে বাহন দান করবে।* মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, এ আয়াতটি মুযাইনা গোত্রের শাখা বানু মাকরানের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ১৪/৪২১) ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, হাসান (রহঃ) বলেন, নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'হে আমার মুজাহিদ সাহাবীবর্গ! তোমরা মাদীনায় যেসব লোককে পিছনে ছেড়ে এসেছ তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা তোমাদের খরচ করার মধ্যে, তোমাদের মাঠে-মাইদানে চলাফিরার মধ্যে, তোমাদের জিহাদ করার মধ্যে শরীক রয়েছে। এতে তোমাদের যে সাওয়াব হবে তাতে তারাও শরীক থাকবে।' (ইব্‌ন আবী হাতিম ৬/১৮৬৩) অতঃপর তিনি এই আয়াতটিই পাঠ করেন।

অন্য এক রিওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কথা শুনে সাহাবীগণ বলেন ঃ 'তারা বাড়ীতে বসে থেকেও সাওয়াবে আমাদের সাথে শরীক হবে?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বলেন ঃ 'হ্যাঁ, কেননা তাদের ওযর রয়েছে। (ফাতহুল বারী ৭/৭৩২, মুসলিম ১৯১১) অতঃপর প্রকৃতপক্ষে যাদের কোন ওযর নেই, আল্লাহ তা'আলা তাদের বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলছেন ঃ অভিযোগতো শুধু ঐ লোকদের উপরই যারা ধন-সম্পদের মালিক ও হৃষ্টপুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধে গমন না করার অনুমতি চাচ্ছে। তারা অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাদের মত বাড়ীতেই অবস্থান করতে ইচ্ছুক। وَطَبَعَ

www.waytojannah.com

اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ তাদের দুষ্কার্যের কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরসমূহের উপর মোহর মেরে দেন। সুতরাং তারা নিজেদের ভাল মন্দ কিছুই জানতে পারছেনা।

দশম পারা সমাপ্ত।

৯৪। তারা তোমাদের কাছে ওযর পেশ করবে যখন তোমরা তাদের কাছে ফিরে যাবে; (হে নাবী) তুমি বলে দাও ঃ তোমরা ওযর পেশ করনা, আমরা কখনও তোমাদেরকে সত্যবাদী বলে মনে করবনা, আল্লাহ আমাদেরকে তোমাদের (জিহাদে না যাওয়ার) বৃত্তান্ত জানিয়ে দিয়েছেন, আর ভবিষ্যতেও আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল তোমাদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করবেন, অতঃপর তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে এমন সত্তার কাছে যিনি অদৃশ্য এবং প্রকাশ্য সকল বিষয় অবগত আছেন, অতঃপর তিনি তোমা-দেরকে জানিয়ে দিবেন যা কিছু তোমরা করেছিলে।	٩٤. يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ ۚ قُل لَّا تَعْتَذِرُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ ۚ وَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُۥ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ
৯৫। হ্যাঁ, তারা তখন তোমাদের সামনে শপথ করে বলবে, যখন তোমরা তাদের কাছে ফিরে যাবে, যেন তোমরা তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দাও; অতএব তোমরা তাদেরকে তাদের অবস্থার	٩٥. سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ ۖ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ ۖ إِنَّهُمْ

উপর ছেড়েই দাও; তারা হচ্ছে অতিশয় অপবিত্র, আর তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম, ঐ সব কর্মের বিনিময়ে যা তারা করত	رِجْسٌ ۖ وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ
৯৬। তারা এ জন্য শপথ করবে যেন তোমরা তাদের প্রতি খুশী হয়ে যাও, অতঃপর যদি তোমরা তাদের প্রতি খুশী হও তাহলে আল্লাহতো এমন দুস্কর্মকারী লোকদের প্রতি খুশী হবেননা।	٩٦. يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا۟ عَنْهُمْ ۖ فَإِن تَرْضَوْا۟ عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَـٰسِقِينَ

মুনাফিকদের প্রতারণামূলক আচরণ

আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন যে, মু'মিনরা যখন মাদীনায় ফিরে আসবে তখন ঐ মুনাফিকরা তাদের কাছে ওযর পেশ করবে। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় রাসূলকে বলেন ঃ

قُل لَّا تَعْتَذِرُوا۟ لَن نُّؤْمِنَ لَكُمْ হে নাবী! ঐ মুনাফিকদেরকে বলে দাও, তোমরা আমাদের কাছে মিথ্যা ওযর পেশ করনা। তোমাদের কথা কখনও আমরা সত্য বলে বিশ্বাস করবনা। قَدْ نَبَّأَنَا اللّٰهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তোমাদের সংবাদ অবহিত করেছেন। অতি সত্বরই তিনি দুনিয়ায় লোকদের সামনে তোমাদের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করে দিবেন। অতঃপর তোমরা তোমাদের কর্মের ফলও দেখতে পাবে।

এরপর মহান আল্লাহ তাদের সম্পর্কে আরও সংবাদ দিচ্ছেন ঃ তারা তাদের ওযরের কথা শপথ করে করে বর্ণনা করবে, যেন তাদেরকে ক্ষমা করে দাও। কিন্তু হে মু'মিনগণ! তোমরা কখনও তাদের কথার সত্যতা স্বীকার করনা এবং ঘৃণার সাথে তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। জেনে রেখ যে, তাদের নাফ্স

www.waytojannah.com

কলুষিত হয়ে গেছে। তাদের ভিতর খুবই খারাপ এবং তাদের ধারণা ও বিশ্বাস অপবিত্র। পরকালে তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। এটাই তাদের দুষ্কর্মের সঠিক প্রতিফল। আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে আরও বলেন ঃ

فَإِنَّ اللّٰهَ لاَ يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ তোমরা যদি এই মুনাফিকদের কথা ও শপথ বিশ্বাস করে তাদের ক্ষমা কর তাহলে জেনে রেখ যে, আল্লাহ তা'আলা ফাসিকদের প্রতি কখনও সন্তুষ্ট হবেননা। তারাতো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য হতে বেরিয়ে গেছে। তারা ফাসিক। *ফাসিক* শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বাইরে বের হয়ে যাওয়া।

৯৭। পল্লীবাসী লোকেরা কুফরী ও কপটতায় অতি কঠোর, আর আল্লাহ তাঁর রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন তাদের ঐ সব আহকামের জ্ঞান না থাকায় তাদের এইরূপ হওয়াই উচিত; আর আল্লাহ হচ্ছেন মহাজ্ঞানী, অতি প্রজ্ঞাময়।	٩٧. ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا۟ حُدُودَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
৯৮। আর এই গ্রামবাসীদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যে, তারা যা কিছু ব্যয় করে তা জরিমানা মনে করে এবং তোমাদের জন্য দুর্দিনের প্রতীক্ষায় থাকে; (বস্তুতঃ) অশুভ আবর্তন তাদের উপরই পতিত প্রায়, আর আল্লাহ খুব শোনেন, খুব জানেন।	٩٨. وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ ٱلدَّوَآئِرَ ۚ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ ٱلسَّوْءِ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
৯৯। আর গ্রামবাসীদের মধ্যে কতিপয় লোক এমনও আছে যারা আল্লাহর প্রতি এবং	٩٩. وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن

www.waytojannah.com

কিয়ামাত দিনের প্রতি পূর্ণ ঈমান রাখে, আর যা কিছু ব্যয় করে ওকে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উপকরণ ও রাসূলের দু'আ লাভের উপকরণ রূপে গ্রহণ করে। স্মরণ রেখ, তাদের এই ব্যয় কার্য নিঃসন্দেহে তাদের জন্য (আল্লাহর) নৈকট্য লাভের কারণ; নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে নিজের রাহ্‌মাতে দাখিল করে নিবেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ হচ্ছেন অতি ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।	يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَٰتٍ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلَوَٰتِ ٱلرَّسُولِ ۚ أَلَآ إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ۚ سَيُدْخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِى رَحْمَتِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

গ্রাম্য লোকেরা সবচেয়ে বেশি মুনাফিক ও অবিশ্বাসী

আল্লাহ তা'আলা এখানে সংবাদ দিচ্ছেন যে, গ্রাম্য লোকদের মধ্যে কাফিরও রয়েছে, মুনাফিকও রয়েছে এবং মু'মিনও রয়েছে। আর তাদের কুফরী ও নিফাক অন্যদের তুলনায় খুবই বড় ও কঠিন। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যে হুকুম ও আহ্‌কাম নাযিল করেছেন তা থেকে তারা বে-খবর থাকে। আমাশ (রহঃ) ইবরাহীম (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একজন গ্রাম্য বেদুঈন যায়িদ ইব্‌ন সাওহানের (রহঃ) নিকট উপবিষ্ট ছিল। তিনি তাঁর সঙ্গীদের সাথে আলাপ-আলোচনা করছিলেন। নাহাওয়ান্দের যুদ্ধে তিনি তাঁর হাত হারিয়েছিলেন। বেদুঈনটি তাঁকে বলল ঃ 'আপনার কথাগুলিতো খুবই ভাল এবং আপনাকে ভাল লোক বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু আপনার কর্তিত হাত আমাকে সন্দেহের মধ্যে ফেলে দিয়েছে।' তখন যায়িদ (রহঃ) বললেন ঃ 'আমার কর্তিত হাত দেখে তোমার সন্দেহ হচ্ছে কেন? এটাতো বাম হাত।' বেদুঈন বলল ঃ 'আল্লাহর শপথ! চুরির অপরাধে ডান হাত কেটেছে নাকি বাম হাত কেটেছে তা আমার জানা নেই।' তখন যায়িদ ইব্‌ন সাওহান (রহঃ) বলে উঠলেন, আল্লাহ সত্য বলেছেন ঃ

www.waytojannah.com

الأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلاَّ يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ গ্রাম্য লোকেরা কুফরী ও কপটতায় অতি কঠোর, আর তাদের এরূপ হওয়াই উচিত কারণ, তাদের ঐসব আহকামের জ্ঞান নেই যা আল্লাহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। (তাবারী ১৪/৪২৯)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) ইসনাদসহ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যারা পল্লীতে বাস করে তারা কঠিন হৃদয়ের লোক, যারা শিকারের খোঁজে ঘোরে তারা অসাবধান, নির্বোধ এবং যারা কোন বাদশাহ্‌র সাহচর্য গ্রহণ করে তারা ফিতনায় পতিত হয়ে থাকে।' (আহমাদ ১/৩৫৭, আবূ দাঊদ ৩/২৭৮, তিরমিযী ৬/৫৩২, নাসাঈ ৭/১৯৫) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান গারীব বলেছেন।

একবার এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কিছু হাদিয়া পাঠায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কাছে ওর কয়েকগুণ বেশি হাদিয়া পাঠান যে পর্যন্ত না সে খুশি হয়। ঐ সময় তিনি বলেছিলেন ঃ 'আমি এখন সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, কুরাইশ, সাকাফী, আনসারী এবং দাওসী ছাড়া আর কারও হাদিয়া কবূল করবনা। (নাসাঈ ৬/২৮০) কেননা এর কারণ ছিল এই যে, তারা হচ্ছে শহুরে লোক। এরা মাক্কা, তায়েফ, মাদীনা এবং ইয়ামানের অধিবাসী। কঠোর হৃদয়ের বেদুঈনের তুলনায় এদের ব্যবহার বহু গুণে উত্তম। আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন ঃ

وَمِنَ الأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ বেদুঈনদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা আল্লাহর পথে কিছু খরচ করলে ওটাকে জরিমানা মনে করে এবং মু'মিনরা কোন দৈব দুর্বিপাকে পতিত হোক তারা এরই প্রতীক্ষায় থাকে। কিন্তু তারা নিজেরাই সেই দুর্বিপাকে পতিত হবে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের কথা খুবই ভাল শোনেন ও জানেন। অপমান ও ব্যর্থতার যোগ্য কারা এবং কারা সাহায্য প্রাপ্তি ও সফলতার যোগ্য এটাও তিনি ভালরূপেই জানেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

www.waytojannah.com

وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ আল্লাহ হচ্ছেন মহাজ্ঞানী, অতি প্রজ্ঞাময়। অর্থাৎ আল্লাহ ঐ লোকদেরকে ভালরূপেই জানেন যারা এর যোগ্য, যাদেরকে জ্ঞান ও ঈমানের তাওফীক দেয়া হবে। তিনি স্বীয় বান্দাদের মধ্যে জ্ঞান অথবা অজ্ঞতা, ঈমান অথবা কুফরী এবং নিফাকের বন্টন অত্যন্ত বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার সাথে করে থাকেন। وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ তিনি তাঁর জ্ঞান ও নৈপুন্যের ভিত্তিতে যা কিছু করেন এর বিরুদ্ধে কেহ মুখ খুলতে পারেনা। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمِنَ الأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللّٰهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ পল্লীবাসীদের আর এক শ্রেণীর লোক প্রশংসার পাত্র। তারা হচ্ছে ওরা যারা আল্লাহর পথে খরচ করাকে তাঁর নৈকট্য লাভ ও সন্তুষ্টির মাধ্যম মনে করে। তারা এটা কামনা করে যে, এর মাধ্যমে তারা তাদের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দু'আয়ে খাইর লাভ করবে। হ্যাঁ, অবশ্যই এই খরচ তাদের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের কারণ হবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে স্বীয় রাহমাতের মধ্যে প্রবেশ করাবেন। إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ কারণ আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

১০০। আর যে সব মুহাজির ও আনসার (ঈমান আনায়) অগ্রবর্তী এবং প্রথম, আর যে সব লোক সরল অন্তরে তাদের অনুগামী, আল্লাহ তাদের প্রতি রাযী-খুশি হয়েছেন যেমনভাবে তারা তাঁর প্রতি রাযী হয়েছে, আর আল্লাহ তাদের জন্য এমন উদ্যানসমূহ প্রস্তুত করে রেখেছেন যার তলদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে, যার মধ্যে তারা চিরস্থায়ীভাবে	١٠٠. وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَٰنٍ رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا

www.waytojannah.com

অবস্থান করবে, তা হচ্ছে বিরাট কৃতকার্যতা।	ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

মুহাজির, আনসার এবং তাদের অনুসরণকারীদের মর্যাদা

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন ঃ وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ আমি ঐসব মুহাজির, আনসার ও তাদের অনুসারীদের প্রতি সন্তুষ্ট যারা আমার সন্তুষ্টি লাভ করার ব্যাপারে অগ্রবর্তী হয়েছে। আমি যে তাদের প্রতি সন্তুষ্ট রয়েছি তা এভাবে প্রমাণিত যে, আমি তাদের জন্য সুখময় জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছি।

শা'বী (রহঃ) বলেন যে, মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে অগ্রবর্তী ও প্রথম তারাই যারা হুদাইবিয়ায় বাই'আতে রিযওয়ানের মর্যাদা লাভ করেছিলেন। (তাবারী ১৪/৪৩৫) আর আবূ মূসা আশ্‌আরী (রাঃ), সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্‌ন সীরীন (রহঃ), হাসান (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, তারা হচ্ছেন ঐসব লোক যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে দুই কিবলার (বাইতুল মুকাদ্দাস ও কা'বা) দিকে মুখ করে সালাত আদায় করেছেন। (তাবারী ১৪/৪৩৬, ৪৩৭, ৪৩৯)

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, মুহাজিরদের মধ্যে যারা অগ্রবর্তী ও প্রথম এবং আনসার ও তাদের অনুসারীদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট। আফসোস্ ঐ হতভাগ্যদের প্রতি যারা এই সাহাবীগণের প্রতি হিংসা পোষণ করে, তাদেরকে গালি দেয়, অথবা কোন কোন সাহাবীকে গালি দেয়। বিশেষ করে ঐ সাহাবীকে যিনি সমস্ত সাহাবীর নেতা, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্থলাভিষিক্ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরেই যার মর্যাদা, যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সাহাবী হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন অর্থাৎ মহান খালীফা আবূ বাকর ইব্‌ন আবী কুহাফা (রাঃ)! এরা হচ্ছে রাফেযী সম্প্রদায়ের বিভ্রান্ত দল। তারা সর্বশ্রেষ্ঠ সাহাবীর প্রতি শত্রুতা পোষণ করে। তাকে তারা গালি-গালাজ করে। আমরা এই দুষ্কার্য থেকে মহান আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

www.waytojannah.com

এটা এ কথাই প্রমাণ করে যে, এদের বুদ্ধি-বিবেক লোপ পেয়েছে এবং অন্তর বিগড়ে গেছে। যদি এই দুর্বৃত্তের দল এমন লোকদেরকে গালি দেয় যাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং পবিত্র কুরআনে তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকার সনদ দিয়েছেন, তাহলে কোন্ মুখে তারা কুরআনের প্রতি ঈমান আনার দাবী করে? আর কুরআনের উপর ঈমান আনা'ই বা আর কি করে থাকল? আর আহলে সুন্নাত ঐ লোকদেরকে সম্মান করেন এবং ঐ লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন যাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট রয়েছেন। এই আহলে সুন্নাত ঐ লোকদেরকে মন্দ বলেন যাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মন্দ বলেছেন। আর তারা ঐ লোকদেরকে ভালবাসেন যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেন। তারা ঐ লোকদের বিরুদ্ধাচরণ করেন স্বয়ং আল্লাহ যাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। তারা হিদায়াতের অনুসারী। তারা বিদআ'তী নন। তারা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামেরই অনুসরণ করেন। তারাই হচ্ছেন আল্লাহর দল এবং তারাই সফলকাম। তারাই হচ্ছেন আল্লাহর মু'মিন বান্দা।

১০১। আর তোমাদের মরুবাসীদের মধ্য হতে কতিপয় লোক এবং মাদীনাবাসীদের মধ্য হতেও কতিপয় লোক এমন মুনাফিক রয়েছে যারা নিফাকের চরমে পৌঁছে গেছে। তুমি তাদেরকে জাননা, আমিই তাদেরকে জানি, আমি তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করব, অতঃপর (পরকালেও) তারা মহাশাস্তির দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।	١٠١. وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَٰفِقُونَ ۖ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ ۖ مَرَدُوا۟ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ ۖ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ۚ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ

গ্রাম্য ও মাদীনাবাসীদের মধ্যের মুনাফিকদের বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খবর দিচ্ছেন ঃ مَرَدُوا۟ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ মাদীনার চতুস্পার্শ্বে অবস্থানকারী আরাব গোত্রগুলোর মধ্যে কতকগুলো লোক মুনাফিক রয়েছে এবং স্বয়ং মাদীনায়

বসবাসকারীদের মধ্যে কিছুসংখ্যক মুসলিমও প্রকৃতপক্ষে মুনাফিক। তারা কপটতা থেকে বিরত থাকছেনা। তুমি তাদের জাননা, আমি তাদের ভাল করেই জানি। অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَلَوْ نَشَآءُ لَأَرَيْنَٰكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَٰهُمْ ۚ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِى لَحْنِ ٱلْقَوْلِ

আমি ইচ্ছা করলে তোমাকে তাদের পরিচয় দিতাম। ফলে তুমি তাদের লক্ষণ দেখে তাদেরকে চিনতে পারতে, তুমি অবশ্যই কথার ভঙ্গিতে তাদেরকে চিনতে পারবে। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ৩০) এই উক্তির মধ্যে কোনই বৈপরীত্য নেই। কেননা এটা এই প্রকারের জিনিস যে, এর মাধ্যমে তাদের গুণাবলী চিহ্নিত করা হয়েছে, যেন তাদেরকে চেনা যায়। এর অর্থ এটা নয় যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দিষ্টভাবে সমস্ত মুনাফিককেই চিনতেন। তিনি মাদীনাবাসীদের মধ্যে শুধুমাত্র ঐ কতিপয় মুনাফিককেই চিনতেন যারা তাঁর সাথে উঠা-বসা করত এবং সকাল-সন্ধ্যায় তিনি তাদেরকে দেখতেন।

وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ (৯ ঃ ৭৪) অংশের তাফসীরে এটা বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুযাইফাকে (রাঃ) ১৪ বা ১৫ জন লোকের নাম বলে দিয়েছিলেন যারা প্রকৃতপক্ষে মুনাফিক ছিল। এই বিশিষ্টকরণ এটা দাবী করেনা যে, তিনি সমস্ত মুনাফিকেরই নাম জানতেন। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জ্ঞান রাখেন।

এ আয়াতের ব্যাপারে কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ 'ঐ লোকদের কি হয়েছে যারা কৃত্রিমভাবে মানুষের ব্যাপারে নিজেদের নিশ্চিত জ্ঞান প্রকাশ করে বলে যে, অমুক ব্যক্তি জান্নাতী ও অমুক ব্যক্তি জাহান্নামী? অথচ যদি স্বয়ং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয় ঃ আচ্ছা বলত, তোমরা জান্নাতী, না জাহান্নামী? তখন তারা বলে ঃ আমরা এটা জানিনা। যারা অন্যদের সম্পর্কে বলতে পারে যে, তারা জান্নাতী কি জাহান্নামী, তাহলেতো তাদের নিজেদের সম্পর্কে আরও ভাল জানতে পারা উচিত ছিল। আসলে তারা এমন কিছু দাবী করছে যে দাবী নাবীরাও করা থেকে বিরত থাকতেন।' আল্লাহর নাবী নূহ (আঃ) বলেছিলেন ঃ

وَمَا عِلْمِى بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

তারা কি কাজ করছে তা জানা আমার কি দরকার? (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১১২) আল্লাহ তা'আলার নাবী শুআ'ইব (আঃ) বলেছিলেন ঃ

بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۚ وَمَآ أَنَا۠ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ

www.waytojannah.com

আল্লাহ প্রদত্ত যা অবশিষ্ট থাকে, তা'ই তোমাদের জন্য অতি উত্তম যদি তোমাদের বিশ্বাস হয়, আর আমি তোমাদের পাহারাদার নই। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৮৬) আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এখানে বলছেন ঃ

لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ হে নাবী! তুমি তাদেরকে জাননা, আমি তাদেরকে জানি। (আবদুর রায্যাক ২/২৮৫)

আল্লাহ তা'আলার **سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ** এ উক্তি সম্পর্কে মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে হত্যা ও বন্দী। অন্য এক রিওয়ায়াতে তিনি ক্ষুধা ও কাবরের আযাবের কথা বলেছেন। **ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ** অতঃপর বড় আযাবের দিকে ফিরানো হবে। আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, দুনিয়ার শাস্তি হচ্ছে ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততির ফিতনার শাস্তি। অতঃপর তিনি আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তিটি পাঠ করে শোনান ঃ

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَٰلُهُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا

অতএব তাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি যেন তোমাকে বিস্মিত না করে; আল্লাহর ইচ্ছা শুধু এটাই যে, এসব বস্তুর কারণে তাদেরকে পার্থিব জীবনে আযাবে আবদ্ধ রাখেন। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৫৫) এই বিপদসমূহ তাদের জন্য শাস্তি কিন্তু মু'মিনদের জন্য প্রতিদানের কারণ। আর আখিরাতের শাস্তি দ্বারা জাহান্নামের শাস্তি বুঝানো হয়েছে।

১০২। এবং আরও কতকগুলি লোক আছে যারা নিজেদের অপরাধসমূহ স্বীকার করেছে, যারা মিশ্রিত 'আমল করেছিল, কিছু ভাল, আর কিছু মন্দ, আশা রয়েছে যে, আল্লাহ তাদের প্রতি করুণা দৃষ্টি করবেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।	١٠٢. وَءَاخَرُونَ ٱعْتَرَفُوا۟ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا۟ عَمَلًا صَٰلِحًا وَءَاخَرَ سَيِّئًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

www.waytojannah.com

কিছু মু'মিন অলসতার কারণে জিহাদে অংশ নেয়া থেকে বিরত থাকে

আল্লাহ তা'আলা ঐসব মুনাফিকের অবস্থার বর্ণনা শেষ করলেন যারা মুসলিমদের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত রয়েছিল এবং যুদ্ধে শরীক হওয়া থেকে অনাগ্রহ দেখিয়েছিল, আর মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল ও সন্দেহ প্রকাশ করেছিল। এবার তিনি ঐ পাপীদের বর্ণনা শুরু করলেন যারা শুধুমাত্র অলসতা ও আরামপ্রিয়তার কারণেই জিহাদে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত ছিল। কিন্তু তারা প্রকৃতপক্ষে হক পন্থী ও ঈমানদার ছিল। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَآخَرُونَ اعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ ঐ মুনাফিকদের ছাড়া অন্যরা যে জিহাদে শরীক হওয়া থেকে বিরত ছিল তারা নিজেদের দোষ ও অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছে। তারা এমনই লোক যে, তাদের ভাল আমলও রয়েছে। আর ঐ সৎ আমলের সাথে কিছু দোষত্রুটিও জড়িয়ে ফেলেছে। তাদের এই দোষ-ত্রুটিকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিয়েছেন। কিন্তু ঐ মুনাফিকদের অপরাধ আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করবেননা যাদের কোন সৎ আমলও নেই।

এ আয়াতটি কতকগুলো নির্দিষ্ট ব্যক্তির ব্যাপারে অবতীর্ণ হলেও সমস্ত অপরাধী ও পাপী মু'মিনদের জন্যও এটা সাধারণ এবং তাদের সকলের ব্যাপারেই এটা প্রযোজ্য। ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) উক্তি এই যে, اَخَرُوْنَ দ্বারা আবূ লুবাবা ও তার দলকে বুঝানো হয়েছে, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাবূকের যুদ্ধে না গিয়ে পিছনে রয়ে গিয়েছিল। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবূক হতে ফিরে আসেন তখন আবূ লুবাবা (রাঃ) এবং তার সাথের আরও পাঁচ, সাত অথবা নয় জন নিজেদেরকে মাসজিদের থামের সাথে বেঁধে ফেলে এবং শপথ করে বলে ঃ 'যে পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে স্বয়ং না খুলবেন সেই পর্যন্ত আমাদের বন্ধন খোলা হবেনা।' অতঃপর যখন وَآخَرُونَ اعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বন্ধন খুলে দেন এবং তাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার অপরাধ ক্ষমা করে দেন। (তাবারী ১৪/৪৩৭) এ হাদীসটির বর্ণনা সঠিক নয়। সাঈদ

ইবনুল মুসাইয়িব (রহঃ) হতে *'দালায়িলুল নাবুওয়াহ'* গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণনায় একটি মুরসাল হাদীসও বর্ণিত আছে।

ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, সামুরাহ ইব্‌ন জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, গত রাতে দু'জন আগন্তুক আমার নিকট আগমন করেন এবং আমাকে এমন এক শহর পর্যন্ত নিয়ে যান যা স্বর্ণ ও রৌপ্যের ইট দ্বারা নির্মিত ছিল। সেখানে আমি এমন কতগুলো লোক দেখতে পেলাম যাদের দেহের অর্ধাংশ খুবই সুন্দর ছিল যেমনটি তোমরা কখনও দেখনি। কিন্তু বাকী অর্ধাংশ ছিল অত্যন্ত কুৎসিত যা তোমরা কখনও দেখনি। আমার সঙ্গীদ্বয় তাদেরকে বললেন ঃ 'তোমরা এই নদীতে ডুব দিয়ে এসো।' তারা ডুব দিয়ে যখন বের হয়ে এলো তখন তাদের দেহের কুৎসিত ভাব দূর হল এবং সর্বাঙ্গ সুন্দর দেখাল। আমার সঙ্গীদ্বয় আমাকে বললেন ঃ 'এটা হচ্ছে জান্নাতে আদ্‌ন। এটাই হচ্ছে আপনার বাসস্থান।' অতঃপর তারা বললেন ঃ 'এই যে লোকগুলো, যাদের দেহের অর্ধাংশ ছিল খুবই সুন্দর এবং বাকী অর্ধাংশ ছিল অত্যন্ত কুৎসিত, এর কারণ এই যে, তারা সৎ আমলের সাথে বদ আমলও মিশ্রিত করেছিল। আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।' (ফাতহুল বারী ৮/১৯৩) ইমাম বুখারী (রহঃ) এ আয়াতের তাফসীরে সংক্ষেপে এরূপই রিওয়ায়াত করেছেন।

১০৩। (হে নাবী!) তুমি তাদের ধন-সম্পদ হতে সাদাকাহ গ্রহণ কর, যদ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে, আর তাদের জন্য দু'আ কর। নিঃসন্দেহে তোমার দু'আ হচ্ছে তাদের জন্য শান্তির কারণ, আর আল্লাহ খুব শোনেন, খুব জানেন।	١٠٣. خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
১০৪। তারা কি এটা অবগত নয় যে, আল্লাহই নিজ	١٠٤. أَلَمْ يَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ

বান্দাদের তাওবাহ কবূল করেন, আর তিনিই দান খাইরাত কবূল করে থাকেন, আর এটাও যে, আল্লাহ হচ্ছেন তাওবাহ কবূল করতে এবং অনুগ্রহ করতে পূর্ণ সামর্থ্যবান?	يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِۦ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَٰتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ

যাকাত আদায় এবং এর উপকারিতা

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ হে নাবী! তুমি তাদের মালের যাকাত আদায় কর। এটা তাদেরকে পবিত্র করবে। কিছু কিছু লোক أَمْوَالِهِمْ এর সর্বনাম ঐ লোকদের দিকে ফিরিয়েছেন যারা নিজেদের পাপ ও অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছিল এবং ভাল ও মন্দ উভয় আমল করেছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই হুকুম বিশিষ্ট নয়, বরং এটা সাধারণ হুকুম। আরাব গোত্রগুলোর মধ্যে কিছু লোক যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল। তাদের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছিল যে, ইমামের যাকাত নেয়ার অধিকার নেই, এটা শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। আর এ জন্যই তারা আল্লাহ তা'আলার خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً এই উক্তিকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু আবূ বাকর (রাঃ) এবং অন্যান্য সাহাবীগণ তাদের ভুল ব্যাখ্যা ও বাজে বিশ্বাস খণ্ডন করেন এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তখন বাধ্য হয়ে তারা সেই সময়ের খালীফাকে যাকাত প্রদান করেছে যেমন তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রদান করত। এমন কি আবূ বাকর (রাঃ) ঘোষণা করেছিলেন ঃ 'যদি তারা যাকাত আদায় করা থেকে বিরত থাকে তাহলে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।' (ফাতহুল বারী ১৩/২৬৪)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি وَصَلِّ عَلَيْهِمْ হে নাবী! তুমি তাদের জন্য দু'আ কর এবং ক্ষমা প্রার্থনা কর। যেমন সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবী আউফা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যখনই কারও কাছ থেকে যাকাতের মাল আসত তখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার

জন্য দু'আ করতেন। আমার পিতা যখন যাকাতের মাল নিয়ে এলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আ করলেন ঃ 'হে আল্লাহ! আবূ আউফার (রাঃ) পরিবারের উপর দয়া করুন।' (মুসলিম ২/৭৫৬)

আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ নিশ্চয়ই তোমার দু'আ হচ্ছে তাদের জন্য শান্তির কারণ। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاللّهُ سَمِيعٌ হে নাবী! আল্লাহ তোমার দু'আ শ্রবণকারী। কে তোমার দু'আর দাবীদার তা আল্লাহ খুব ভালই জানেন। আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ তারা কি এটা অবগত নয় যে, আল্লাহই নিজ বান্দাদের তাওবাহ কবূল করেন, আর তিনিই দান-খাইরাত কবূল করে থাকেন? এর উদ্দেশ্য হচ্ছে তাওবাহ ও দান খাইরাতের ব্যাপারে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা। কেননা এ দু'টি জিনিসই মানুষ থেকে পাপকে সরিয়ে দেয় এবং নাফরমানী নিশ্চিহ্ন করে। আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন, যে তাঁর কাছে তাওবাহ পেশ করে তিনি তার সেই তাওবাহ কবূল করে থাকেন। যে ব্যক্তি হালাল উপার্জন থেকে একটি টুকরাও সাদাকাহ করে, আল্লাহ সেটা তাঁর ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি ওটাকে সাদাকাহকারীর জন্য বিনিয়োগ করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত সাদাকাহর একটি মাত্র খেজুরও উহুদ পাহাড়ের মত হয়ে যায়। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই সাদাকাহ কবূল করে থাকেন এবং ওকে নিজের ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি ওর দানকারীর জন্য বড় করতে থাকেন, যেমন তোমরা ঘোড়ার বাচ্চাকে লালন পালন করে বড় করে থাক। শেষ পর্যন্ত সাদাকাহর এক লুকমা খাদ্যও উহুদ পাহাড় সমান হয়ে যায়।' আল্লাহর কিতাবের দ্বারাও এর সত্যতা প্রমাণিত হয়। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ 'তারা কি জানেনা যে, আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের তাওবাহ কবূল করেন এবং যাকাত ও সাদাকাহও গ্রহণ করেন?' মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرْبِى ٱلصَّدَقَٰتِ

আল্লাহ সুদকে ক্ষয় করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৭৬) আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, সাদাকাহর মাল ভিক্ষুকের

www.waytojannah.com

হাতে পড়ার পূর্বেই আল্লাহর হাতে পড়ে। অতঃপর ইব্‌ন মাসঊদ (রাঃ) আল্লাহ তা'আলার أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ এ উক্তিটি পাঠ করেন। (তাবারী ১৪/৪৬০)

১০৫। হে নাবী! তুমি বলে দাও ঃ তোমরা কাজ করতে থাক, অতঃপর তোমাদের কার্যকে অচিরেই দেখে নিবেন আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও ঈমানদারগণ। আর নিশ্চয়ই তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তিত হতে হবে এমন এক সত্তার নিকট যিনি হচ্ছেন সকল অদৃশ্য ও প্রকাশ্য বিষয়ের জ্ঞাতা, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের সকল কৃতকর্ম জানিয়ে দিবেন।	١٠٥. وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُۥ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

অবাধ্যদের প্রতি সাবধান বাণী

মুজাহিদের (রহঃ) উক্তি এই যে, এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণকারীদের জন্য ভীতি প্রদর্শন যে, তাদের কার্যাবলী আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার কাছেও পেশ করা হবে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মু'মিনদের মধ্যেও তাদের কাজ প্রকাশিত হয়ে পড়বে। (তাবারী ১৪/৪৬৩) কিয়ামাতের দিন এটা অবশ্যই হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ

সেই দিন উপস্থিত করা হবে তোমাদেরকে এবং তোমাদের কিছুই গোপন থাকবেনা। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ ঃ ১৮) অন্য জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

يَوْمَ تُبْلَى ٱلسَّرَآئِرُ

যেদিন গোপন বিষয়সমূহ পরীক্ষা করা হবে। (সূরা তারিক, ৮৬ ঃ ৯) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

www.waytojannah.com

وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلصُّدُورِ

এবং অন্তরে যা আছে তা প্রকাশ করা হবে। (সূরা 'আদিয়াত, ১০০ ঃ ১০)

ইমাম বুখারী (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আয়িশা (রাঃ) বলেন, যখন তোমরা কোন মুসলিমের সৎ আমলে সন্তুষ্ট হও তখন তাদেরকে বল ঃ 'তোমরা আমল করে যাও, অনন্তর তোমাদের আমল অচিরেই আল্লাহ, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মু'মিনগণ দেখে নিবেন।' (ফাতহুল বারী ১৩/৫১২) এ ধরনের আরও একটি হাদীস এসেছে। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমরা কারও ভাল আমল দেখে খুশি হয়োনা, বরং অপেক্ষা কর, তার সমাপ্তি ভাল আমলের উপর হচ্ছে কিনা। কেননা একজন আমলকারী দীর্ঘদিন পর্যন্ত সৎ আমল করতে থাকে এবং ঐ সৎ আমলের উপর মারা গেলে সে জান্নাতে চলে যেত। কিন্তু হঠাৎ করে তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং সে খারাপ আমল করতে শুরু করে। আর এক বান্দা এরূপই হয় যে, কিছুকাল সে খারাপ আমল করতে থাকে। ঐ আমলের উপর মারা গেলে নিশ্চিতরূপে সে জাহান্নামে চলে যেত। কিন্তু অকস্মাৎ তার কাজ পরিবর্তন হয়ে যায় এবং সে ভাল আমল করতে শুরু করে। আল্লাহ যখন কোন বান্দার প্রতি কল্যাণের ইচ্ছা করেন তখন মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাকে সাওয়াব লাভের তাওফীক দান করেন এবং সে ঐ সাওয়াবের উপরই মৃত্যুবরণ করে।' জনগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এটা কিরূপে হয়?' তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'তাকে ভাল কাজের তাওফীক দান করা হয়, তারপর তার রূহ কব্‌য করা হয়।' (আহমাদ ৩/১২০)

১০৬। এবং আরও কতক লোক আছে যাদের ব্যাপার মুলতবী রয়েছে আল্লাহর আদেশ আসা পর্যন্ত, হয় তিনি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন, অথবা তাদের তাওবাহ কবূল করবেন, আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।	١٠٦. وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

www.waytojannah.com

তাবূকের যুদ্ধে অংশ না নেয়া তিন জনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেয়ায় বিলম্ব

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন বলেন যে, তারা ছিলেন তিন ব্যক্তি যাদের তাওবাহ কবূল হওয়ার ব্যাপারটা পিছিয়ে গিয়েছিল। তারা হচ্ছেন মারারাহ ইব্‌ন রাবী (রাঃ), কাব ইব্‌ন মালিক (রাঃ) এবং হিলাল ইব্‌ন উমাইয়া (রাঃ)।

তারা তাবূকের যুদ্ধে ঐ লোকদের সাথেই রয়ে গিয়েছিলেন যারা অলসতা ও আরামপ্রিয়তার কারণে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। আর একটি কারণ ছিল এই যে, তাদের বাগানের ফল পেকে গিয়েছিল এবং সময়টা ছিল মনোমুগ্ধকর ও চিত্তাকর্ষক বসন্তকাল। তাদের যুদ্ধের প্রতি অবহেলা, সন্দেহ ও নিফাকের কারণে ছিলনা। তাদের মধ্যে কেহ কেহ এমনও ছিলেন যাঁরা নিজেদেরকে স্তম্ভের সাথে বেঁধে ফেলেছিলেন। যেমন আবূ লুবাবাহ্ ও তার সঙ্গীরা। অন্যান্য কতকগুলো লোক এরূপ করেননি। তারা ছিলেন উপরোল্লিখিত তিন ব্যক্তি। আবূ লুবাবাহ (রাঃ) ও তার সঙ্গীদের তাওবাহ এদের পূর্বেই কবূল হয়েছিল। এই তিন ব্যক্তির তাওবাহ কবূল হওয়ার ব্যাপারে বিলম্ব হয়েছিল। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ

لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَـٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّهُۥ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ. وَعَلَى ٱلثَّلَـٰثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُوا۟ حَتَّىٰٓ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ

আল্লাহ অনুগ্রহের দৃষ্টি করলেন নাবীর অবস্থার প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারগণের অবস্থার প্রতিও, যারা নাবীর অনুগামী হয়েছিল এমন সংকট মুহূর্তে যখন তাদের মধ্যকার এক দলের অন্তর বিচলিত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ তাদের প্রতি অনুগ্রহ দৃষ্টি করলেন; নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের সকলের উপর স্নেহশীল, করুণাময়। আর ঐ তিন ব্যক্তির অবস্থার প্রতিও (অনুগ্রহ করলেন) যাদের ব্যাপার মুলতবী রাখা হয়েছিল এই পর্যন্ত যে, তখন ভূ-

www.waytojannah.com

পৃষ্ঠ নিজ প্রশস্ততা সত্ত্বেও তাদের প্রতি সংকীর্ণ হতে লাগল এবং তারা নিজেরা নিজেদের জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ল; আর তারা বুঝতে পারল যে, আল্লাহর পাকড়াও হতে কোথাও আশ্রয় পাওয়া যেতে পারেনা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করা ব্যতীত; অতঃপর তাদের অবস্থার প্রতিও অনুগ্রহের দৃষ্টি করলেন, যাতে তারা তাওবাহ করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ হচ্ছেন অতিশয় অনুগ্রহকারী, করুণাময়। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১১৭-১১৮) (তাবারী ১৪/৪৬৫, ৪৬৬) যেমন কা'ব ইব্‌ন মালিকের (রাঃ) হাদীসের বর্ণনা আসছে। আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ এটা আল্লাহর ইচ্ছাধীন রয়েছে, তিনি ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন এবং ইচ্ছা করলে তাদের তাওবাহ কবূল করবেন (এবং ক্ষমা করে দিবেন)। কিন্তু আল্লাহর রাহমাত তাঁর গযবের উপর জয়যুক্ত। কে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য এবং কে ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য তা তিনি ভালরূপেই জানেন। وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ তিনি তাঁর কাজে ও কথায় বিজ্ঞানময় এবং তিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ ও রাব্ব নেই।

১০৭। আর কেহ কেহ এমন আছে যারা এ উদ্দেশে মাসজিদ নির্মাণ করেছে যেন তারা (ইসলামের) ক্ষতি সাধন করে এবং কুফরী কথাবার্তা বলে, আর মু'মিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে, আর ঐ ব্যক্তির অবস্থানের ব্যবস্থা করে যে এর পূর্ব হতেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধী, আর তারা শপথ করে বলবে, মঙ্গল ভিন্ন আমাদের আর কোন উদ্দেশ্য নেই; আর আল্লাহ সাক্ষী আছেন যে, তারা সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী।	١٠٧. وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًۢا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ مِن قَبْلُ ۚ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَآ إِلَّا ٱلْحُسْنَىٰ ۖ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ

১০৮। (হে মুহাম্মাদ!) তুমি কখনও ওতে (সালাতের জন্য) দাঁড়াবেনা; অবশ্য যে মাসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন হতেই তাকওয়ার উপর স্থাপিত হয়েছে তা এর উপযোগী যে, তুমি তাতে (সালাতের জন্য) দাঁড়াবে; ওতে এমন সব লোক রয়েছে যারা উত্তম রূপে পবিত্র হওয়াকে পছন্দ করে, আর আল্লাহ উত্তম রূপে পবিত্রতা সম্পাদনকারীদেরকে পছন্দ করেন।	١٠٨. لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ۚ لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا۟ ۚ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِّرِينَ

মাসজিদুল যিরা ও মাসজিদুত তাকওয়া

এই আয়াতগুলির শানে নুযূল (অবতীর্ণ হওয়ার কারণ) এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাদীনায় আগমনের পূর্বে সেখানে খাযরাজ গোত্রের একটি লোক বাস করত যার নাম ছিল আবূ আমির রাহিব। অজ্ঞতার যুগে সে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং আহলে কিতাবের জ্ঞান লাভ করেছিল। জাহিলিয়াতের যুগে সে বড় আবিদ লোক ছিল। নিজের গোত্রের মধ্যে সে খুব মর্যাদা লাভ করেছিল। নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হিজরাত করে মাদীনায় গমন করেন এবং মুসলিমরা তাঁর কাছে একত্রিত হতে শুরু করে ও ইসলামের উন্নতি সাধিত হয় এবং বদরের যুদ্ধে আল্লাহ তা‘আলা মুসলিমদেরকে জয়যুক্ত করেন, তখন এটা অভিশপ্ত আবূ আমিরের কাছে খুবই কঠিন বোধ হয়। সুতরাং সে খোলাখুলিভাবে ইসলামের প্রতি শত্রুতা প্রকাশ করতে শুরু করে এবং মাদীনা হতে পলায়ন করে মাক্কার কাফির ও মুশরিক কুরাইশদের সাথে মিলিত হয়। তাদেরকে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে আরাবের সমস্ত গোত্র একত্রিত হয় এবং উহুদ যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। অবশেষে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মহামহিমান্বিত আল্লাহ এই যুদ্ধে মুসলিমদেরকে পরীক্ষা করেন। তবে পরিণাম ফলতো আল্লাহভীরুদের

জন্যই বটে। ঐ পাপাচারী (আবূ আমির) উভয় ক্যাম্পের মাঝে কয়েকটি গর্ত খনন করে রেখেছিল। একটি গর্তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পড়ে যান এবং আঘাতপ্রাপ্ত হন। তাঁর মুখমন্ডল যখম হয় এবং নীচের দিকের সামনের একটি দাঁত ভেঙ্গে যায়। তাঁর পবিত্র মাথাও যখম হয়। যুদ্ধের শুরুতে আবূ আমির তার কাওম আনসারের দিকে অগ্রসর হয়ে তাঁদেরকে সম্বোধন করে তাকে সাহায্য সহযোগিতার জন্য দা'ওয়াত দেয়। যখন আনসারগণ আবূ আমিরের এসব কার্যকলাপ লক্ষ্য করলেন তখন তারা তাকে বললেন ঃ 'ওরে নরাধম ও পাপাচারী! ওরে আল্লাহর শত্রু! আল্লাহ তোকে ধ্বংস করুন!' এভাবে তারা তাকে গালাগালি করেন ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন করেন। তখন সে বলে ঃ 'আমার পরে আমার কাওম আরও বিগড়ে গেছে।' এ কথা বলে সে ফিরে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তার মাদীনা হতে পলায়নের পূর্বে ইসলামের দা'ওয়াত দিয়েছিলেন এবং কুরআনের অহী শুনিয়েছিলেন। কিন্তু সে ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় এবং ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রতি বদ দু'আ দেন যে, সে যেন নির্বাসিত হয় এবং বিদেশেই যেন সে মৃত্যুবরণ করে। এই বদ দু'আ তার প্রতি কার্যকরী হয়ে যায় এবং এটা এভাবে সংঘটিত হয় যে, জনগণ যখন উহুদ যুদ্ধ শেষ করল এবং সে লক্ষ্য করল যে, ইসলাম দিন দিন উন্নতির দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে তখন সে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে গমন করল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে তার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করল। সম্রাট তাকে সাহায্য করার অঙ্গীকার করল। সে তার আশা পূর্ণ হতে দেখে হিরাক্লিয়াসের কাছেই অবস্থান করল। সে তার কাওম আনসারগণের মধ্যকার মুনাফিকদেরকে এ বলে চিঠি পাঠিয়ে দিল ঃ 'আমি সেনাবাহিনী নিয়ে আসছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হবে। আমরা তাঁর উপর জয়যুক্ত হব এবং ইসলামের পূর্বে তাঁর অবস্থা যেমন ছিল তিনি ঐ অবস্থায়ই ফিরে যাবেন।'

সে ঐ মুনাফিকদের কাছে চিঠিতে আরও লিখল যে, তারা যেন তার জন্য একটা আশ্রয়স্থান নির্মাণ করে রাখে। আর যেসব দূত তার নির্দেশনামা নিয়ে যাবে তাদের জন্যও যেন অবস্থানস্থল ও নিরাপদ জায়গা বানানো হয়, যাতে সে নিজেও যখন যাবে তখন সেটা গুপ্ত অবস্থান রূপে ব্যবহার করা যায়।

www.waytojannah.com

এরই পরিপ্রেক্ষিতে ঐ মুনাফিকরা মাসজিদে কুবার নিকটেই মাসজিদের বাহানায় আর একটি গৃহের ভিত্তি স্থাপন করে এবং ওটাকে পাকা করে নির্মাণ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাবূক অভিমুখে বের হওয়ার পূর্বেই তারা ওর নির্মাণ কাজ শেষ করে ফেলে। অতঃপর তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে আবেদন করে যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেন তাদের ওখানে যান এবং তাদের মাসজিদে সালাত আদায় করেন। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, যাতে এই সনদ হয়ে যায় যে, ঐ মাসজিদটি স্বীয় স্থানে অবস্থানযোগ্য এবং এতে তাঁর সমর্থন রয়েছে। তাঁর সামনে তারা বর্ণনা করে যে, দুর্বল ও রোগাক্রান্ত লোকদের জন্যই তারা ঐ মাসজিদটি নির্মাণ করেছে এবং শীতের রাতে দূরের মাসজিদে যেতে অক্ষম হলে তাদের পক্ষে ঐ মাসজিদে আসা সহজ হবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঐ মাসজিদে সালাত আদায় করা থেকে রক্ষা করতে চাচ্ছিলেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেন ঃ 'এখনতো আমরা সফরে বের হওয়ার জন্য ব্যস্ত রয়েছি, ফিরে এলে আল্লাহ চানতো দেখা যাবে।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাবূক হতে মাদীনার দিকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং মাদীনায় পৌঁছতে এক অথবা দুই দিনের পথ বাকী থাকে বা তার চেয়ে কিছু কম, তখন জিবরাঈল (আঃ) মাসজিদে যিরারের খবর নিয়ে তাঁর কাছে হাযির হন এবং মুনাফিকদের গোপন তথ্য প্রকাশ করে দেন যে, মাসজিদে কুবার নিকটে আর একটি মাসজিদ নির্মাণ করে মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করাই হচ্ছে ঐ কাফির ও মুনাফিকদের আসল উদ্দেশ্য। মাসজিদে কুবা হচ্ছে এমন এক মাসজিদ যার ভিত্তি প্রথম দিন হতেই তাক্ওয়ার উপর স্থাপিত হয়েছে। এটা জানার পর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাদীনা পৌঁছার পূর্বেই কিছু লোককে মাসজিদে যিরার বিধ্বস্ত করার জন্য পাঠিয়ে দেন।

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) এই আয়াতের তাফসীরে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তারা ছিল আনসারের কিছু লোক যারা একটি মাসজিদ নির্মাণ করেছিল এবং আবূ আমির তাদেরকে বলেছিল ঃ 'তোমরা একটি মাসজিদ নির্মাণ কর এবং যথাসম্ভব সেখানে অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের আসবাবপত্র লুকিয়ে রাখ, আর ওটাকে আশ্রয়স্থল ও গুপ্তস্থান বানিয়ে নাও। কেননা আমি রোম বাদশাহর নিকট যাচ্ছি। রোম থেকে আমি সৈন্য-সামন্ত নিয়ে আসব এবং মুহাম্মাদ

www.waytojannah.com

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সঙ্গী সাথীদেরকে মাদীনা হতে বের করে দিব।’ সুতরাং মুনাফিকরা মাসজিদে যিরারের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করে নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয় এবং আবেদন করে ঃ ‘আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা এই যে, আপনি আমাদের মাসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করবেন এবং আল্লাহর কাছে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করার জন্য দু‘আ করবেন।’ তখন মহামহিমান্বিত আল্লাহ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا হতে قَوْمَ الظَّالِمِينَ পর্যন্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন। (তাবারী ১৪/৪৭০)

যারা এ মাসজিদটি নির্মাণ করেছিল তারা শপথ করে বলেছিল ঃ وَلَيَحْلِفَنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْحُسْنَى আমরাতো সৎ উদ্দেশেই এর ভিত্তি স্থাপন করেছি। আমাদের লক্ষ্য শুধু জনগণের মঙ্গল কামনা। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী। তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে মাসজিদুল কুবার ক্ষতি সাধন করা, কুফরী ছড়িয়ে দেয়া, মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ-বিচ্ছেদ সৃষ্টি করা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য গোপন ঘাঁটি বানিয়ে রাখা, যেখানে তাদের পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হবে। ঐ লোকটি হচ্ছে ফাসিক আবূ আমির যাকে রাহিব বা আবিদ বলা হত। আল্লাহ তার উপর লা’নত বর্ষণ করুন।

মাসজিদুল কুবার মর্যাদা

আল্লাহ তা‘আলার উক্তি ঃ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا আল্লাহ তা‘আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মাসজিদুল যিরায় সালাত আদায় করতে নিষেধ করে দিয়েছেন। সালাত আদায় না করার মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারী এবং উম্মাতও শামিল রয়েছে। অতঃপর মাসজিদে কুবায় সালাত আদায় করতে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। প্রথম থেকেই মাসজিদে কুবার ভিত্তি তাকওয়ার উপর স্থাপন করা হয়েছে। তাকওয়া বলা হয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করাকে। এখানে মুসলিমরা পরস্পর মিলিত হয় এবং ধর্মীয় বিষয়ে পরামর্শ করে। এটা হচ্ছে ইসলাম ও আহলে ইসলামের আশ্রয়স্থল। এ জন্যই আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

www.waytojannah.com

لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ অবশ্য যে মাসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন হতেই তাক্ওয়ার উপর স্থাপিত হয়েছে তা এরই উপযোগী যে, তুমি তাতে সালাতের জন্য দাঁড়াবে। সহীহ হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'মাসজিদে কুবায় সালাত আদায় করা (সাওয়াবের দিক দিয়ে) একটি উমরাহ করার মত।' (তিরমিযী ৩২৪, ইব্ন মাজাহ ১/৪৫২) আরও সহীহ হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসজিদে কুবায় কখনও সাওয়ার হয়ে আসতেন এবং কখনও পদব্রজেও আসতেন। (ফাতহুল বারী ৩/৮২, মুসলিম ১৩৯৯)

উওয়াইম ইব্ন সাঈদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসজিদে কুবায় তাদের নিকট আগমন করেন এবং জিজ্ঞেস করেন ঃ 'তোমাদের মাসজিদের ঘটনায় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পবিত্রতার ব্যাপারে অতি উত্তম ভাষায় প্রশংসা করেছেন, তোমরা যদ্বারা পবিত্রতা লাভ করে থাক সেটা কি?' তারা উত্তরে বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহর শপথ, আমরাতো এটা ছাড়া আর কিছুই জানিনা যে, ইয়াহুদীরা আমাদের প্রতিবেশী ছিল। তারা পায়খানার কাজ সেরে পানি দ্বারা তাদের গুহ্যদ্বার ধৌত করত। সুতরাং আমরাও তদ্রূপ করে থাকি।' (আহমাদ ৩/৪২২) ইব্ন খুযাইমাহও (রহঃ) স্বীয় সহীহ গ্রন্থে অনুরূপ লিখেছেন। (হাদীস নং ১/৪৫)

যে প্রাচীন মাসজিদগুলির প্রথম ভিত্তি এক ও লা-শারিক আল্লাহর ইবাদাতের উপর প্রতিষ্ঠিত সেগুলিতে সালাত আদায় করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। জামা'আতে সালিহীন ও ইবাদে আমিলীনের সাথে সালাত আদায় করা উচিত এবং যথানিয়মে পূর্ণ মাত্রায় উযূ করা দরকার, আর অপবিত্রতা হতে মুক্ত থাকা উচিত।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাজরের সালাত আদায় করান এবং তাতে সূরা 'রূম' পাঠ করেন। পাঠে তাঁর কিছু ত্রুটি হয়। সালাত শেষে তিনি বলেন ঃ 'কুরআন পাঠে আমরা মাঝে মাঝে ভুল করি। তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ এমনও রয়েছে যে আমার সাথে সালাত আদায় করে, কিন্তু উত্তম রূপে উযূ করেনা। সুতরাং যে আমাদের সাথে সালাত আদায় করতে চায় তার উচিত উত্তম রূপে উযূ করা।' (আহমাদ ৩/৪৭১, ৪৭২)

১০৯। তাহলে কোন্ ব্যক্তি উত্তম, যে ব্যক্তি স্বীয়	١٠٩. أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَـٰنَهُۥ

www.waytojannah.com

ইমারাতের ভিত্তি আল্লাহভীতির উপর এবং তাঁর সন্তুষ্টির উপর স্থাপন করেছে অথবা সেই ব্যক্তি যে স্বীয় ইমারাতের ভিত্তি স্থাপন করেছে কোন গহ্বরের কিনারায়, যা ধ্বসে পড়ার উপক্রম, অতঃপর তা তাকে নিয়ে জাহান্নামের আগুনে পতিত হয়? আর আল্লাহ এমন যালিমদেরকে (ধর্মের) জ্ঞান দান করেননা।	عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَٰنَهُۥ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَٱنْهَارَ بِهِۦ فِى نَارِ جَهَنَّمَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ
১১০। তাদের এই ইমারাত যা তারা নির্মাণ করেছে, তা সদা তাদের মনে খট্‌কা সৃষ্টি করতে থাকবে, যে পর্যন্ত তাদের অন্তরই ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, আর আল্লাহ হচ্ছেন মহাজ্ঞানী।	١١٠. لَا يَزَالُ بُنْيَٰنُهُمُ ٱلَّذِى بَنَوْا۟ رِيبَةً فِى قُلُوبِهِمْ إِلَّآ أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

মাসজিদুত তাকওয়া ও মাসজিদুল যিরার মধ্যে পার্থক্য

আল্লাহ তা'আলা বলছেন যে, যারা মাসজিদের ভিত্তি তাকওয়া ও আল্লাহর সন্তুষ্টির উপর স্থাপন করেছে, আর যারা মাসজিদে যিরার ও মাসজিদে কুফর বানিয়েছে এবং মু'মিনদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেছে ও আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশে ঐ মাসজিদকে আশ্রয়স্থল করেছে তারা কখনও সমান হতে পারেনা। ঐ লোকগুলোতো মাসজিদে যিরারের ভিত্তি যেন একটি গহ্বরের কিনারার উপর স্থাপন করেছে, যা ধ্বসে পড়ার উপক্রম, অতঃপর তা তাকে নিয়ে জাহান্নামের আগুনে পতিত হয়েছে। وَاللّٰهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ যারা সীমালংঘন করে

আল্লাহ তাদেরকে সুপথ প্রদর্শন করেননা। অর্থাৎ বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের আমলকে সংশোধন করেননা।

যাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন ঃ 'আমি মাসজিদে যিরারটি দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশক্রমে যখন তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয় তখন তার থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছিল।' (তাবারী ১৪/৪৯৩) আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

لاَ يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ ঐ ইমারাত যা তারা নির্মাণ করেছে, তা সর্বদা তাদের মনে খটকা সৃষ্টি করতে থাকবে। এর কারণে তাদের অন্তরে নিফাকের বীজ বপন করার কাজ চলতে থাকবে, যেমন গো-বৎস পূজারীদের অন্তরে ওর মহব্বত সৃষ্টি হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِلاَّ أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), হাবীব ইব্‌ন আবী শাবিত (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) এবং সালাফগণের আরও অনেকে বলেছেন এর অর্থ হচ্ছে যতক্ষণ না তারা মৃত্যু বরণ করে। (তাবারী ১৪/৪৯৫-৪৯৭) অবশ্যই যদি তাদের সেই অন্তরই ধ্বংস হয়ে যায় তাহলেতো কোন কথাই থাকেনা। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের আমলগুলি সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল এবং তিনি ভাল ও মন্দের প্রতিদান দেয়ার ব্যাপারে মহাজ্ঞানী ও বড়ই বিজ্ঞানময়।

১১১। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মু'মিনদের নিকট থেকে তাদের প্রাণ ও তাদের ধন সম্পদসমূহকে এর বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন যে, তাদের জন্য জান্নাত রয়েছে, তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, যাতে তারা (কখনও) হত্যা করে এবং (কখনও) নিহত হয়, এর কারণে (জান্নাত প্রদানের) সত্য অঙ্গীকার করা	١١١. إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ ۚ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا

হয়েছে তাওরাতে, ইঞ্জীলে এবং কুরআনে। নিজের অঙ্গীকার পালনকারী আল্লাহ অপেক্ষা অধিক আর কে আছে? অতএব তোমরা আনন্দ করতে থাক তোমাদের এই ক্রয় বিক্রয়ের উপর, যা তোমরা সম্পাদন করেছ, আর এটা হচ্ছে বিরাট সফলতা।	فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِۦ مِنَ ٱللَّهِ ۚ فَٱسْتَبْشِرُوا۟ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُم بِهِۦ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

জান্নাতের বিনিময়ে মুজাহিদের জীবন ক্রয়

এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি তাঁর মু'মিন বান্দাদেরকে তাঁর পথে ব্যয়কৃত জান ও মালের বিনিময় হিসাবে জান্নাত প্রদান করবেন। আর এটা বিনিময় নয় বরং তাঁর ফায্‌ল, কার্‌ম ও অনুগ্রহ। কেননা বান্দাদের সাধ্যে যা ছিল তা তারা করেছে। এখন তিনি তাঁর অনুগত বান্দাদের জন্য কোন বিনিময় বা প্রতিদান ঠিক করলে জান্নাতই ঠিক করবেন। এ জন্যই হাসান বাসরী (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর বান্দাদের সাথে বেচাকেনা করলেন তখন তিনি তাদের খিদমাতের বিনিময়ে বিরাট ও উচ্চমূল্য প্রদান করলেন। শিমর ইব্‌ন আতিয়্যা (রহঃ) বলেন যে, এমন কোন মুসলিম নেই যার স্কন্ধে আল্লাহর অঙ্গীকার ও চুক্তি নেই, যা সে পূর্ণ করে এবং যার উপর সে মৃত্যুবরণ করে। অতঃপর তিনি উপরোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন। (তাবারী ১৪/৪৯৯) এ জন্যই বলা হয় যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদে যোগ দিল সে যেন আল্লাহর সাথে বেচাকেনা করল। আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, অতঃপর হয় হত্যা করে না হয় নিহত হয়। সর্বাবস্থায়ই তাদের জন্য জান্নাত অবধারিত রয়েছে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে এসেছে ঃ 'যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে যুদ্ধের জন্য বের হয়, আর এই বের হওয়ার পেছনে একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁর পথে জিহাদ করা এবং তাঁর রাসূলদের সত্যতা প্রমাণ করা, এ অবস্থায়ই যদি তার মৃত্যু হয় তাহলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর যদি

মারা না যান তাহলে আল্লাহ এই দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন যে, সে যেখান থেকে বের হয়েছে সেখানে তাকে তার লাভকৃত গানীমাতের মালসহ পৌঁছে দিবেন।' (ফাতহুল বারী ৬/২৫৪, মুসলিম ৩/১৪৯৬)

وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এই উক্তিটি তাঁর ওয়াদার গুরুত্ব হিসাবে করা হয়েছে। বলা হচ্ছে যে, তিনি নিজের পবিত্র সত্তার উপর এটা ফার্‌য করে নিয়েছেন এবং তাঁর রাসূলদের উপর তাঁর এই ওয়াদার অহীও পাঠিয়েছেন, যা মূসার (আঃ) উপর অবতারিত কিতাব তাওরাতে লিপিবদ্ধ আছে এবং ঈসার (আঃ) উপর অবতারিত কিতাব ইঞ্জীলেও লিখিত রয়েছে, আর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতারিত কিতাব আল কুরআনে লিখা আছে। তাঁদের সবারই উপর আল্লাহর দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক। মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ আল্লাহ অপেক্ষা স্বীয় ওয়াদা অধিক পূর্ণকারী আর কে হতে পারে? কেননা তিনি কখনও ওয়াদা ভঙ্গ করেননা। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا

এবং বাক্যে আল্লাহ অপেক্ষা কে বেশি সত্য পরায়ণ? (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৮৭) আর এক স্থানে তিনি বলেন ঃ

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا

এবং কে আল্লাহ অপেক্ষা বাক্যে অধিকতর সত্য পরায়ণ? (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১২২) অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ আল্লাহর সাথে তোমরা যে বেচা-কেনা করেছ এতে তোমরা খুশি হয়ে যাও এবং এই সফলতা হচ্ছে বিরাট সফলতা, যদি তোমরাও নিজেদের অঙ্গীকার পূর্ণ কর।

১১২। তারা হচ্ছে তাওবাহকারী, ইবাদাতকারী, আল্লাহর প্রশংসা-কারী, সিয়াম পালনকারী, রুকু ও	١١٢. ٱلتَّٰٓئِبُونَ ٱلْعَٰبِدُونَ ٱلْحَٰمِدُونَ ٱلسَّٰٓئِحُونَ

www.waytojannah.com

সাজদাহকারী, সৎ বিষয় শিক্ষা প্রদানকারী এবং মন্দ বিষয়ে বাধা প্রদানকারী, আল্লাহর সীমাসমূহের (অর্থাৎ আহকামের) সংরক্ষণকারী; আর তুমি এমন মু'মিনদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দাও।	ٱلرَّٰكِعُونَ ٱلسَّٰجِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱلْحَٰفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ

এই পবিত্র আয়াতটি ঐ মু'মিনদের প্রশংসায় অবতীর্ণ হয়েছে যাদের জান ও মালকে আল্লাহ তা'আলা তাদের এই উত্তম গুণাবলীর বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন। তারা তাওবাহ করে এবং সমস্ত পাপ ও নির্লজ্জতাপূর্ণ কাজ থেকে বিরত থাকে, নিজেদের রবের ইবাদাতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং নিজেদের কথা ও কাজে একাগ্র থাকে। কথার মধ্যে বিশিষ্ট বিষয় হচ্ছে আল্লাহর প্রশংসা। এ জন্যই মহান আল্লাহ اَلْحَامِدُوْنَ বলছেন। আর আমল ও কাজের দিক দিয়ে উত্তম কাজ হচ্ছে সিয়াম। সিয়াম বা রোযা হচ্ছে পানাহার, স্ত্রী-সহবাস হতে বিরত থাকা। আর سَلِحَات দ্বারা এই সিয়ামকেই বুঝানো হয়েছে। অনুরূপভাবে رُكُوْع ও سُجُوْد দ্বারা صَلَوة (সালাত) অর্থ নেয়া হয়েছে এবং رَاكِعُوْنَ ও سَاجِدُوْنَ বলা হয়েছে। তারা শুধু নিজেদের উপকারের প্রতি লক্ষ্য রেখেই ইবাদাত করেনা, বরং আল্লাহর অন্যান্য বান্দাদেরকেও সুপথ প্রদর্শন করে 'সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ' এর উপর আমল করে উপকার পৌঁছে থাকে। কোন্ কাজ করা উচিত এবং কোন্ কাজ পরিত্যাগ করা ওয়াজিব এসব কথা বাতলে থাকে, আর জ্ঞান ও আমল উভয় প্রকারে হালাল ও হারামের ব্যাপারে আল্লাহর সীমা সংরক্ষণের প্রতি তারা পূর্ণ দৃষ্টি রাখে। সুতরাং তারা আল্লাহর ইবাদাত ও সৃষ্টজীবের মঙ্গল কামনা, এই উভয় প্রকারের ইবাদাতে অগ্রগামী। এ জন্যই মহান রাব্ব আল্লাহ বলেন, وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ মু'মিনদেরকে শুভ সংবাদ দিয়ে দাও, কেননা ও দু'টির সমষ্টির নামই হচ্ছে ঈমান। পূর্ণমাত্রায় সৌভাগ্য তারাই লাভ করেছে যারা এই দু'টি গুণে গুণান্বিত।

www.waytojannah.com

১১৩। নাবী ও অন্যান্য মু'মিনদের জন্য জায়িয নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, যদিও তারা আত্মীয়ই হোক না কেন, এ কথা প্রকাশ হবার পর যে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী।	١١٣. مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓاْ أُوْلِي قُرْبَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَٰبُ ٱلْجَحِيمِ
১১৪। আর ইবরাহীমের নিজ পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা শুধু সেই ওয়াদার কারণে ছিল, যে ওয়াদা সে তার সাথে করেছিল। অতঃপর যখন তার নিকট এ বিষয় প্রকাশ পেল যে, সে (পিতা) আল্লাহর দুশমন, তখন সে তা হতে সম্পূর্ণ রূপে নির্লিপ্ত হয়ে গেল। বাস্তবিকই ইবরাহীম ছিল অতিশয় কোমল হৃদয়, সহনশীল।	١١٤. وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥٓ أَنَّهُۥ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ لَأَوَّٰهٌ حَلِيمٌ

বহু ঈশ্বরবাদীদের জন্য দু'আ করায় নিষেধাজ্ঞা

মুসনাদ আহমাদে ইব্‌ন মুসাইয়াব (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তার পিতা আবূ মুসাইয়াব (রাঃ) বলেছেন ঃ আবূ তালিব যখন মারা যাচ্ছিলেন, সেই সময় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কাছে গমন করেন। ঐ সময় তাঁর কাছে আবূ জাহল ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবী উমাইয়া উপস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'হে চাচা! আপনি 'লা-ইলাহা

ইল্লাল্লাহ' পাঠ করুন! এই বাক্যটিকেই আমি আপনার পক্ষে আল্লাহর নিকট ক্ষমা করার জন্য আরয করব।' তখন আবূ জাহল এবং আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবী উমাইয়া বলল ঃ 'হে আবূ তালিব! আপনি কি আবদুল মুত্তালিবের মিল্লাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবেন?' আবূ তালিব তখন বললেন ঃ 'আমি আবদুল মুত্তালিবের মিল্লাতের উপরই থাকব।' এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন ঃ 'আমি ঐ পর্যন্ত আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকব যে পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা আমাকে নিষেধ না করেন।' আল্লাহ তা'আলা তখন مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ ... এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। 'নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মু'মিনদের জন্য এটা জায়িয নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।' নিম্নের আয়াতটিও এই সম্পর্কেই নাযিল হয়।

إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ

তুমি যাকে ভালবাস, ইচ্ছা করলেই তাকে সৎ পথে আনতে পারবেনা। তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎ পথে আনেন এবং তিনিই ভাল জানেন কারা সৎ পথ অনুসরণকারী। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৫৬) (আহমাদ ৫/৪৩৩, ফাতহুল বারী ৮/১৯২, মুসলিম ১/৫৪)

ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, সুলাইমান ইব্‌ন বুরাইদাহ (রহঃ) বলেন যে, তার পিতা বলেন ঃ আমরা এক সফরে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাক্কা পৌঁছে একটি কাবরের পাশে এসে বসে পড়েন এবং কিছু বলতে শুরু করেন। অতঃপর তিনি কাঁদতে কাঁদতে উঠে দাঁড়ান। তাঁর চোখ ছিল অশ্রুসিক্ত। তখন আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি যা করেছেন তা আমরা দেখেছি। তিনি বললেন ঃ 'আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট আমার মায়ের কাবর যিয়ারাত করার অনুমতি চেয়েছিলাম। তিনি আমাকে অনুমতি দিয়েছেন। অতঃপর আমি তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার অনুমতি চাইলে আমাকে অনুমতি দেয়া হয়নি।' সেই দিন তিনি এত বেশি কেঁদেছিলেন যে, ইতোপূর্বে আমরা তাঁকে কখনও এত কাঁদতে দেখিনি। (তাবারী ৬/৪৮৯)

আল আউফী (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার ইচ্ছা

www.waytojannah.com

করেছিলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তা থেকে নিষেধ করেন। তখন তিনি বলেন 'ইবরাহীম খালীলুল্লাহ (আঃ) তো তাঁর পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন।' এ সময় আল্লাহ তা'আলা **مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى** *নাবী ও অন্যান্য মু'মিনদের জন্য জায়েয নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, যদিও তারা আত্মীয়ই হোক না কেন।* এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন যে, এই আয়াতের ব্যাপারে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, লোকেরা তাদের মৃতদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করত। তখন ... **وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ** এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। জনগণ তখন ঐ নাজায়িয ক্ষমা প্রার্থনা থেকে বিরত থাকে। কিন্তু মুসলিমদেরকে তাদের জীবিত মুশ্‌রিক আত্মীয় স্বজনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে নিষেধ করা হয়নি। (তাবারী ১৪/৫১৩)

فَلَمَّا تَبَيَّنَ সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পিতার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন। তার মৃত্যুর পর যখন তিনি অবহিত হলেন যে, সে আল্লাহর শত্রু ছিল তখন তিনি তা থেকে বিরত থাকেন। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ যখন তাঁর বাবা মারা যায় তখন তিনি বুঝতে পারেন যে, সে আল্লাহর শত্রু হিসাবে মারা গেছে। (তাবারী ১৪/৫১৯) মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আরও অনেকে অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ১৪/৫১৮-৫১৯)

উবাইদ ইব্ন উমাইর (রহঃ) এবং সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, কিয়ামাতের দিন ইবরাহীম (আঃ) যখন পিতার সাথে মিলিত হবেন তখন দেখবেন যে, সে অত্যন্ত ব্যাকুল ও উদ্বিগ্ন হয়ে ফিরছে। ঐ সময় তাঁর পিতা তাঁকে বলবে ঃ 'হে ইবরাহীম! (দুনিয়ায়) আমি তোমার কথা মানিনি। কিন্তু আজ আমি তোমার কোন কথাই অমান্য করবনা।' তখন ইবরাহীম (আঃ) বলবেন ঃ 'হে আমার রাব্ব! আপনি কি আমার সাথে ওয়াদা করেননি যে, কিয়ামাতের দিন আমাকে অপমানিত করবেননা? তাহলে আজকের দিন এর চেয়ে বড় অপমান আর কি হতে পারে (যে, আমার পিতা অত্যন্ত লাঞ্ছিতভাবে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে)?' তখন তাঁকে বলা হবে ঃ 'তোমার পিছন দিকে তাকাও।' তিনি তখন দেখতে পাবেন যে, একটি রক্তাক্ত হায়েনা পড়ে রয়েছে এবং ওর পা ধরে টেনে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। (তাবারী ১৪/৫২১) আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

www.waytojannah.com

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ *বাস্তবিকই ইবরাহীম ছিল অতিশয় কোমল হৃদয়, সহনশীল।* ইব্‌ন মাসঊদ (রাঃ) বলেন যে, أَوَّاهٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে অত্যধিক প্রার্থনাকারী। এও বর্ণিত হয়েছে যে, 'আওয়াহ' (আরাবী) শব্দের অর্থ করা হয়েছে ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর কাছে অনুনয়-বিনয় করে তাঁর করুনা প্রার্থনা করে, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে ইত্যাদি।

১১৫। আর আল্লাহ এরূপ নন যে, কোন জাতিকে হিদায়াত করার পর পথভ্রষ্ট করেন, যে পর্যন্ত না তাদেরকে সেই সব বিষয় পরিস্কারভাবে বলে দেন, যে বিষয়ে তারা তাকওয়া অবলম্বন করবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ হচ্ছেন সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ।	١١٥. وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًۢا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ
১১৬। নিশ্চয়ই আল্লাহরই রাজত্ব রয়েছে আসমানসমূহে ও যমীনে। তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান; আল্লাহ ছাড়া তোমাদের না কোন বন্ধু আছে, আর না কোন সাহায্যকারী।	١١٦. إِنَّ ٱللَّهَ لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ يُحْىِۦ وَيُمِيتُ ۚ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّ وَلَا نَصِيرٍ

সত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেই অবাধ্যতার শাস্তি প্রযোজ্য

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মহান সত্তা ও ন্যায়নীতিপূর্ণ হিকমাত সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন যে, যতক্ষণ না তিনি কোন কাওমের নিকট রাসূল পাঠিয়ে ফিতনা খতম করেন এবং সত্য প্রতিভাত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে পথভ্রষ্টতার জন্য ছেড়ে দেননা। যেমন তিনি অন্য এক জায়গায় বলেন ঃ

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَٰهُمْ

আর ছামূদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার এই যে, আমি তাদেরকে পথ নির্দেশ করেছিলাম। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ১৭) মুজাহিদ (রহঃ) আল্লাহ তা'আলার وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ এই উক্তি সম্পর্কে বলেন যে, মৃত মুশরিকদের জন্য মু'মিনদের ক্ষমা প্রার্থনা করা ত্যাগ করার ব্যাপারে মহিমান্বিত আল্লাহর বর্ণনাটি হচ্ছে বিশেষ প্রনিধানযোগ্য। আর তাদের তাঁর আনুগত্য করা এবং অবাধ্যতার কাজ না করা হচ্ছে সাধারণ। অতএব মেনে চল, অথবা শাস্তি ভোগ কর। (তাবারী ১৪/৫৩৭)

ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, যদি তোমরা তোমাদের মধ্যস্থিত মৃত মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর তাহলে কেন তিনি তোমাদের উপর পথভ্রষ্টতার ফাইসালা দিবেননা? কেননা তিনি তোমাদেরকে হিদায়াত দান করেছেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনার তাওফীক দিয়েছেন। আর তোমাদেরকে নিষিদ্ধ বিষয় হতে দূরে রেখেছেন এবং তোমরা তা থেকে বিরত থেকেছ। কিন্তু এর পূর্বে নয়, যতক্ষণ না তিনি ঐ নিষিদ্ধ বিষয়গুলোর নিকৃষ্টতা বর্ণনা করে দিয়েছেন, যখন তোমরা ঐগুলোর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছ। ঐ অবস্থায় কি করে তিনি তোমাদের উপর পথভ্রষ্টতার হুকুম লাগাতে পারেন যখন পর্যন্ত তোমাদেরকে সাবধান করা হয়নি? কেননা আনুগত্যতা ও অবাধ্যতাতো আদেশ ও নিষেধের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু যে ঈমানই আনেনি এবং বিরতও থাকেনি, তাকে অনুগত বলা যাবেনা এবং অবাধ্যও বলা যাবেনা। (তাবারী ১৪/৫৩৬) আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يُحْيِـــي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّٰهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ আল্লাহরই রাজত্ব রয়েছে আসমানসমূহে ও যমীনে এবং তিনিই জীবন দান করেন ও তিনিই মৃত্যু ঘটান। ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন, এটা দ্বারা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর মু'মিন বান্দাদেরকে কাফির ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রতি উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রদান করা হয়েছে এবং এ কথা বুঝানো হয়েছে যে, তাদের আল্লাহ তা'আলার সাহায্যের উপর ভরসা করা উচিত এবং তাঁর শত্রুদেরকে মোটেই ভয় করা উচিত নয়। কেননা আল্লাহ ছাড়া তাদের না কোন বন্ধু আছে, আর না আছে কোন সাহায্যকারী। (তাবারী ১৪/৫৩৮)

www.waytojannah.com

১১৭। আল্লাহ অনুগ্রহের দৃষ্টি করলেন নাবীর অবস্থার প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের অবস্থার প্রতিও, যারা নাবীর অনুগামী হয়েছিল এমন সংকট মুহূর্তে যখন তাদের মধ্যকার এক দলের অন্তর বিচলিত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ তাদের প্রতি অনুগ্রহ দৃষ্টি করলেন; নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের সকলের উপর স্নেহশীল, করুণাময়।	١١٧. لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّهُۥ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

তাবূকের যুদ্ধের বর্ণনা

মুজাহিদ (রহঃ) প্রমুখ মনীষী বলেন যে, এ আয়াতটি তাবূকের যুদ্ধ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ জনগণ যখন তাবূকের যুদ্ধে বের হন তখন কঠিন গরমের সময় ছিল। সেটা ছিল দুর্ভিক্ষের বছর এবং পানি ও পাথেয়র বড়ই সংকট ছিল। (তাবারী ১৪/৫৪০) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, যখন মুজাহিদরা তাবূকের পথে যাত্রা শুরু করেন তখন ছিল কঠিন গরমের সময়। মুজাহিদরা কত বড় বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন তা আল্লাহ তা'আলাই জানেন। আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, তারা যখন সিরিয়ায় পৌঁছেন তখন একটি খেজুরকে দু'টুকরা করে দু'জন মুজাহিদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হত। কখনও কখনও একটি খেজুর একজন হতে অন্যজনকে চুষতে দেয়া হত এবং এরপর পানি পান করতেন। এভাবেই তাঁরা সান্ত্বনা লাভ করতেন। অতঃপর মহান আল্লাহ তাঁদের প্রতি দয়া পরবশ হন। তাঁরা যুদ্ধক্ষেত্র হতে ফিরে আসেন। (তাবারী ১৪/৫৪১)

আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, উমার ইব্‌ন খাত্তাবকে (রাঃ) তাবূকের সংকট সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ আমরা তাবূকের উদ্দেশে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বের হই। কঠিন গরমের মৌসুম ছিল। আমরা এক জায়গায় অবস্থান করি। সেখানে আমরা পিপাসায়

www.waytojannah.com

এমন কাতর হয়ে পড়ি যে, মনে হল আমরা প্রাণে আর বাঁচবনা। কেহ পানির খোঁজে বের হলে সে বিশ্বাস করে নিত যে, ফিরার পূর্বেই তার মৃত্যু ঘটে যাবে। লোকেরা উট যবাহ করত। উটের পাকস্থলীর এক জায়গায় পানি সঞ্চিত থাকত। তারা তা বের করে নিয়ে পান করত। তখন আবূ বাকর (রাঃ) বললেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহতো আপনার দু'আ সব সময় কবূল করেছেন। সুতরাং আপনি আমাদের জন্য দু'আ করুন।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'আপনারা কি এটাই চান?' আবূ বাকর (রাঃ) উত্তরে বললেন ঃ 'হ্যাঁ!' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন দু'আর জন্য তাঁর হাত দু'টি উঠালেন এবং বৃষ্টি বর্ষণ শুরু না হওয়া পর্যন্ত তিনি তাঁর হাত নিচে নামালেননা। দু'আ শেষ না হতেই আকাশ মেঘে ছেয়ে গেল এবং মুষলধারে বৃষ্টি হতে লাগল। কিছুক্ষণ পর বৃষ্টি থেমে গেল এবং আবার বৃষ্টি হতে লাগল। জনগণ পানি দ্বারা তাদের পাত্রগুলি ভর্তি করে নিল। কোথায় কোথায় বৃষ্টি হয়েছে তা দেখার জন্য আমরা বের হলাম। দেখলাম যে, আমাদের ক্যাম্পের চারপাশ ছাড়া আর কোন জায়গায় বৃষ্টি বর্ষিত হয়নি। (তাবারী ১৪/৫৩৯)

ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) আল্লাহ তা'আলার لَقَد تَّابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ এই উক্তি সম্পর্কে বলেন যে, এই আয়াতের عُسْرَة শব্দ দ্বারা জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় ব্যয়, পথ খরচ এবং পানির সংকীর্ণতা বুঝানো হয়েছে।

مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ এরপর তাদের মধ্যকার এক দলের অন্তর বিচলিত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তারা সত্যের পথ থেকে সরে পড়ার কাছাকাছি হয়েছিল। তারা এই সফরে এত বড় বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল যে, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীনের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে উঠেছিল। ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি দয়া করেন এবং তাদেরকে তাঁর দিকে ফিরে আসার তাওফীক দান করেন। আর তাদেরকে দীনের উপর অটল থাকার মর্যাদা প্রদান করেন। তিনি বড়ই স্নেহশীল ও করুণাময়।

www.waytojannah.com

১১৮। আর ঐ তিন ব্যক্তির অবস্থার প্রতিও (অনুগ্রহ করলেন) যাদের ব্যাপার মুলতবী রাখা হয়েছিল এই পর্যন্ত যে, তখন ভূ-পৃষ্ঠ নিজ প্রশস্ততা সত্ত্বেও তাদের প্রতি সংকীর্ণ হতে লাগল এবং তারা নিজেরা নিজেদের জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ল; আর তারা বুঝতে পারল যে, আল্লাহর পাকড়ও হতে কোথাও আশ্রয় পাওয়া যেতে পারেনা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করা ব্যতীত; অতঃপর তাদের অবস্থার প্রতিও অনুগ্রহের দৃষ্টি করলেন, যাতে তারা তাওবাহ করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ হচ্ছেন অতিশয় অনুগ্রহকারী, করুণাময়।	١١٨. وَعَلَى ٱلثَّلَٰثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّىٰٓ إِذَا ضَاقَتۡ عَلَيۡهِمُ ٱلۡأَرۡضُ بِمَا رَحُبَتۡ وَضَاقَتۡ عَلَيۡهِمۡ أَنفُسُهُمۡ وَظَنُّوٓاْ أَن لَّا مَلۡجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّآ إِلَيۡهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيۡهِمۡ لِيَتُوبُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ
১১৯। হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাক।	١١٩. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّٰدِقِينَ

ঐ তিন ব্যক্তি যাদের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে রাসূল (সাঃ) বিলম্ব করেছিলেন

আবদুল্লাহ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, কা'ব ইব্‌ন মালিক (রাঃ) তাবূকের যুদ্ধে তাঁর অংশগ্রহণ না করার কাহিনী এবং রাসূলুল্লাহ

www.waytojannah.com

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে গমন না করার ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, তাবূকের যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোন যুদ্ধে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গ লাভ থেকে বঞ্চিত হইনি। অবশ্য বদর যুদ্ধেও আমি শরীক হতে পারিনি। তবে এ যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করতে পারেনি তাদের প্রতি আল্লাহ কোন দোষারোপ করেননি। ব্যাপারটা ছিল এই যে, ঐ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশদের একটি যাত্রীদলের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেছিলেন। সেখানে আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছানুযায়ী পূর্বে কোন দিন নির্ধারণ করা ছাড়াই তাঁর শত্রুদের সাথে মুকাবিলা হয়। আকাবার রাতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথেই ছিলাম, তিনি ইসলামের উপর আমাদের বাইআত গ্রহণ করেছিলেন। বদরের যুদ্ধে উপস্থিতি অপেক্ষা আকাবার রাতে উপস্থিতি আমার নিকট বেশি পছন্দনীয় ছিল, যদিও জনগণের মধ্যে বদরের খ্যাতি বেশি রয়েছে। তাবূকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আমি যে অংশগ্রহণ করতে পারিনি তার ঘটনা এই যে, যে সময় আমি তাবূকের যুদ্ধ থেকে পিছনে রয়ে গিয়েছিলাম সেই সময় আমার শারীরিক শক্তি, আর্থিক অবস্থা ছিল খুবই ভাল। ইতোপূর্বে আমার কখনও দু’টি সাওয়ারী ছিলনা। কিন্তু এই যুদ্ধে আমি দু’টি সাওয়ারীও রাখতে পারতাম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন যুদ্ধে যাত্রার ইচ্ছা করতেন তখন তিনি সাধারণভাবে এ সংবাদ আগে থেকেই কেহকে কিছু জানাতেননা। এই যুদ্ধে গমনের সময়টি ছিল কঠিন গরম এবং এটা ছিল খুবই দূরের সফর। আর এই সফরে মরু প্রান্তর অতিক্রম করতে হয়েছিল এবং বহু সংখ্যক শত্রুর মুকাবিলা করতে হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিমদের কাছে এ কথা প্রচার করেছিলেন যাতে তারা তাদের সুবিধামত শত্রুর মুকাবিলা করার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। মুসলিমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এত অধিক সংখ্যায় ছিলেন যে, তাদেরকে তালিকাভুক্ত করা কঠিন ছিল। কা‘ব (রাঃ) বলেন, যুদ্ধে যোগদান না করা লোকের সংখ্যা খুবই কম হবে যাদের অনুপস্থিতির খবর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতে পারবেন, যদি আল্লাহ তাকে না জানান। এই যুদ্ধের উদ্দেশে এমন সময় যাত্রা শুরু করা হয়েছিল যখন গাছের ফল পেকে গিয়েছিল এবং গাছের ছায়া ছিল অনেক আরামদায়ক। এমতাবস্থায় আমার প্রবৃত্তি আরামপ্রিয়তার দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া

www.waytojannah.com

সাল্লাম এবং মুসলিমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দেন। তাদের সাথে জিহাদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের উদ্দেশে বের হতাম, কিন্তু কোন কিছু না করে ফিরে আসতাম। মনকে এ বলে প্রবোধ দিতাম যে, যখনই ইচ্ছা করব তখনইতো ক্ষণিকের মধ্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করে ফেলব। এভাবে দিন অতিবাহিত হতে থাকে। জনগণ পূর্ণমাত্রায় প্রস্তুতি গ্রহণ করে ফেলে, এমন কি মুসলিমরা এবং স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিহাদের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেন। কিন্তু আমি তাদের সাথে রওয়ানা হলামনা। আমি মনে মনে বললাম যে, দু' একদিন পরে প্রস্তুতি গ্রহণ করে আমিও তাঁদের সাথে মিলিত হব।

তাদের চলে যাওয়ার পরদিন ভোরে আমি প্রস্তুতি গ্রহণের উদ্দেশে বের হই। কিন্তু এবারও প্রস্তুতি গ্রহণ ছাড়াই ফিরে আসি। পরদিনও এরূপ হল। শেষ পর্যন্ত প্রত্যহ এরূপই হতে থাকে এবং দিন অতিবাহিত হতেই থাকে। এরপরও আমি ইচ্ছা করলাম যে, তাড়াতাড়ি যাত্রা শুরু করে তাঁদের সাথে মিলিত হব। তখনও যদি আমি যাত্রা শুরু করতাম! কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাও হয়ে উঠলনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুদ্ধে গমনের পর যখন আমি বাজারে যেতাম তখন এ দেখে আমার বড়ই দুঃখ হত যে, কোন লোককে দৃষ্টিগোচর হলে হয় সে মুনাফিক বলে আখ্যায়িত, না হয় এমন মুসলিমকে দেখা যেত যারা বাস্তবিকই অসুস্থতার কারণে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ক্ষমার্হ। তাবূকে পৌঁছার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বিশ্রাম নিচ্ছিলেন তখন জিজ্ঞেস করেন ঃ 'কা'ব ইব্‌ন মালিকের (রাঃ) কি হয়েছে?' তখন বানু সালিমাহ গোত্রের একটি লোক উত্তরে বলে ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! স্বচ্ছলতা ও আরামপ্রিয়তা তাকে মাদীনায়ই আটকে রেখেছে।' এ কথা শুনে মুয়া'জ ইব্‌ন জাবাল (রাঃ) তাকে বলেন ঃ 'তুমি ভুল ধারণা পোষণ করছ। হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তার সম্পর্কে আমরা ভাল ধারণাই রাখি।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এ কথা শুনে নীরব হয়ে যান।

অতঃপর কা'ব (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাবূক হতে প্রত্যাবর্তন করেন তখন আমি ভীষণ উদ্বিগ্ন ছিলাম যে, এখন কি করি? আমি মিথ্যা বাহানার কথা চিন্তা করলাম যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের শাস্তি থেকে রক্ষা পেতে পারি। সুতরাং আমি সকলের মত খোঁজ-খবর নিতে লাগলাম এবং যখন অবগত হলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

www.waytojannah.com

সাল্লাম এসেই পড়েছেন তখন মিথ্যা কথা বলার চিন্তা মন থেকে দূর করে দিলাম। এখন আমি ভালরূপে বুঝতে পারলাম যে, কোন মিথ্যা অজুহাত দ্বারা আমি রক্ষা পেতে পারিনা। তাই আমি সত্য বলারই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভ্যাস ছিল যে, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এসে সর্বপ্রথম মাসজিদে অবস্থান করতেন, দুই রাক'আত সালাত আদায় করতেন এবং লোকদেরকে নিয়ে বসতেন। এবারও তিনি যখন সবাইকে নিয়ে বসলেন। তখন যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি তারা এসে ওযর পেশ করতে লাগল এবং শপথ করতে শুরু করল। এরূপ লোকদের সংখ্যা আশি জনের কিছু বেশি ছিল। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বাহ্যিক কথার উপর ভিত্তি করে তা কবূল করে নিচ্ছিলেন এবং তাদের অবহেলার জন্য ক্ষমা প্রার্থনাও করছিলেন। কিন্তু তাদের মনের গোপন কথা তিনি আল্লাহ তা'আলার দিকে সমর্পণ করছিলেন। অতঃপর আমি গিয়ে সালাম করলাম। তিনি ক্রোধের হাসি হাসলেন। তারপর আমাকে বললেন ঃ 'এখানে এসো।' আমি তাঁর সামনে গিয়ে বসলাম। তিনি আমাকে বললেন ঃ 'তুমি কেন যুদ্ধে যোগদান করনি? তুমি কি যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসাবে আসবাবপত্র ক্রয় করনি?' আমি উত্তরে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যদি আমি এ সময় আপনি ছাড়া আর কারও সাথে কথা বলতাম তাহলে এমন বানানো ওযর পেশ করতাম যে, তা কবূল করতেই হত। কেননা কথা বানানো, তর্ক বিতর্ক এবং ওযর পেশ করার যোগ্যতা আমার যথেষ্ট আছে। কিন্তু আল্লাহর শপথ! আমি জানি যে, এই সময় মিথ্যা কথা বানিয়ে নিয়ে আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পারব বটে, তবে আল্লাহ আপনাকে সত্বরই আমার ব্যাপারে অসন্তুষ্ট করবেন। আর যদি আমি সত্য কথা বলি তাহলে আপনি রাগান্বিত হলেও আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি উত্তম পরিণামের আশা করতে পারি। হে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আল্লাহর শপথ! আমার কোন গ্রহণযোগ্য ওযর ছিলনা। অন্য কোন সময়ের চেয়ে এখন আমি অর্থ ও শক্তিতে বলবান। প্রকৃতপক্ষে আমার কাছে যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার কোনই অজুহাত নেই। আমার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'এ লোকটি বাস্তবিকই সত্য কথা বলেছে। ঠিক আছে, তুমি এখন যাও এবং তোমার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের অপেক্ষা কর।' সুতরাং আমি চলে এলাম।

বানু সালিমাহ গোত্রের লোকেরাও আমার সাথে এলো এবং আমাকে বলল ঃ 'আল্লাহর শপথ! ইতোপূর্বে আমরা আপনাকে কোন অপরাধ করতে দেখিনি। অন্যান্য লোকেরা যেমন আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে

www.waytojannah.com

ওযর পেশ করল তেমনি আপনিও কেন তাঁর কাছে কোন একটা ওযর পেশ করলেন না? তাহলে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যদের ন্যায় আপনার জন্যও ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। আর তাঁর ক্ষমা প্রার্থনাই আপনার জন্য যথেষ্ট হত।' মোট কথা, লোকগুলো এর উপর এত জোর দিল যেন আমি পুনরায় ফিরে গিয়ে কিছু ওযর পেশ করি এবং এর ফলে মিথ্যা বলার দোষে দোষী হই। আমি লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, আমার মত আর কারও কি এরূপ পরিস্থিতি হয়েছে? তারা উত্তরে বলল ঃ 'হ্যাঁ, আপনার মত আরও দু'জন লোক সত্য কথাই বলেছে এবং তাদেরকেও আপনার মতই বলা হয়েছে।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারা কারা? উত্তরে বলা হল ঃ 'তারা হচ্ছে মুরারাহ্ ইব্ন রাবী আল আমিরী এবং হিলাল ইব্ন উমাইয়া আল ওয়াকিফী।' এ দু'জন সৎলোক রূপে পরিচিত ছিলেন এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং আমি পুনরায় আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গমন না করে তাদেরই পদাংক অনুসরণ করলাম।

এরপর আমি জানতে পারলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনগণকে আমাদের সাথে সালাম-কালাম করতে নিষেধ করে দিয়েছেন এবং লোকেরা আমাদেরকে বয়কট করেছে। তারা আমাদের থেকে এমনভাবে বদলে গেছে যে, যমীনে অবস্থান আমাদের কাছে একটা বোঝা স্বরূপ মনে হয়েছে। এভাবে আমাদের উপর দিয়ে পঞ্চাশ দিন অতিবাহিত হয়ে যায়। ঐ দু'জনতো মুখ লুকিয়ে গৃহ-বাস অবলম্বন করে সদা কাঁদতে থাকেন। কিন্তু আমি যুবক এবং শক্ত প্রকৃতির লোক ছিলাম বলে আমার মধ্যে ধৈর্য অবলম্বনের শক্তি ছিল। তাই আমি বরাবর জামাআতে সালাত আদায় করতে থাকি এবং বাজারে ঘোরাফিরাও করি। কিন্তু আমার সাথে কেহ কথা বলতনা। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যেতাম, তাঁকে সালাম দিতাম এবং সালামের জবাবে তাঁর ঠোঁট নড়ছে কি-না তা লক্ষ্য করতাম। আমি তাঁর পাশেই সালাত আদায় করতাম। আমি আড়চোখে তাকাতাম এবং দেখতাম যে, আমি সালাত শুরু করলে তিনি আমার দিকে দৃষ্টিপাত করতেন। আর আমি তাঁর দিকে ফিরে তাকালে তিনি আমার দিক হতে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতেন। কিন্তু যখন এই বয়কটের সময়কাল দীর্ঘ হয়ে যায় তখন আমি একদা আবূ কাতাদাহর (রাঃ) বাড়ীর প্রাচীরের উপর দিয়ে তাঁর কাছে গমন করি। তিনি আমার চাচাতো ভাই হতেন। আমি তাঁকে খুবই ভালবাসতাম। আমি তাঁকে সালাম দেই। কিন্তু আল্লাহর শপথ! তিনি আমার সালামের জবাব দিলেননা। আমি তাঁকে বললাম ঃ হে আবূ

www.waytojannah.com

কাতাদাহ! আপনার কি জানা আছে যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসি? তিনি শুনে নীরব থাকেন। আমি আবার আল্লাহর শপথ দিয়ে কথা বলি। তবুও তিনি কথা বললেননা। পুনরায় আমি শপথ দেই। কিন্তু তিনি অপরিচিতের মত বললেন ঃ 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামই খুব ভাল জানেন।' এতে আমার কান্না এসে যায়। অতঃপর আমি প্রাচীর টপকে ফিরে আসি।

একদা আমি মাদীনার বাজারে ঘুরছিলাম। এমন সময় সিরিয়ার একজন কিবতী, যে মাদীনার বাজারে শষ্য বিক্রি করছিল, লোকদেরকে জিজ্ঞেস করে ঃ 'কেহ আমাকে কা'ব ইব্‌ন মালিকের (রাঃ) ঠিকানা দিতে পারবে কি?' লোকেরা আমাকে ইশারায় দেখিয়ে দেয়। সুতরাং সে আমার কাছে আগমন করে এবং গাস্‌সানের বাদশাহর একখানা চিঠি আমাকে প্রদান করে। আমি লিখাপড়া জানতাম। চিঠি পড়ে দেখি যে, তাতে লিখা রয়েছে, 'আমাদের কাছে এ খবর পৌঁছেছে যে, আপনার সঙ্গী (নাবী সঃ) আপনার প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করেছেন। আল্লাহ আপনাকে একজন সাধারণ লোক করেননি! আপনার মর্যাদা রয়েছে। সুতরাং আপনি আমাদের সাথে যোগ দিন। আপনাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দান করব।' চিঠিটি পড়ে আমি মনে মনে বললাম যে, এটি একটি নতুন পরীক্ষা। অতঃপর আমি চিঠিখানা (আগুনের) চুল্লীতে ফেলে দেই। পঞ্চাশ দিনের মধ্যে যখন চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয় তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন দূত আমার নিকট এসে বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকে আপনার স্ত্রী থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম, তালাক দিতে বলেছেন কি? উত্তরে তিনি বললেন ঃ 'না, শুধুমাত্র স্ত্রী হতে পৃথক থাকতে বলেছেন এবং মেলামেশা করতে নিষেধ করেছেন।' দূত এ কথাও বললেন যে, অপর দু'জনকেও এই নির্দেশই দেয়া হয়েছে। সুতরাং আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, বাপের বাড়ী চলে যাও। দেখা যাক, আল্লাহ তা'আলার কি নির্দেশ আসে। হিলাল ইব্‌ন উমাইয়ার (রাঃ) স্ত্রী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে আরয করে ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার স্বামী একজন খুবই দুর্বল ও বৃদ্ধ লোক। তাঁর সেবা করার কোন লোক নেই। আমি যদি তার সেবায় লেগে থাকি তাহলে আপনি কি অমত করবেন!' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন ঃ 'আচ্ছা, ঠিক আছে। তবে তুমি তার সাথে সহবাস করবেনা।' সে তখন বলে ঃ 'তাঁরতো কোন কিছুরই আশা নেই। আপনার

www.waytojannah.com

অসন্তুষ্টির দিন থেকে আজ পর্যন্ত তিনি শুধু কাঁদছেনই।' আমার পরিবারের একজন লোক আমাকে বলল ঃ 'আপনিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আপনার স্ত্রী থেকে খিদমাত নেয়ার অনুমতি প্রার্থনা করুন, যেমন হিলাল (রাঃ) অনুমতি লাভ করেছেন।' আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ ব্যাপারে আবেদন করবনা। জানিনা তিনি কি বলবেন, আমিতো একজন যুবক লোক। কারও সেবা গ্রহণের আমার প্রয়োজন নেই। এরপর আরও দশ রাত অতিবাহিত হয় এবং জনগণের সম্পর্ক ছিন্নতার পঞ্চাশ রাত কেটে যায়।

পঞ্চাশতম দিনের সকালে আমার ঘরের ছাদের উপর ফাজরের সালাত আদায় করে ঐ অবস্থায় বসেছিলাম যে অবস্থার কথা মহান আল্লাহ তাঁর পবিত্র কালামে বলেছেন ঃ 'যখন ভূ-পৃষ্ঠ নিজ প্রশস্ততা সত্ত্বেও তাদের প্রতি সংকীর্ণ হতে লাগল এবং তারা নিজেরা নিজেদের জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে পড়ল, আর তারা বুঝতে পারল যে, আল্লাহর পাকড়াও হতে কোথাও আশ্রয় পাওয়া যেতে পারেনা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করা ব্যতীত।' এমন সময় *'সাল'* পাহাড় হতে একজন চীৎকারকারীর শব্দ আমার কানে এলো। সে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে বলছিল ঃ 'হে কা'ব ইব্‌ন মালিক (রাঃ)! আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন!' এটা শোনা মাত্রই আমি সাজদায় পতিত হই এবং বুঝতে পারি যে, আল্লাহ তা'আলা আমার দু'আ কবূল করেছেন এবং ক্ষমা করে দিয়েছেন। আমার দুঃখ ও বিপদের দিন ফুরিয়েছে। ফাজরের সালাতের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা এই তিনজনের তাওবাহ কবূল করেছেন। লোকেরা আমাদেরকে সুসংবাদ জানাতে দৌড়ে আসেন। তারা ঐ দু'জনের কাছেও যায় এবং আমার কাছেও আসে। একটি লোক দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়ে আমার কাছে আগমন করে। কিন্তু পাহাড়ের উপর উঠে চীৎকারকারী সবচেয়ে বেশি সফলকাম হয়। কেননা তার মাধ্যমেই আমি সর্বপ্রথম সংবাদ পাই। কারণ ঘোড়ার গতি অপেক্ষা শব্দের গতি বেশী। সুতরাং যখন ঐ লোকটি আমার সাথে সাক্ষাৎ করে যার শব্দ আমি শুনেছিলাম, তখন তার শুভ সংবাদ প্রদানের বিনিময়ে আমি আমার পরনের কাপড় তাকে পরিয়ে দেই। আল্লাহর শপথ! সেই সময় আমার কাছে দ্বিতীয় কোন কাপড় ছিলনা, তাই অপরের কাছ থেকে কাপড় ধার করে আমি তা পরিধান করি। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশে বের হই। পথে লোকেরা দলে দলে আমার সাথে মিলিত হয় এবং আমাকে মুবারকবাদ জানাতে থাকে।

www.waytojannah.com

আমি মাসজিদে প্রবেশ করে দেখি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকজনের মাঝে বসে আছেন। আমাকে দেখেই তালহা ইব্‌ন উবাইদুল্লাহ (রাঃ) দৌড়ে এসে আমার সাথে মুসাফাহা করেন এবং আমাকে মুবারকবাদ জানান। আল্লাহর শপথ! মুহাজিরদের মধ্যে তিনি ছাড়া অন্য কেহ আমাকে এই অভ্যর্থনা করেননি। এ কারণে আমি কখনও তালহাকে (রাঃ) ভুলতে পারবনা। আমি এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাম করি। তাঁর মুখমণ্ডল খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তিনি বললেন ঃ ‘খুশি হয়ে যাও। সম্ভবতঃ তোমার জন্মগ্রহণের পর থেকে আজ পর্যন্ত তোমার জীবনে এর চেয়ে বড় খুশির দিন আর আসেনি।’ আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই সুসংবাদ কি আপনার পক্ষ থেকে নাকি আল্লাহর পক্ষ থেকে? তিনি উত্তরে বললেন ঃ ‘আল্লাহর পক্ষ থেকে।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন খুশি হতেন তখন তাঁর চেহারা চাঁদের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠত। তা যেন চাঁদের খণ্ড বিশেষ। তাঁর খুশির চিহ্ন তাঁর চেহারায়ই প্রকাশিত হত। আমি আরয করলাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার তাওবাহ কবূলের এই বারাকাত হওয়া উচিত যে, আমি আমার সমস্ত সম্পদ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের পথে বিলিয়ে দেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ‘তোমার কিছু সম্পদ সাদাকাহ কর এবং কিছু রেখে দাও। এটাই হচ্ছে উত্তম পন্থা।’ আমি বললাম ঃ খাইবার থেকে আমি যে অংশ লাভ করেছি তা আমার জন্য রেখে দিলাম। হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সত্যবাদিতার বারাকাতে আল্লাহ আমাকে মুক্তি দিয়েছেন, আল্লাহর শপথ! যখন থেকে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সত্যবাদিতার বর্ণনা করেছি তখন থেকে কখনও মিথ্যা কথা বলিনি। আল্লাহ তা‘আলার কাছে প্রার্থনা এই যে, ভবিষ্যতেও যেন তিনি আমার মুখ দিয়ে মিথ্যা কথা বের না করান। আমার জানা নেই যে, আল্লাহ তা‘আলা আমাকে ছাড়া অন্য কেহকে সত্য কথা বলার জন্য এমনভাবে পুরস্কৃত করেছেন কিনা। (আহমাদ ৩/৪৫৬)

لَقَد تَّابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ ... আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার এই উক্তি সম্পর্কে কা‘ব (রাঃ) বলেন, আল্লাহর শপথ! আমার ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আমার উপর আল্লাহ তা‘আলার এর চেয়ে বড় নি‘আমাত আর কি হতে পারে যে, তিনি আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে সত্য কথা বলার তাওফীক দান করেছেন? নতুবা আমিও

www.waytojannah.com

ঐ লোকদের মতই ধ্বংস হয়ে যেতাম যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে মিথ্যা কথা বলে পারলৌকিক জীবনের দিক দিয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। এই লোকদের সম্পর্কেই আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

سَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاء بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ. يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ

হ্যাঁ, তারা তখন তোমাদের সামনে শপথ করে বলবে, যখন তোমরা তাদের কাছে ফিরে যাবে, যেন তোমরা তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দাও; অতএব তোমরা তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়েই দাও; তারা হচ্ছে অতিশয় অপবিত্র, আর তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম, ঐ সব কর্মের বিনিময়ে যা তারা করত। তারা এ জন্য শপথ করবে যেন তোমরা তাদের প্রতি খুশী হয়ে যাও, অনন্তর যদি তোমরা তাদের প্রতি খুশী হও তাহলে আল্লাহতো এমন দুস্কর্মকারী লোকদের প্রতি খুশী হবেননা। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৯৫-৯৬)

এই আয়াতটি পাঠ করে কা‘ব (রাঃ) বলেন ঃ ‘আমাদের তিন ব্যক্তির ফাইসালা ঐ লোকদের পিছনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল যারা মিথ্যা শপথ করেছিল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাদের বাহ্যিক শপথকে মেনে নিয়ে তাদের বাইআত কবূল করতে হয়েছিল। তিনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনাও করেছিলেন। (আহমাদ ২/৪৫৬) কিন্তু আমাদের ফাইসালা তিনি স্থগিত রেখেছিলেন যে পর্যন্ত না আল্লাহ তা‘আলা ... وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُواْ এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। আমাদেরকে পিছনে নিক্ষেপ করা দ্বারা আমাদের ফাইসালাকে পিছনে নিক্ষেপ করা বুঝানো হয়েছে। এটা নয় যে, আমাদেরকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা থেকে পিছনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল।’ এ হাদীসটি বিশুদ্ধ রূপে প্রমাণিত এবং মুত্তাফিক আলাইহি। ইমাম বুখারী (রহঃ) এবং ইমাম মুসলিমও (রহঃ) যুহরীর (রহঃ) হাদীস হতে এরূপই রিওয়ায়াত করছেন। (ফাতহুল বারী ৮/১৯৩, মুসলিম ৪/২১২১) এই হাদীসটি উত্তম পন্থায় এই আয়াতে কারীমার তাফসীর করছে। পূর্ববর্তী বিজ্ঞজনদের প্রায় সবাই এরূপই রিওয়ায়াত করেছেন। যাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহরও (রাঃ) এই আয়াত সম্পর্কে এই উক্তিই রয়েছে যে, এই তিনজন হচ্ছেন কা‘ব ইব্‌ন মালিক (রাঃ), হিলাল ইব্‌ন

www.waytojannah.com

উমাইয়া (রাঃ) এবং মুরারাহ ইব্‌ন রাবী (রাঃ)। এরা সবাই আনসারী ছিলেন। (তাবারী ১৪/৫৪৪)

সত্য বলার আদেশ

আল্লাহ তা'আলা ঐ তিন ব্যক্তির দুশ্চিন্তার বর্ণনা করলেন যা তারা মুসলিমদের বয়কটের পঞ্চাশ দিন ভোগ করেছিলেন এবং তাদের জীবন ও দুনিয়া তাদের উপর সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল। তাদের বাইরে যাতায়াতও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাঁরা কি করবেন তা অনুধাবন করতে পারছিলেন না। তারা বুঝেছিলেন যে, ধৈর্য ধারণ এবং লাঞ্ছনা ও অপমানের উপর সন্তুষ্ট থাকা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে মিথ্যা ওযর পেশ না করার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কিছুকাল শাস্তি ভোগ করানোর পর তাদের তাওবাহ কবূল করেন। এ জন্য তিনি বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং (কাজে কর্মে) সত্যবাদীদের সাথে থাক। তাহলে তোমরা ধ্বংস ও বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পাবে। তিনি তোমাকে দুশ্চিন্তা থেকে রক্ষা করবেন এবং আশ্রয় দান করবেন। ইব্‌ন মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমরা শুধু সত্য আঁকড়ে ধর। কেননা সত্যবাদিতা হচ্ছে সাওয়াবের কাজ। আর সাওয়াব জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে থাকে। যে ব্যক্তি সত্য কথা বলে এবং সত্যের জন্য মেহনত করে তার নাম আল্লাহর দফতরে সত্যবাদীরূপে লিখিত হয়। মিথ্যা কথা বলা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাক। কেননা মিথ্যা পাপাচারের দিকে নিয়ে যায়। আর পাপাচার জাহান্নাম পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। মানুষ যখন মিথ্যা কথা বলতে থাকে এবং মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করে তখন আল্লাহর দফতরে তার নাম 'মিথ্যাবাদী' রূপে লিখে দেয়া হয়।' (আহমাদ ১/৩৮৪, ফাতহুল বারী ১/৫২৩, মুসলিম ৪/২০১২)

১২০। মাদীনার অধিবাসী এবং তাদের আশেপাশে যে সব পল্লী রয়েছে তাদের পক্ষে এটা উচিত ছিলনা যে, তারা আল্লাহর রাসূলের	١٢٠. مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن

সঙ্গী না হয়; আর এটাও (উচিত ছিল) না যে, নিজেদের প্রাণ তার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় মনে করে। এর কারণ এই যে, আল্লাহর পথে তাদের যে পিপাসা, ক্লান্তি আর ক্ষুধা পায় এবং তাদের এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করায় কাফিরদের যে ক্রোধের কারণ হয়ে থাকে, আর দুশমনদের হতে তারা যা কিছু প্রাপ্ত হয় - এর প্রত্যেকটি সৎ কাজ বলে গণ্য হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎ কর্মশীল লোকদের শ্রমফল (সাওয়াব) বিনষ্ট করেননা।	يَتَخَلَّفُوا۟ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا۟ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِۦ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَـُٔونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِۦ عَمَلٌ صَٰلِحٌ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ

জিহাদে অংশ গ্রহণের পুরস্কার

তাবূকের যুদ্ধে মাদীনাবাসীদের যে আরাব গোত্রগুলো এবং আশেপাশের যে বেদুঈনরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত ছিল এবং নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যুদ্ধে যে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল তাতে সহানুভূতি না দেখিয়ে, বরং আরামপ্রিয়তা অবলম্বন করেছিল তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা ক্রোধের স্বরে বলেন ঃ

لاَ يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلاَ نَصَبٌ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُم তারা যুদ্ধে অংশ গ্রহণের প্রতিদান থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করেছে। তারা না পিপাসার কষ্ট

www.waytojannah.com

পেয়েছে, না যুদ্ধের ক্লান্তি সহ্য করেছে, আর না ক্ষুধার কষ্ট অনুধাবন করেছে। না তারা এমন স্থানে এসেছে যা কাফিরদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করত, আর না তারা কাফিরদের উপর জয়যুক্ত ও সফলকাম হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছে। পক্ষান্তরে, যারা এসব কষ্ট সহ্য করেছে এবং এসব কষ্ট যারা স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে স্বীকার করে নিয়েছে তাদের উপর কোন জোর জবরদস্তি করা হয়নি, আল্লাহ এসব মু'মিন লোকের সৎ কাজের প্রতিদান কখনও নষ্ট করবেননা। যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً

যে সৎ কাজ করে আমি তার কর্মফল নষ্ট করিনা। (১৮ ঃ ৩০)

১২১। আর ছোট-বড় যা কিছু তারা ব্যয় করেছে, আর যত প্রান্তর তাদের অতিক্রম করতে হয়েছে, তৎসমুদয়ও তাদের নামে লিখিত হয়েছে, যেন আল্লাহ তাদের কৃতকর্মসমূহের অতি উত্তম বিনিময় প্রদান করেন।	١٢١. وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ এই গাযী লোকগুলি আল্লাহর পথে অল্প-বেশি খরচও করে এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশে মরু প্রান্তরের অল্প-বিস্তর পথ অতিক্রমও করে। এর প্রতিদান তারা অবশ্যই পাবে। আল্লাহ তা'আলা এখানে إِلَّا كُتِبَ لَهُم বলেছেন। আমীরুল মু'মিন উসমান ইব্‌ন আফফান (রাঃ) এই আয়াতে কারীমা হতে একটি পূর্ণ ও বিরাট অংশ লাভ করেছেন। কেননা তাবূকের যুদ্ধে তিনি মুসলিম সেনাবাহিনীকে তাঁর প্রচুর সম্পদ দান করেছিলেন।

আবদুর রাহমান ইব্‌ন খাব্বাব আস সুলামী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা ভাষণ দান করেন এবং এই

www.waytojannah.com

দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত সেনাবাহিনীকে সাহায্য করার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করেন। তখন উসমান (রাঃ) বললেন ঃ 'জিন ও গদিসহ আমি একশ'টি উট দান করব।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় সকলের কাছে চাঁদা চাইলেন। এবারও উসমান (রাঃ) বললেন ঃ 'জিন ও গদিসহ আমি আরও একশ'টি উট দান করব।' নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরের উপর থেকে এক সিঁড়ি নেমে আবার বললেন ঃ 'হে লোকসকল! আরও সাহায্যের প্রয়োজন রয়েছে।' তখন উসমান (রাঃ) আবারও বললেন ঃ 'সাজ ও সামানসহ আরও একশ'টি উট দান করব।' (বর্ণনাকারী বলেন) আমি তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখলাম যে, তিনি খুশিতে তাঁর হাত এভাবে নাড়াচ্ছেন (সর্বশেষ বর্ণনাকারী আবদুস সামাদ (রহঃ) এ কথা বলার সময় তাঁর হাত নাড়ালেন) এবং তিনি (নাবী সঃ) বললেন ঃ 'এরপর উসমান (রাঃ) যে আমলই করুক না কেন তার (জাহান্নামের আগুনে দগ্ধীভূত হওয়ার) আর কোন ভয় নেই।' (আহমাদ ৪/৭৫) আবদুর রাহমান ইব্‌ন সামুরাহ (রাঃ) বলেন ঃ অতঃপর উসমান (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রার একটি থলে নিয়ে এলেন এবং তা তাঁর ক্রোড়ে রেখে দিলেন, যেন তিনি তা দিয়ে অভাব ও অসুবিধাগ্রস্ত সেনাবাহিনীর যুদ্ধ যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণের ব্যবস্থা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বর্ণমুদ্রাগুলি নাড়াচ্ছিলেন এবং বলছিলেন ঃ 'আজ থেকে উসমানকে (রাঃ) তার কোন আমলই কোন কষ্টে ফেলতে পারবেনা। এই এক আমলই তার মুক্তির জন্য যথেষ্ট।' (আহমাদ ৫/৬৩)

কাতাদাহ (রহঃ) আল্লাহ তা'আলার وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ এই উক্তি সম্পর্কে বলেন যে, আল্লাহর পথে সফর করতে গিয়ে মানুষ যত দূরের পথ অতিক্রম করে ততই তারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের দিক দিয়ে সামনে এগিয়ে যাবে। (তাবারী ১৪/৫৬৫)

১২২। আর মু'মিনদের এটাও সমীচীন নয় যে, (জিহাদের জন্য) সবাই একত্রে বের হয়ে পড়ে; সুতরাং এমন কেন করা হয়না যে, তাদের প্রত্যেকটি বড় দল হতে এক একটি ছোট দল (জিহাদে)	١٢٢. وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا۟ كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ

বহির্গত হয়, যাতে অবশিষ্ট লোক ধর্মজ্ঞান অর্জন করতে থাকে, আর যাতে তারা নিজ কাওমকে (নাফরমানী হতে) ভয় প্রদর্শন করে যখন তারা তাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করে, যেন তারা পরহেয করে চলতে পারে।	طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِى ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এই বর্ণনা দিয়েছেন যে, তাবূকের যুদ্ধে জনগণ যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে গমনের ইচ্ছা করলেন তখন পূর্ববর্তীদের একটি দলের এই ধারণা হল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন যুদ্ধের জন্য বের হবেন তখন প্রত্যেক মু'মিনের উপর সেই যুদ্ধে গমন করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

انْفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالاً *অভিযানে বের হও স্বল্প সরঞ্জামের সাথেই হোক, অথবা প্রচুর সরঞ্জামের সাথেই হোক।* (৯ ঃ ৪১) এবং **مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ الأَعْرَابِ** *মাদীনার অধিবাসী এবং তাদের আশেপাশে যে সব পল্লী রয়েছে তাদের পক্ষে এটা উচিত ছিলনা যে, তারা আল্লাহর রাসূলের সঙ্গী না হয়।* (৯ ঃ ১২০)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এই আয়াত দ্বারা উপরের আয়াতগুলি মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে। এ কথা বলা হয়েছে যে, সমস্ত গোত্রের সফর করা বা কোন গোত্রের সবাই বের না হয়ে কতক লোকের সফর করা দ্বারা আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য এই যে, যারা সফরে গিয়ে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে অবস্থান করবে তারা যেন নতুন অবতারিত অহী লিখে নেয় এবং মুখস্থ করে রাখে। এরপর সফর হতে প্রত্যাবর্তন করার পর তাদের কর্তব্য হবে যারা সফরে বের হননি তাদেরকে এটা জানিয়ে দেয়া যে, তারা শত্রুদের সাথে কিভাবে সময় কাটিয়েছে এবং কাফিরদের অবস্থা কি রূপ ছিল। এভাবে যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সফরে বের হয়েছিলেন তারা দু'টি বিষয়ে লাভবান হয়েছেন। প্রথমতঃ তারা যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন এবং দ্বিতীয়তঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অহী নাযিলের অবস্থা জানতে পেরেছেন। এ উদ্দেশে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

www.waytojannah.com

সাল্লামের সাথে থেকে যাওয়া ছিল ফার্‌যে কিফায়া। কিছু লোক না করলে বাকী লোকদের উপর তা যরুরী ও ফার্‌য।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ মু'মিনদের জন্য এটা উচিত নয় যে, নাবীর নিকট থেকে সবাই চলে যাবে এবং তাকে একাকী ছেড়ে দিবে। আর এরূপ কেন হবেনা যে, প্রত্যেক দলের মধ্য থেকে লোকেরা যুদ্ধে অংশ নিবে এবং অবশিষ্ট লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অবস্থান করে দীনের জ্ঞান লাভ করতে পারে। যখন তারা যুদ্ধ থেকে ফিরে আসবে তখন তারা নিজেদের কাওমের লোকদের কাছ থেকে দীন সম্পর্কে অবহিত হবে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যতক্ষণ না সফরে গমনের অনুমতি দেন ততক্ষণ সফরে গমন করবেনা। এই লোকদের অনুপস্থিতির সময় কুরআনের যেসব আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে ঐ লোকদেরকে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অবস্থানকারী লোকেরা তা জানিয়ে দিবে এবং বলে দিবে ঃ 'আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর এগুলি অবতীর্ণ করেছেন, আমরা এগুলি শিখেছি। এখন তোমরা সফর হতে ফিরে এসেছ, সুতরাং তোমরাও এগুলি শিখে নাও।' এখন আবার দ্বিতীয় দলকে পাঠানো হবে যেন তারা পরহেয করে চলে। لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ এর অর্থ এটাই। (তাবারী ১৪/৫৬৫)

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এই আয়াত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের মধ্যে ঐ লোকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যারা শিক্ষা লাভ করে নিজেদের পল্লীতে চলে যায়। সেখানে জনগণের নিকট থেকে উপকার লাভ করে, শান্তি ও আরাম প্রাপ্ত হয়, ধন-সম্পদও উপার্জন করে এবং দীনের দা'ওয়াতও প্রচার করে। কিন্তু জনগণ তাদেরকে বলে ঃ 'তোমরা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণের সাহচর্য পরিত্যাগ করে আমাদের কাছে চলে এসেছ এবং তাঁর সঙ্গ লাভ হতে সরে পড়েছ!' এ কথায় তারা মনে খুব ব্যথা ও দুঃখ অনুভব করল। তারা সবাই পল্লী হতে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে চলে গেল। এ ব্যাপারেই আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করলেন ঃ 'এমন কেন করা হয়না যে, তাদের প্রত্যেকটি বড় দল হতে এক একটি ছোট দল (জিহাদে) বহির্গত হয় যাতে অবশিষ্টরা ধর্মজ্ঞান অর্জন করতে থাকে, আর যাতে তারা নিজ কাওম অর্থাৎ জিহাদে অংশগ্রহণকারীদেরকে নাফরমানী হতে ভয় প্রদর্শন করে যখন তারা ওদের নিকট প্রত্যাবর্তন করে, যেন

www.waytojannah.com

তারা পরহেয করে চলে।' (তাবারী ১৪/৫৬৬) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এই আয়াত ঐ সময় অবতীর্ণ হয় যখন আল্লাহর নির্দেশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে নিয়ে গঠিত একদল সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন এবং অপর একটি দল তাঁর সাথে অবস্থান করে, যাতে তারা ধর্মীয় জ্ঞান লাভ করতে পারে। আর একটি দল যেন নিজের গোত্রের কাছে পল্লীতে চলে যায় এবং আল্লাহর ঐ আযাব থেকে তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করে যে আযাব তাদের পূর্ববর্তী কাওমদের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। (তাবারী ১৪/৫৬৮)

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً এই আয়াতটি জিহাদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়নি। বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মুযার গোত্রের উপর দুর্ভিক্ষের বদ দু'আ করেন এবং সবাই দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হয় তখন সবাই মাদীনায় এসে বাস করতে শুরু করে এবং নিজেদেরকে মুসলিম বলে মিথ্যা পরিচয় দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের উপর তাদের মেহমানদারী বোঝা স্বরূপ হয়। তখন আল্লাহ তা'আলা অহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানিয়ে দেন যে, প্রকৃতপক্ষে তারা মুসলিম নয়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে নিজ নিজ গোত্রের নিকট ফিরিয়ে দেন। আর দ্বিতীয়বার যেন এরূপ না করা হয় এ ব্যাপারে তাদেরকে সতর্ক করে দেন।

১২৩। হে মু'মিনগণ! ঐ কাফিরদের সাথে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের আশেপাশে অবস্থান করছে, যেন তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা খুঁজে পায়; আর জেনে রেখ যে, আল্লাহ পরহেযগারদের সাথে রয়েছেন।	١٢٣. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً ۚ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ

কাছের শত্রুদের বিরুদ্ধে আগে এবং দূরের শত্রুদের বিরুদ্ধে পরে জিহাদ করার নির্দেশ

আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন প্রথমে ঐ কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করে যারা ইসলামের কেন্দ্রস্থলের অতি নিকটবর্তী। এ

জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বপ্রথম আরাব উপদ্বীপের মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ শুরু করেছিলেন। তারপর তিনি মাক্কা, মাদীনা, তায়েফ, ইয়ামান, ইয়ামামা, হিজর, খাইবার, হাযারা মাউত প্রভৃতি জায়গায় অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন। আরাব গোত্রগুলি দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। এরপর আহলে কিতাবদের সাথে যুদ্ধ হয় এবং রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই লোকগুলো আরাব উপদ্বীপের নিকটেই বসবাস করত। ইসলামের দা'ওয়াত সর্বপ্রথম তাদেরকেই দেয়ার প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া তারা ছিল আহলে কিতাব। কিন্তু তাবূক পর্যন্ত পৌঁছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আর না এগিয়ে ফিরে আসেন। কেননা ওটা ছিল খুবই কঠিন সময়, বৃষ্টি/পানি কিছুই ছিলনা। তদুপরি ছিল খাদ্য সংকট। এটা ছিল নবম হিজরীর ঘটনা।

দশম হিজরী নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হাজ্জের ব্যাপারে ব্যস্ত ছিলেন। বিদায় হাজ্জের একাশি দিন পর তিনি ইন্তিকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর নির্দেশ পূরণকারীরূপে দাঁড়িয়ে গেলেন তাঁর সদা-সহচর ও বন্ধু আবূ বাকর (রাঃ)। এই সময়ে দীনের মধ্যে একটা অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আবূ বাকরের (রাঃ) মাধ্যমে দীনের মধ্যে দৃঢ়তা আনয়ন করেন। আবূ বাকর (রাঃ) দীনকে মযবুত করেন এবং এর স্তম্ভকে দৃঢ় করেন। আর ধর্মত্যাগী লোকদেরকে পুনরায় ধর্মের দিকে ফিরিয়ে আনেন। যারা যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল তাদেরকে যাকাত প্রদানে বাধ্য করেন। যারা ধর্মের বিধি-বিধান বিস্মরণ হয়ে গিয়েছিল তাদেরকে তা স্মরণ করিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সম্পর্কযুক্ত যেসব কর্তব্য ছিল সেগুলি তিনি পূর্ণ করেন। তারপর তিনি মুসলিম সেনাবাহিনীকে রোম সাম্রাজ্যের দিকে প্রেরণ করেন। তারা ছিল ক্রুশের পূজারী। ইসলামী বাহিনীকে তিনি অগ্নিপূজক পারস্যবাসীদের দিকেও প্রেরণ করেন। আল্লাহ তা'আলা এই অঞ্চলগুলির উপর মুসলিমদেরকে বিজয় দান করেন। আর (পারস্য সম্রাট) কিসরা ও (রোম সম্রাট) কাইসার এবং তাদের অনুসারীরা হয় লাঞ্ছিত ও অপমানিত। আবূ বাকর (রাঃ) এই দুই সম্রাটের ধনভাণ্ডার আল্লাহর পথে খরচ করেন, যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবিতাবস্থায় এর সংবাদ দিয়েছিলেন।

তারপর পূর্ণ করেন আবূ বাকরের (রাঃ) স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি উমার (রাঃ)। আল্লাহ তা'আলা উমারের (রাঃ) মাধ্যমে এই বিপথগামী কাফিরদেরকে খুবই লাঞ্ছিত করেন। বিদ্রোহী ও মুনাফিকদেরকে পূর্ণরূপে দমন করেন এবং পূর্ব ও

www.waytojannah.com

পশ্চিমের সমস্ত সাম্রাজ্যের উপর বিজয় লাভ করেন। নিকটের ও দূরের সমস্ত রাজ্যের ধন-সম্পদ উমারের (রাঃ) কাছে নিয়ে আসা হয় এবং এসব সম্পদ শারীয়াতের বিধান অনুযায়ী তিনি লোকদের মধ্যে ন্যায়ানুগভাবে বন্টন করেন। উমার (রাঃ) জীবিত ছিলেন প্রশংসার পাত্র হয়ে এবং মারা যান শহীদ রূপে।

তারপর মুহাজির ও আনসারগণ সর্বসম্মতভাবে আমীরুল মু'মিনীন উসমানকে (রাঃ) খালীফা নির্বাচন করলেন। উসমানের (রাঃ) যুগে ইসলামের শান-শওকত বৃদ্ধি পায় এবং সুনাম অর্জিত হয়। আর সারা ইসলামী জগতে মানুষের উপর দ্ব্যর্থহীনভাবে আল্লাহর দা'ওয়াত জয়যুক্ত হয়। তাঁর যুগেই পূর্ব ও পশ্চিমের সব জায়গায়ই ইসলাম উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করে। আল্লাহর কালেমার প্রভাব প্রতিটি জায়গায় মানুষদের উপর ছড়িয়ে পড়ে এবং মিল্লাতে হানীফিয়্যা আল্লাহর শত্রুদের উপর পূর্ণ বিজয় লাভ করে। কোন সময় এক কাওমের উপর বিজয় লাভ করে। আবার অন্য সময় অন্য কাওমের উপর বিজয় লাভ হতে থাকে যাদের সাথে ঐ কাফির ও মুশ্‌রিকদের মিত্রতা রয়েছে। এটা ছিল আল্লাহ তা'আলার নিম্নের নির্দেশ অনুযায়ী ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ। *হে মু'মিনগণ! ঐ কাফিরদের সাথে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের আশেপাশে অবস্থান করছে।* অতঃপর বলা হয়েছে ঃ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً *যেন তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা খুঁজে পায়।* অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধ কর এবং তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা পায়।' কেননা পূর্ণ মু'মিন হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যার আচরণ মু'মিনদের জন্য খুবই কোমল এবং কাফিরদের উপর অত্যন্ত কঠোর। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ

আল্লাহ সত্বরই (তাদের স্থলে) এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন যাদেরকে আল্লাহ ভালবাসবেন এবং তারাও আল্লাহকে ভালবাসবে, তারা মুসলিমদের প্রতি মেহেরবান থাকবে, কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৫৪) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ

www.waytojannah.com

মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল; তার সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল। (সূরা ফাত্হ, ৪৮ ঃ ২৯) অন্য এক জায়গায় তিনি বলেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ

হে নাবী! কাফির ও মুনাফিকের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের প্রতি কঠোর হও। (সূরা তাহরীম, ৬৬ ঃ ৯)

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধ কর এবং আল্লাহর উপর ভরসা কর। আর বিশ্বাস রেখ যে, যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর আনুগত্য কর তাহলে তিনি সদা তোমাদের সাথে রয়েছেন।' এ বিষয়টি এই উম্মাতের সর্বোত্তম যুগ কুরুণে সালাসার মধ্যে খুবই দৃঢ়তার সাথে ছিল। আর এ যুগটা ছিল আল্লাহর আনুগত্য প্রতিষ্ঠার যুগ। মুসলিমরা সদা কাফিরদের উপর বিজয়ী হতে থাকে এবং কাফিরেরা সর্বদা ক্ষতিগ্রস্ত ও লাঞ্ছিত হয়।

যখন মুসলিম বাদশাহদের মধ্যে গণ্ডগোল ও মতানৈক্য সৃষ্টি হয় তখন শত্রুরা দেশসমূহের চারদিকে দৃষ্টিপাত করতে শুরু করে। তারা ইসলামী সাম্রাজ্যগুলির দিকে ধাবিত হয় এবং শত্রু দেশগুলি একে অপরের সাথে এক জোট হয়ে যায়। তারপর একে অপরের সাহায্যে ইসলামী সাম্রাজ্যগুলির সীমান্তের উপর চড়াও হয়। এভাবে তারা মুসলিম বাদশাহদের বহু দেশ দখল করে নেয়। কিন্তু যে ইসলামী বাদশাহ সব সময় আল্লাহর আহকাম মেনে চলে, আল্লাহর উপর ভরসা করে, তখন আল্লাহ অবশ্যই তাকে বিজয় দান করেন এবং সে হারানো দেশ পুনরুদ্ধার করে। আমরা আশা রাখি যে, আল্লাহ তা'আলা পুনরায় মুসলিমদের বিজয় দান করবেন এবং সারা দুনিয়ায় তাওহীদের কালেমা সমুন্নত হবে। তিনি হচ্ছেন পরম দাতা ও দয়ালু।

১২৪। আর যখন কোন সূরা অবতীর্ণ করা হয় তখন কেহ কেহ বলে, তোমাদের মধ্যে এই সূরা কার ঈমান বৃদ্ধি করল? অবশ্যই যে সব লোক ঈমান এনেছে, এই সূরা তাদের ঈমানকে বর্ধিত	١٢٤. وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِۦٓ إِيمَٰنًا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ

www.waytojannah.com

করেছে এবং তারাই আনন্দ লাভ করছে।	ءَامَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَـٰنًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ
১২৫। কিন্তু যাদের অন্তরসমূহে ব্যাধি রয়েছে, এই সূরা তাদের মধ্যে তাদের কলুষতার সাথে আরও কলুষতা বর্ধিত করেছে, আর তাদের কুফরী অবস্থায়ই মৃত্যু হয়েছে।	١٢٥. وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَـٰفِرُونَ

মু'মিনদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং মুনাফিকদের সন্দেহ-সংশয় বাড়তেই থাকে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَـٰذِهِ إِيمَانًا যখন কোন সূরা অবতীর্ণ হয় তখন মুনাফিকরা একে অপরকে বলে ঃ আচ্ছা, এই সূরাটি মুসলিমদের মধ্যে এমন কোন্ অতিরিক্ত ঈমান সৃষ্টি করল? তাদের এই প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই মুসলিমদের মধ্যে অধিক ঈমান সৃষ্টি হয়েছে। আর তারা এতে খুশিও হয়েছে।

এই আয়াতটি এ ব্যাপারে বড় দলীল যে, ঈমান বাড়ে এবং কমে। এটা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অধিকাংশ আলেমের মতামত। এমন কি অধিকাংশের উক্তি এই যে, এই ইতেকাদ বা বিশ্বাসের উপর উম্মাতের ইজমা হয়েছে। শারহে বুখারীর শুরুতে এই মাসআলার উপর দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ কিন্তু যাদের অন্তরে পীড়া রয়েছে, এই আয়াতের মাধ্যমে তাদের সন্দেহ আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ

আমি অবতীর্ণ করেছি কুরআন, যা বিশ্বাসীদের জন্য সুচিকিৎসা। (১৭ ঃ ৮২)

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هُدًى وَشِفَآءٌ ۖ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِىٓ ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍۭ بَعِيدٍ

বল ঃ মু'মিনদের জন্য ইহা পথ নির্দেশ ও ব্যাধির প্রতিকার। কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তাদের কর্ণে রয়েছে বধিরতা এবং কুরআন হবে তাদের জন্য অন্ধত্ব। তারা এমন যে, যেন তাদেরকে আহ্বান করা হয় বহু দূর হতে। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৪৪) এটা কতই না দুর্ভাগ্যের কথা যে, যে জিনিস অন্তরের হিদায়াতের যোগ্যতা রাখে, সেটাই তাদের পথভ্রষ্টতা ও ধ্বংসের কারণ হয়ে যায়। যেমন যে উপাদেয় খাদ্য রোগীরা খেলে ক্ষতি হতে পারে তা আরও অধিক ভাল হলেও উক্ত খাদ্য রোগীকে খেতে দিলে তা তার ক্ষতি বৃদ্ধিই করে থাকে।

১২৬। আর তারা কি লক্ষ্য করেনা যে, তারা প্রতি বছর একবার অথবা দু'বার কোন না কোন বিপদে পতিত হয়? তবুও তারা তাওবাহ করেনা, আর না তারা উপদেশ গ্রহণ করে।	١٢٦. أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِى كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ
১২৭। আর যখন কোন সূরা নাযিল করা হয় তখন তারা একে অপরের দিকে তাকাতে থাকে (এবং ইঙ্গিতে বলে) তোমাদেরকে কেহ দেখছেনা তো? অতঃপর তারা চলে যায়;	١٢٧. وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ

আল্লাহ তাদের অন্তরগুলিকে (আলো থেকে) ফিরিয়ে দিয়েছেন, কারণ তারা হচ্ছে নির্বোধ সমাজ!	يَرَىٰكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ ٱنصَرَفُوا۟ ۚ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ

মুনাফিকরা ফিতনা ফাসাদে জড়িয়ে পড়তেই থাকে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لاَ يَتُوبُونَ وَلاَ هُمْ يَذَّكَّرُونَ এই মুনাফিকরা কি এটুকুও বুঝেনা যে, প্রতি বছর তাদেরকে একবার বা দু'বার ফিতনায় জড়িয়ে ফেলা হয়। তথাপি তারা তাদের পূর্ববর্তী পাপ থেকে তাওবাহ করছেনা এবং এ ব্যাপারে আগামীতে তাদের যে অবস্থা ঘটতে যাচ্ছে তা থেকে একটুও ভয় করছেনা? মুজাহিদ (রহঃ) বলেছেন যে, মুনাফিকদেরকে অনাবৃষ্টি এবং দুর্ভিক্ষের দ্বারা পরীক্ষা করা হয়। (তাবারী ১৪/৫৮০) অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُواْ صَرَفَ اللّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَفْقَهُونَ উল্লিখিত আয়াত মুনাফিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। এতে বলা হয়েছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যখন কোন সূরা অবতীর্ণ হয় তখন তারা একে অপরকে লক্ষ্য করে বলে, তোমাদেরকে কেহ দেখছেনা তো? তারপর তারা মুখমন্ডলকে ডানে-বামে ঘুরিয়ে সত্য থেকে ফিরে যায়। দুনিয়ায় মুনাফিকদের অবস্থা এই যে, না তারা সত্যের সামনে আসে, না তা বুঝে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَمَا لَهُمْ عَنِ ٱلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ. كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ. فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ

তাদের কি হয়েছে যে, তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় উপদেশ হতে? তারা যেন ভীত-সন্ত্রস্থ গর্দভ যা সিংহের সম্মুখ হতে পলায়নপর। (সূরা মুদ্দাস্সীর, ৭৪ ঃ ৪৯-৫১) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهۡطِعِينَ. عَنِ ٱلۡيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ

কাফিরদের হল কি যে, ওরা তোমার দিকে ছুটে আসছে ডান ও বাম দিক হতে দলে দলে? (সূরা মা'আরিজ, ৭০ ঃ ৩৬-৩৭) তারা যেন বন্য পশু। সত্য থেকে মিথ্যার দিকে তারা ঝুঁকে পড়ছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরগুলো ফিরিয়ে দিয়েছেন।

فَلَمَّا زَاغُوٓاْ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمۡ

অতঃপর তারা যখন বক্র পথ অবলম্বন করল তখন আল্লাহ তাদের হৃদয়কে বক্র করে দিলেন। (সূরা সাফ্ফ, ৬১ ঃ ৫) অতঃপর আল্লাহ বলেন ঃ بِأَنَّهُمۡ قَوۡمٌ لَّا يَفۡقَهُونَ না তারা আল্লাহর ডাক বুঝতে পারছে, আর না বুঝার চেষ্টা করছে।

১২৮। তোমাদের নিকট আগমন করেছে তোমাদেরই মধ্যকার এমন একজন রাসূল যার কাছে তোমাদের ক্ষতিকর বিষয় অতি কষ্টদায়ক মনে হয়, যে হচ্ছে তোমাদের খুবই হিতাকাংখী, মু'মিনদের প্রতি বড়ই স্নেহশীল, করুণা পরায়ণ।	١٢٨. لَقَدۡ جَآءَكُمۡ رَسُولٞ مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ عَزِيزٌ عَلَيۡهِ مَا عَنِتُّمۡ حَرِيصٌ عَلَيۡكُم بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ رَءُوفٞ رَّحِيمٞ
১২৯। অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তুমি বলে দাও ঃ আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি ছাড়া অন্য কেহ মা'বূদ নেই, আমি তাঁরই উপর নির্ভর করছি, আর তিনি হচ্ছেন অতি বড় আরশের মালিক।	١٢٩. فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَقُلۡ حَسۡبِيَ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيۡهِ تَوَكَّلۡتُ وَهُوَ رَبُّ ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡعَظِيمِ.

রাসূলের (সাঃ) আগমন
আল্লাহর তরফ হতে বিরাট নি'আমাত

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের উপর নিজের ইহসান প্রকাশ করে বলেন, আমি তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য হতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি যে তোমাদের প্রতি দয়ার্দ্র এবং তোমাদের ভাষায়ই কথা বলে। যেমন ইবরাহীম (আঃ) প্রার্থনা করেছিলেন ঃ

رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ

হে আমাদের রাব্ব! তাদেরই মধ্য হতে এমন একজন রাসূল প্রেরণ করুন। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১২৯) আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ

নিশ্চয়ই আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তিনি তাদের নিজেদেরই মধ্য হতে রাসূল প্রেরণ করেছেন। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৬৪) এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ অবশ্যই তোমাদের কাছে তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল আগমন করেছে। যেমন জা'ফর ইব্‌ন আবী তালিব (রাঃ) নাজ্জাশীকে এবং মুগীরা ইব্‌ন সুবাহ (রাঃ) কিসরার (পারস্য সম্রাট) দূতকে বলেছিলেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা আমাদের মধ্য থেকেই আমাদের কাওমের একজনকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন যাঁর বংশ সম্পর্কে আমরা অবহিত রয়েছি, যাঁর গুণাবলী আমরা জানি। যাঁর উঠা, বসা, আসা, যাওয়া, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ইত্যাদি সম্পর্কে আমাদের পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে। (আহমাদ ১/২০২, ৫/২৯১) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ হে উম্মাতে মুহাম্মাদী! তোমাদের যে কোন কষ্ট ও ক্ষতিকর বিষয় তাঁর (রাসূল (সঃ)) কাছে খুবই কঠিন ঠেকে। হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ بُعِثْتُ بِضَاحِنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ সহজ দীনসহ আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে। (আহমাদ ৫/২৬৬) সহীহ হাদীসে রয়েছে, 'নিশ্চয়ই এই শারীয়াত খুবই সহজ। এটা তার জন্য সহজ আল্লাহ তা'আলা যার জন্য এটা সহজ করে পাঠিয়েছেন।' (ফাতহুল বারী ১/১১৬)

www.waytojannah.com

حَرِيصٌ عَلَيْكُم আল্লাহ তা'আলা বড়ই আশা পোষণ করেন যে, তোমরা হিদায়াত লাভ করে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উপকার প্রাপ্ত হও।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক হারাম ও নাজায়িয বিষয় সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করেছেন এবং তিনি জানেন যে, তোমাদের কেহ কেহ তা অমান্য করবে। আমি যেন তোমাদের কোমর আঁকড়ে ধরে আছি যাতে তোমরা আগুনে নিক্ষিপ্ত না হও যেমনভাবে পোকা-মাকড় আগুনে পতিত হয়।' (আহমাদ ১/৩৯০) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ (যিনি) *মু'মিনদের প্রতি বড়ই স্নেহশীল, করুণা পরায়ণ।* এ আয়াতটিরই অনুরূপ আর একটি আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ. فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ

এবং যারা তোমার অনুসরণ করে, সেই সব মু'মিনের প্রতি বিনয়ী হও। তারা যদি তোমার অবাধ্যতা করে তাহলে তুমি বল ঃ তোমরা যা কর তার জন্য আমি দায়ী নই। তুমি নির্ভর কর পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহর উপর। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ২১৫–২১৭) অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! যে মহান শারীয়াতের তুমি দা'ওয়াত দিচ্ছ, যদি এই লোকগুলো এর থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে তাহলে তুমি তাদেরকে বলে দাও, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আমি তোমাদের উপর নয়, বরং তাঁরই উপর ভরসা করছি। আল্লাহ বলেন ঃ

رَّبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَٱتَّخِذْهُ وَكِيلًا

তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের রাব্ব, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই; অতএব তাঁকেই কর্ম-বিধায়ক রূপে গ্রহণ কর। (সূরা মুয্‌যামমিল, ৭৩ ঃ ৯) অতঃপর তিনি বলেন, وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ তিনি প্রত্যেক জিনিসের মালিক ও স্রষ্টা, তিনি বিরাট আরশের রাব্ব। যমীন ও আসমানের সমস্ত মাখলূক তাঁর আরশের নীচে রয়েছে। সমস্ত সৃষ্টজীব তাঁর ক্ষমতার দখলে রয়েছে। তাঁর জ্ঞান সমস্ত বস্তুকে পরিবেষ্টনকারী।

www.waytojannah.com

উবাই ইব্‌ন কা'ব (রাঃ) বলেন যে, ... لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ এই আয়াতটিই হচ্ছে কুরআনুল হাকীমের শেষ আয়াত। (আহমাদ ৫/১১৭)

সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, যায়িদ ইব্‌ন সাবিত (রাঃ) বলেছেন ঃ 'সূরা বারাআতের শেষ অংশটুকু আমি খুযাইমা ইব্‌ন সাবিত বা আবূ খুযাইমার (রাঃ) নিকট পেয়েছিলাম। (ফাতহুল বারী ৮/১৯৫)

সূরা তাওবাহ এর তাফসীর সমাপ্ত।

www.waytojannah.com